ক
৩০২

HAND-BOOK

OF

BENGALI LITERATURE

COMPILED

BY

MAHENDRANATH BHATTACHARJYA, M.A.

Third Edition

বাঙ্গালা

সাহিত্য-সংগ্রহ।

প্রথমভাগ।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ,

সঙ্কলিত।

তৃতীয়াঙ্কন।

"কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।"

কলিকাতা।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।

১৪ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।

১২৮৩

Printed by Gopal Chandra Day.
14, Goabagan Street.

Published by the Sanskrit Press Depository.

অশেষ গুণালঙ্কৃত পরম শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত কুমার গিরীশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু।

সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বকং বিজ্ঞাপন মিদং।

সম্প্রতি বঙ্গীয় কাব্য কানন হইতে কয়েকটী কুসুম সংগ্রহ করিয়া এই "সাহিত্য সংগ্রহ" গ্রন্থরূপ হার প্রস্তুত করিয়াছি। ইহার সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিবে; কিন্তু আপনি আমার প্রতি যেরূপ অকৃত্রিম স্নেহ ও অপকট সৌহার্দ্য ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহাতে আপনি যে ইহারে চিরকাল সমাদরে ধারণ করিবেন, তাহাতে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত, ইহারে আপনার কর কমলে সমর্পণ করিলাম।

নিয়ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীমহেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

PREFACE.

In the following pages an attempt has been made for the first time in the history of our National Literature to present in one volume a systematised series of specimens from the writings of the principal Bengali poets from the earliest times to the present day. The work commences with a brief account of the origin of the Bengali Language, and contains, besides a few specimens of the well-known *Padas* of the Dawn of our Vernacular Literature, extracts from *Kirtilás*, *Kavikankan*, *Kashidás*, *Kaviranjan*, *Bhâratchandra*, *Madanmohan*, *Ishwar Gupta*, *Rangalal*, *Michael Madhusudan* and others, together with biographical and critical notices of the lives and writings of these poets. In making these selections such passages were chiefly preferred as from their subject or style are suited to be read in schools or committed to memory.

M. N. Bhattacharjya.

বাঙ্গালা

সাহিত্য-সংগ্রহ।

বঙ্গভাষার ইতিহাস।

বঙ্গভাষার মূলানুসন্ধান করিতে হইলে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অধিবাসিগণ কোথা হইতে আগমন করিয়া এখানে অবস্থিত হন, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ ভারতভূমির আদিম নিবাসী ছিলেন না; তাঁহারা দেশান্তর হইতে আগমনপূর্ব্বক অত্রত্য অসভ্য জাতিদিগকে নির্জ্জিত ও নির্ব্বাসিত করেন এবং ক্রমে ক্রমে হিমালয়ের দক্ষিণদিক্‌স্থ সমস্ত ভূভাগ আপনাদের হস্তগত করিয়া এখানে অবস্থিতি করেন।

ইউরোপীয় শাব্দিকগণ অনুমান করেন, কি হিন্দু, কি পারসীক, কি গ্রীক, কি রোমক, কি ফরাসী, কি জর্ম্মেন, কি ইংরাজ, কি রুষ, ইহারা

সকলেই এক অভিন্ন মূল জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ফলতঃ এই সমস্ত বহুদূরস্থিত জাতির ভাষায় কতকগুলি এরূপ সুসদৃশ শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহারা এককালে এক ভাষী ও একজাতি ছিল, এই অনুমান আপনা হইতেই মনোমধ্যে উপস্থিত হয়। যে মূল জাতি হইতে এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি উৎপন্ন হইয়াছে তাহা আর্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

আসিয়াখণ্ডের লোকে ইউরোপখণ্ডে গিয়া অধিবাস করে এরূপ একটী জনপ্রবাদ বহুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এবং গ্রীক ও রোমক ইতিহাসবেত্তারা সকলে একবাক্যে স্বীকার করেন যে, পূর্ব্বোত্তর অঞ্চল হইতে লোকপুঞ্জ আসিয়া গ্রীস ও ইতালি দেশে অধিবাস করে। হিন্দুদিগের বেদসংহিতাদি প্রাচীনতম শাস্ত্রপাঠে প্রতীয়মান হয়, তাঁহারা উত্তরাঞ্চলস্থ কোন শীতপ্রধান দেশ হইতে আগমন করিয়া সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী প্রদেশে অবস্থান করেন, পরে তথা হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে বিকীর্ণ

হন। পারসীকদিগের প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, যেখানে তাঁহাদের আদিম নিবাস ছিল, তথায় বৎসরের মধ্যে দশমাস শীত দুই মাসগ্রীষ্ম। অতএব বলিতে হইবে, তাঁহারাও হিন্দুদিগের ন্যায় কোন হিমপ্রধান উত্তরদেশ হইতে আসিয়া পারস্তানে অধিবাস করেন। এই সকল কারণে, আসিয়াখণ্ডের মধ্যস্থল আর্য্যবংশীয়দিগের আদিম নিবাস বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, আর্য্যগণ প্রথমতঃ কাম্বোজ ও বাহ্লিক দেশ-সন্নিহিত তুষারাচ্ছন্ন পার্ব্বত্য প্রদেশে অধিবাস করিতেন। অনন্তর তথা হইতে বিনির্গত হইয়া নানা স্থানে প্রস্থানপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়া উঠিয়াছেন। কতকগুলি আদিম আবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তরাভিমুখে গমন করিয়া আসিয়াখণ্ডের পশ্চিমভাগ ও ইউরোপখণ্ডের বহুবিস্তৃত ভূখণ্ডসমুদায় অধিকার করেন, আর কতকগুলি দক্ষিণাভিমুখে আগমন পূর্ব্বক পারস্তান ও ভারতভূমি জয় করিয়া তথায় অধিবাস করেন।

কোন্ সময়ে যে ইদানীন্তন ইউরোপীয়দিগের

পূর্ব্ব পুরুষগণ হিন্দু ও পারসীকদিগের পূর্ব্বপুরুষ-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করেন ; আর কোন্ সময়েই বা পারস্তানীয় ও ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ আদিম আবাস পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে আগমন পূর্ব্বক পারস্তানে ও হিন্দুস্থানে প্রবিষ্ট ও উপনিবিষ্ট হন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। যাহা হউক, আর্য্যবংশীয় অপরাপর জাতি অপেক্ষা পারসীকদের সহিত আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ অপেক্ষাকৃত অধিক দিন পর্য্যন্ত একত্র সংসৃষ্ট ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গ্রীক ও রোমকদিগের প্রস্থানানন্তর হিন্দু ও পারসীকদিগের পূর্ব্বতন পুরুষেরা আদিম আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাবুল ও পঞ্জাব প্রদেশে বহুকাল পর্য্যন্ত একত্র অবস্থিতি করেন; ধর্ম্ম বিষয়ক মত ভেদ লইয়া তাঁহাদের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ সমুপস্থিত হয় এবং সেই বিসম্বাদ নিবন্ধন তাঁহারা চিরকালের জন্য স্বতন্ত্র হইয়া পড়েন। এই বিরোধ প্রভাবে এক পক্ষ পারস্তানে প্রস্থান করিয়া পারসীক নাম প্রাপ্ত হন এবং অন্য পক্ষীয়েরা ভারতভূমির অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক তথায়

উপনিবিষ্ট হইয়া উত্তর কালে হিন্দু নামে বিখ্যাত হন।*

ঋগ্বেদ সংহিতা পাঠে বোধ হয়, যৎকালে আর্য্যেরা ভারতবর্ষে প্রথম আগমন করেন, তখন পবিত্রসলিলা স্রোতস্বতী সরস্বতী হিমালয় পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণ সাগরে মিলিত হইত। কিন্তু মনুসংহিতা বিরচিত হইবার পূর্ব্বেই কোন নৈসর্গিক কারণ বশতঃ উহার গতির পরিবর্ত্তন হয় এবং পঞ্জাব প্রদেশের পূর্ব্ব প্রান্তবর্ত্তী মরুভূমির অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ক্রমশঃ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া আইসে। যদি উত্তর কালে ভারতবর্ষীয় ভুদর্শনের সবিশেষ সমালোচনা হইলে সরস্বতী নদীর তিরোভাবের সময় নিরূপিত হয়, তাহা হইলে আর্য্যগণ কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং কোন্ সময়েই বা বেদভাষা সংস্কৃত ভাষায় পরিণত হইতে আরম্ভ হয় তাহাও অবধারিত হইতে পারিবে।

---

*হিন্দু শব্দটী সংস্কৃত নহে; এটী প্রাচীন পারসিক ভাষার অন্তর্গত। সংস্কৃত সপ্তসিন্ধু ও সিন্ধুর প্রাচীন পারসিক নাম হপ্তহেন্দু ও হেন্দু। এই নিমিত্ত বোধ হয়, সিন্ধু হইতে হিন্দু শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

এক আদিম আর্য্যজাতি হইতে যেরূপ গ্রীক, লাটিন, জর্ম্মেন, ইংরাজ, রুষ, পারসিক, হিন্দু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, তদ্রূপ এক আদিম আর্য্যভাষা ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা উৎপাদন করিয়াছে। আর্য্যবংশীয়দিগের আদিম আর্য্যভাষার পরিণামে গ্রীক, লাটিন, পারসিক, বৈদিক প্রভৃতি কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সৃষ্টি হয়। আবার, এই শেষোক্ত ভাষাগুলির পরিণামে ইউরোপ ও আসিয়াখণ্ডের প্রায় যাবতীয় ইদানীন্তন প্রধান প্রধান ভাষা সমুৎপন্ন হইয়াছে। সাংসারিক অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় মনুষ্যদিগের ভাষারও নিয়ত পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং দেশবিশেষে রীতিবিশেষে রূপান্তরিত হওয়াতে কালসহকারে এক ভাষা হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎপত্তি হয়। এইরূপে ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের আদিম বেদভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া মনু ও বাল্মীকির সংস্কৃত ভাষায় পরিণত হয় এবং কালসহকারে সেই সংস্কৃত ভাষার পরিণামে ভারতবর্ষের ভিন্ন

ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষা উৎপন্ন হয়। বুদ্ধদেবের সময়ে গাথা নামে যে ভাষার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও মগধ দেশপ্রচলিত এক প্রকার প্রাকৃত বই আর কিছুই নহে। অশোক রাজার রাজত্বকালে ঐ গাথা নাম্নী ভাষা পালী নামে প্রখ্যাত হয়। পালী ভাষায় বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মপুস্তকাদি লিখিত হইয়াছিল। তন্নিমিত্ত সিংহল দ্বীপে অদ্যাপি উহার আলোচনা হইয়া থাকে। যৎকালে কবীন্দ্র কালিদাস উজ্জয়িনী-রাজের সভায় থাকিয়া নিরুপম কাব্যনিচয় রচনা দ্বারা নির্ম্মল যশোরাশি লাভ করেন, তখন ভারতবর্ষে মাগধী, শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি অন্যূন দ্বাদশটী প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। ঐ সমস্ত প্রাকৃত ভাষার পরিণামে পঞ্জাবী, হিন্দি, মৈথিলী, বাঙ্গালা, উৎকল, তৈলঙ্গী, কর্ণাটী, দ্রাবিড়ী, মহারাষ্ট্রীয়, গুর্জ্জর প্রভৃতি ভারতবর্ষ-প্রচলিত অধুনাতন ভাষাসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, একই প্রাকৃত ভাষার পরিণামে হিন্দি ও বাঙ্গালার সৃষ্টি হয়। বাস্তবিকও হিন্দির সহিত সর্ব্বপ্রাচীন

বাঙ্গালা রচনাবলীর যেরূপ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহাতে এ অনুমান নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

কোন্ সময়ে আর্য্যেরা বঙ্গদেশে আসিয়া অধিবাস করেন, আর কোন্ সময়েই যে বঙ্গবাসী আর্য্যগণ বঙ্গভাষী বলিয়া বিখ্যাত হন তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ সিন্ধুনদের অপর পার হইতে আগমন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সিন্ধু, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, সরযু, সদানীরা সন্নিহিত প্রদেশ সকল জয় করিয়া অবশেষে সাগরসমীপবর্ত্তী বঙ্গদেশে প্রবেশ ও উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। ফলতঃ পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলস্থ প্রদেশ সকল তাঁহাদের হস্তগত হইলেও এ প্রদেশে অনার্য্যদিগের প্রতাপ যে বহুকাল পর্য্যন্ত অখণ্ড ছিল তাহার সন্দেহ নাই। সময়ে সময়ে এতদ্দেশীয় কোন কোন অনার্য্য ভূপতি সূর্য্য কি চন্দ্র বংশীয় কোন কোন বীর্য্যবান নরপতির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে পরাজিত হইয়া করদান পূর্ব্বক তদীয় প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন ইহা নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। পরন্তু বৌদ্ধ

মতাবলম্বী মগধ দেশীয় মহীপতি দিগের পুর্ব্বে এ প্রদেশ যে আর্য্যদিগের সম্পূর্ণ রূপে হস্তগত হইয়াছিল ইহা আমাদিগের বোধ হয় না।

পুরাবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় বঙ্গদেশ হুকাল পর্য্যন্ত মগধ দেশীয় মহীপতিদিগের অধীন ছিল। আমাদিগের বোধ হয় তাঁহাদিগেরই অধিকার কালে মগধদেশবাসী আর্য্যেরা এপ্রদেশে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন। অনার্য্য সন্তানেরা নবাগত আর্য্যদিগের শৌর্য্য ও বীর্য্যবল সহ্ করিতে না পারিয়া দাসত্ব স্বীকার অথবা গহন গিরি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণধারণ করেন। অনার্য্য সহবাসে আর্য্যদিগের বিশুদ্ধ মাগধী ভাষাও ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া কাল হকারে এক প্রকার না হিন্দি না বাঙ্গালা ভাব প্রাপ্ত হয়। যখন পালবংশীয়দের সময়ে বঙ্গবাসী আর্য্যসন্তানেরা মগধাধিপতিদিগের অধীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীন ভাব অবলম্বন করেন বোধ হয় তখন এতদ্দেশে ঐ 'না হিন্দি না বাঙ্গালা' ভাষা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ মতাবলম্বী পালবংশীয় মহীপালগণ যৎকালে গৌড়ের রাজসিংহাসনে

সমাসীন ছিলেন তৎকালে এতদ্দেশে যে 'না হিন্দি না বাঙ্গালা' ভাষা প্রচলিত ছিল; বোধ হয় তাহার সহিত বিশুদ্ধ মাগধী বা পালী ভাষার বিশেষ বিভিন্নতা ছিল না। অধুনাতন বঙ্গভাষার সহিত আসামদেশীয় ভাষার যেরূপ প্রভেদ তৎকাল প্রচলিত এতদ্দেশীয় ভাষার সহিত বোধ হয় মাগধী বা পালী ভাষার তদপেক্ষা অধিক প্রভেদ ছিল না। আসাম দেশে যেরূপ অনেক স্থলে অধ্যয়ন অধ্যাপনা প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় না হইয়া ইংরাজি বঙ্গ ভাষায় হইয়া থাকে বোধ হয় পালবংশীয় দিগের রাজত্ব কালে তদ্রূপ ধর্ম্ম কার্য্য রাজকার্য্য প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য প্রচলিত ভাষায় না হইয়া সংস্কৃত ও বৌদ্ধদিগের পরম পবিত্র পালী ভাষাতেই সম্পন্ন হইত।

এক্ষণে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে, যে বিশুদ্ধ মাগধী ভাষার সহিত এতদ্দেশ প্রচলিত অপভ্রংশ ভাষার বিভিন্নতা ক্রমশঃ অধিক হইয়া আইসে এবং অবশেষে যখন বেদ নিরত ব্রহ্মপরায়ণ মহাবল-পরাক্রান্ত সেনবংশীয় নরপতিগণ বেদ বিদ্বেষী পালবংশীয়

ভূপতিদিগকে পরাজয় করিয়া এপ্রদেশে একাধিপত্য করেন তখন উহা স্বতন্ত্র ভাষা রূপে পরিণত হয়। পরন্তু উক্ত বংশ ধ্বংস হইবার পূর্ব্বে যে বঙ্গভাষার অবয়ব-রচনা সম্পূর্ণ হইয়াছিল, ইহা আমাদের বোধ হয় না। কেননা তাহা হইলে, ঐ সকল বিদ্যোৎসাহী চক্রবর্ত্তী নরপতিদিগের উৎসাহে যে দেশীয় ভাষায় কোন না কোন অপূর্ব্ব গ্রন্থ বিরচিত হইত, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্গভাষায় কোন গ্রন্থাদি প্রণীত হওয়া দূরে থাকুক, তৎকাল বিরচিত সংস্কৃত গ্রন্থেও বঙ্গভাষার নামোল্লেখ নাই। ইহাতেই এক প্রকার সপ্রমাণ হইতেছে যে মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার জন্ম হয় নাই। বঙ্গভাষার অঙ্গরচনাতেই এ বিষয়ের সবিশেষ নিদর্শন রহিয়াছে। এদিকে চৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাবের বহুদিন পূর্ব্বে যে বঙ্গভাষার অঙ্গ-সংস্থাপন সম্পূর্ণ হইয়াছিল তাহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল কারণে আমাদের বোধ হয়, "বিহারজেতা যবন রাজার দূত" বখ্‌তিয়ার খিলিজির আগ-

মন সংবাদ শ্রবণে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণ সেনের পলায়ন এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের তন্নগরে জন্ম গ্রহণ, এই দুই ঘটনার মধ্যে যে দুই শত অশীতি বৎসর অতীত হয় তাহারই মধ্য ভাগে অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল।

পদকর্ত্তা দিগের বিষয়।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস।

কোন্ ভাগ্যবান্ জনের লেখনী হইতে বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্ব প্রথম রচনা বিনির্গত হয়, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন, লাউসেনকৃত মনসার গান বঙ্গভাষার আদি রচনা। এতদ্দেশে এক সময়ে মনসা দেবীর উপাসনার বহুল প্রচার ছিল এবং তাঁহার উদ্দেশে বঙ্গ ভাষার পদ্যময় স্তোত্র রচিত হইয়াছিল, ইহা নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে সে যাহা হউক, বিদ্যাপতি বিরচিত পদাবলী অপেক্ষা প্রাচীন রচনা এপর্য্যন্ত আমাদের নয়নপথে পতিত হয় নাই। এই নিমিত্ত, ইহাঁরেই আমরা বঙ্গ কবিকুলের

আদিগুরু বলিয়া স্বীকার করিলাম। ইনি শ্রীশ্রী-চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়া মিথিলাধিপতি শ্রীশিব সিংহের রাজধানীতে থাকিয়া হর-পার্ব্বতী এবং রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক মৈথিলী ভাষায় নানাবিধ সুমধুর পদাবলী রচনা করেন। তন্মধ্যে বঙ্গ দেশে কেবল রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদাবলীর প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল পদাবলী বঙ্গদেশে আসিয়া অনেকাংশে বাঙ্গালাভাব ধারণ করিয়াছে। নিম্নে বিদ্যাপতিকৃত কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা গেল।

"সবহুঁ মতঙ্গ যো মতি নাহি মানি।
সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল বাণী॥
সকল সময়ে নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারি নহে গুণবন্ত॥"

বিদ্যাপতির সমকালেই চণ্ডীদাস নামক আর এক জন কবি শ্রীরাধাগোবিন্দ কেলি বিলাস বিষয়ক বহুতর পদাবলী রচনা করেন। তিনি বীরভূম জেলার অন্তঃপাতি নান্নুর গ্রাম নিবাসী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি প্রথমে অতিশয়

মূর্খ ছিলেন এবং দিবানিশি কেবল তামাক সেবন করিতেন। এক দিবস রাত্রিতে নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিয়া তামাক খাবেন মনে করিলেন, কিন্তু কোথাও অগ্নি না পাইয়া যার পর নাই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পরে অগ্নির অন্বেষণে ক্রমে ক্রমে গ্রামের প্রান্ত ভাগে উপনীত হইয়া দেখিতে পাইলেন মাঠের মধ্যে নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রী "বাশুলি" অর্থাৎ বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরের নিকট অগ্নি জ্বলিতেছে। তখন তিনি অগ্নিলাভের প্রত্যাশায় দ্রুত বেগে সেই দিকে ধাবমান হইলেন; কিন্তু তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন তিনি যাহা অগ্নি মনে করিয়াছিলেন বাস্তবিক তাহা অগ্নি নহে, দেবীর অঙ্গজ্যোতিঃ অগ্নি রূপে চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছিল। তখন তিনি ভীতি সমন্বিত ভক্তি-রসাভিষিক্ত হৃদয়ে দেবীরে প্রণাম করিলেন, দেবীও প্রসন্ন হইয়া তাঁহারে বর প্রদান করিয়া বলিলেন তোমাকে আমি দুর্লভ কবি শক্তি প্রদান করিলাম, তুমি আমার প্রভুর ব্রজলীলা বর্ণন কর। চণ্ডীদাস এই রূপে কবিশক্তি লাভ করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন এবং রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক

পদাবলী রচনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিলেন। শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে চণ্ডীদাস মানবলীলা সম্বরণ করেন। অনুক্ত বচন পাঠে প্রতীতি হইবে চৈতন্যদেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েরই কৃত পদাবলী পাঠ করিয়াছিলেন।

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জয়দেবের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ সহিত।"

নিম্নে চণ্ডীদাসকৃত দুইটী পদ প্রকটিত করা গেল।

এপাপ পরাণে বিধি এমতি লিখিল।
সুধার সাগর মোরে গরল হইল॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়।
গরল ভরিয়া কেন উঠল হিয়ায়॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈনু কোলে।
এদেহ অনল তাপে পাষাণ সে গলে॥
ছায়া দেখি যাই যদি তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরুলতা পাতা সনে॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে ঝাম ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥
অতএব এছার পরাণ যাবে কিসে।
নিচয়ে ভখিমু মুঞি এ গরল বিষে॥

বাশুলি আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপনা জয় হয়॥
যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায় রে।
আন পথে যাই সে কানু পথে ধায় রে॥
এছার রসনা মোরে হৈলা কি বাম রে।
যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে॥
এছার নাসিকা মুঞি যত করি বন্ধ।
ততই দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ॥
শ্যাম কথা না শুনিব করি অনুমান।
পরসঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কান॥
ধিক রত এছার ইন্দ্রিয় মোর সব।
সদা সে কালিয়া কানু কর অনুভব॥
কহে চণ্ডীদাস রাই ভাল ভাবে আছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥
কাহারে কহিব দুখ কে বুঝে অন্তর।
যাহারে মরম কহি সে বাসয়ে পর।
আপনা বলিতে বুঝিনু সে নাহিক সংসারে।
এতদিনে বুঝিলাম ভাবিয়া অন্তরে॥
মনের মরম কহি যুড়াবার তরে।
দ্বিগুণ আগুণ সেই জ্বালি দেয় মোরে॥
এতদিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া।
এতিন ভুবনে নাহি আপনা বলিয়া॥
এদেশে না রব একা যাব দূরদেশে।
সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর রায়শেখর, বাসুঘোষ, নরহরিদাস, বৈষ্ণবদাস যদুনন্দন, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি তদীয় ভক্তগণ বিস্তর পদাবলী রচনা করেন। এস্থলে জ্ঞানদাস বিরচিত একটী পদ প্রকটিত করা গেল।

সুখের লাগিয়া এঘর বান্ধিনু আগুণে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥
সখি রে কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।
লছমি চাহিতে দারিদ্র্য বাঢ়ল মাণিক হারানু হেলে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু পাইনু বজর তাপে।
জ্ঞানদাস কহে কিসের লাগিয়া পাছে কর অনুতাপে॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নতি সহকারে বঙ্গ ভাষারও যে বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। উল্লিখিত পদাবলী ব্যতীত তাঁহার শিষ্য ও অনুশিষ্যগণ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় যে কত গ্রন্থ রচনা করেন তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। বাঙ্গালা গ্রন্থের মধ্যে রূপগোস্বামিকৃত রিপুদমন বিষয়ের রাগময়-কোণ, সনাতনগোস্বামী প্রণীত রসময় কলিকা,

জীবগোস্বামি রচিত কড়চাই, বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, লোচন কৃত চৈতন্যমঙ্গল ও কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সমধিক প্রসিদ্ধ। নিম্নে চৈতন্যচরিতামৃত হইতে চৈতন্যদেবের লীলা বর্ণন বিষয়ক কয়েকটী পংক্তি সমুদ্ধৃত হইল।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নবদ্বীপ অবতরী।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈলা গৃহবাস।
চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
নিরন্তর কৈলা তাহে কীর্ত্তন বিলাস।
চব্বিশ বৎসর কৈলা নীলাচলে বাস।
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ কভু গৌড় কভু বৃন্দাবন॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিলা নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেম লীলামৃত ভাসাল সকলে॥

কৃত্তিবাস।

এপর্য্যন্ত যে সকল মহাত্মাগণের বিবরণ লিখিত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে কেহই রসভাব

সমন্বিত সুবিস্তৃত মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়া যান নাই। অনন্তর আকবর সাহের রাজত্ব কালে শান্তিপুর সন্নিহিত ফুলিয়া নিবাসী বিপ্রবংশ সম্ভূত কবিবর কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের ভাষা অনুবাদ প্রকাশ করিয়া সেই অভাব বিমোচন করেন। ফলতঃ কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ বঙ্গভাষার সর্ব্ব প্রাচীন মহাকাব্য। কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণ যে অন্যান্য মহাকাব্য অপেক্ষা প্রাচীন, উহার রচনা প্রণালীতেই তাহা অনুসূচিত রহিয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণের ন্যায় কৃত্তিবাসের রামায়ণও সরলতারূপ অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত। বস্তুতঃ ভাষা রামায়ণের রচনা অতি সরল, উহাতে জটিলতার লেশ মাত্র দৃষ্ট হয় না। রামায়ণ সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত ; আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দরা, লঙ্কা, ও উত্তরকাণ্ড।

"আদিকাণ্ডে রামের জন্ম বিবাহ সীতার।
অযোধ্যায় বনবাস ত্যজী রাজ্যভার ॥
অরণ্যকাণ্ডেতে সীতা হরিল রাবণ।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেতে মিত্র সুগ্রীব মিলন ॥
সুন্দরাকাণ্ডেতে হয় সাগর বন্ধন।
লঙ্কাকাণ্ডে উভয় পক্ষের মহারণ ॥

উত্তরাকাণ্ডেতে ছয় কাণ্ডের বিশেষ।
সীতাদেবী করিলেন পাতালে প্রবেশ ॥
এই সুধাকাণ্ড সাতকাণ্ড রামায়ণ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত করেন সমাপন ॥

১৮০২ খৃঃ অব্দে কৃত্তিবাসকৃতরামায়ণ শ্রীরামপুরের মিশনরিগণ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। কিন্তু উহা এক্ষণে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। অধুনা বটতলার পুস্তক বিক্রেতাগণ যে রামায়ণ কৃত্তিবাসের বলিয়া বিক্রয় করে, তাহা ৺ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় কর্ত্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত।

কবিকঙ্কণ।

কবিবর কৃত্তিবাসের জীবদ্দশাতেই অথবা তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই 'কবিতা পঙ্কজরবি শ্রীকবিকঙ্কণ' কাব্যাকাশে সমুদিত হইয়া স্বীয় নির্ম্মল কবিত্ব প্রভায় গৌড়দেশ প্রভাময় করেন। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী দামুন্যাগ্রামে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতামহের নাম জগন্নাথ

মিশ্র ও পিতার নাম হৃদয় মিশ্র। হৃদয় মিশ্রের দুই পুত্র, কবিচন্দ্র ও কবিকঙ্কণ। দাতাকর্ণ প্রবন্ধে যে কবিচন্দ্রের নামে ভণিতা দেখিতে পাওয়া যায় তিনিই কবিকঙ্কণের অগ্রজ বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। বোধ হয়, কবিকঙ্কণের ন্যায় কবিচন্দ্র নামটীও উপাধিমাত্র। কবিচন্দ্রের প্রকৃত নাম কি ছিল, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। চক্রবর্ত্তী কবিবরের পিতৃ পিতামহের মিশ্র উপাধি দেখিয়া বোধ হয় প্রথমে তাঁহাদের মিশ্র উপাধি ছিল, পরে এতদ্দেশে বাস করিয়া চক্রবর্ত্তী বলিয়া বিখ্যাত হন।

চণ্ডীকাব্য মধ্যে গ্রন্থোৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তৎপাঠে অবগতি হয় যে, বর্দ্ধমান বিভাগের শাসনকর্ত্তা দুরাত্মা মামুদ সরিফের দৌরাত্ম্য নিবন্ধন মুকুন্দরামকে পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইয়াছিল। কথিত আছে, পলায়ন কালে পথিমধ্যে এক দিবস এক সরোবর তীরে তিনি রুক্ষস্নান ও উদক মাত্র পান করিয়া শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে শঙ্করমোহিনী চণ্ডী

স্বপ্নাবেশে তাঁহাকে দর্শন দিয়া সঙ্গীত রচনা করিতে আদেশ করেন। নিদ্রাভঙ্গের পরেই পত্র ও মসী লইয়া কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর নানা স্থানে পর্য্যটন ও অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া অবশেষে আড়রাগ্রাম নিবাসী রাজা রঘুনাথের সন্নিধানে উপনীত হইয়া আত্মবিবরণ বর্ণনান্তর স্বরচিত কবিতা পাঠ করিলেন। রাজা কবিতা শ্রবণে যার পর নাই আপ্যায়িত হইয়া পুরস্কার স্বরূপে রচয়িতারে দশ আড়া ধান্য প্রদান করিলেন এবং স্বীয় পুত্রের শিক্ষাগুরু পদে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। রাজা রঘুনাথ তদীয় স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাঁহারে সঙ্গীত রচনা করিতে অনুরোধ করেন এবং তাঁহারই প্রবর্ত্তনা পরতন্ত্র হইয়া মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্য প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন।

চণ্ডীকাব্যে মুকুন্দরাম অসামান্য কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। রচনা পারিপাট্য বিষয়ে কেহ কেহ মুকুন্দরাম অপেক্ষা সবিশেষ নৈপুন্য প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত কবিত্বগুণে গৌড়ীয় কোন কবিই চণ্ডীকাব্য-

কার হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন। তাঁহার কীদৃশ কবিত্ব শক্তি ছিল তাহা সহজে বর্ণনা করা যায় না। যে সকল সৌভাগ্যশালী মহাত্মাগণ কাব্যরসাস্বাদনে সম্যক্ সমর্থ তাঁহারাই বলিতে পারেন কবিকঙ্কণের কেমন অদ্ভুত কবিত্বশক্তি ছিল। ফলতঃ তাঁহার সদৃশ কল্পনাশক্তিসম্পন্ন কবি বঙ্গদেশে আর কখন জন্ম গ্রহণ করে নাই। ব্যাধনন্দন ও সওদাগরের উপাখ্যান তাঁহারই মানস সম্ভূত; তাঁহার পূর্ব্বে কি সংস্কৃত কি বাঙ্গালা কোন কবিই কালকেতু এবং ধনপতি ও শ্রীমন্তের উপাখ্যানের অনুরূপ কিছুই বর্ণনা করেন নাই। কালীদহে কমলবাসিনী কামিনী কর্ত্তৃক করি গ্রাস ও উদ্গীরণ ব্যাপার বর্ণন করিয়া চক্রবর্ত্তী কবিকল্পনার একশেষ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কবিকঙ্কণ এক সময়ে অতিশয় দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন, এজন্য দারিদ্র্য দুঃখ বর্ণনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। ফুল্লরার বার মাস্যা, খুল্লনার ছাগচারণ, ধনপতির কারামোচন কালের আক্ষেপোক্তি প্রভৃতি বিষয় গুলি পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। স্বভাব

বর্ণন ও সামাজিক আচার ব্যবহার বর্ণন বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। বলিতে কি, সমাজ সংক্রান্ত রীতি নীতি বর্ণনায় তিনি যেরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার অনুরূপ অন্য কোন কাব্যে লক্ষিত হয় না। তৎপ্রণীত আদি-রস ঘটিত বিষয় গুলিও অতি চমৎকার ও মনোহর এবং অশ্লীল শব্দ শূন্য হওয়াতে অতিশয় প্রশংসনীয়।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

সুপ্রসিদ্ধ হালিসহরের অন্তঃপাতী কুমারহট্ট গ্রামে, আনুমানিক ১৬৪৪ বা ১৬৪৫ শকে কবি-রঞ্জন রামপ্রসাদের জন্ম হয়। তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। তাঁহার পিতামহের নাম রামে-শ্বর সেন ও পিতার নাম রাম রাম সেন ছিল। রামপ্রসাদ বাল্যকালে সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি কলিকাতাস্থ কোন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটীতে মুহুরিগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রভু

অতিশয় গুণগ্রাহী লোক ছিলেন. তিনি রামপ্রসাদের কবিত্বগুণে বিমোহিত হইয়া তাঁহারে সংসার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল কবিতা রচনা ও ঈশ্বর আরাধনা করিতে অনুরোধ করিলেন এবং যাবজ্জীবন মাসিক ত্রিংশৎ মুদ্রা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া তাঁহারে বাটী পাঠাইয়া দিলেন।

এই সময়ে কৃষ্ণনগরের অধিপতি সুবিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, মধ্যে মধ্যে বায়ুসেবনার্থ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া কুমারহট্টে আসিয়া অবস্থিতি করিতেন। তিনি রামপ্রসাদের শক্তি পরায়ণতা ও কবিত্ব গুণে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ১০০ বিঘা নিষ্কর ভূমি ও "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান লইয়া "কবিরঞ্জন" নামে একখানি পদ্যময় গ্রন্থ প্রণয়ন পূর্ব্বক রাজারে সমর্পণ করেন। মহারাজ রামপ্রসাদকে কৃষ্ণনগরের রাজসভায় রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। যাহা হউক রাজা কুমারহট্টে আসিলেই

তাঁহার গীত শ্রবণে ও তাঁহার সহিত সদালাপে কালহরণ করিতেন। তৎকালে কুমারহট্টে আজু গোসাঁই নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, সকলে তাঁহাকে পাগল মনে করিত। কিন্তু কবিতারচনায় তাঁহার যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য ছিল তাহাতে তাঁহাকে পাগল বলিতে ইচ্ছা হয় না। কথিত আছে, রামপ্রসাদ কোন গান রচনা করিলেই আজুগোসাঁই তাহার একটী উত্তর দিতেন। কৌতুকপ্রিয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উভয়ের বিবাদ দেখিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন।

কবিরঞ্জনের স্বর তাদৃশ সুমধুর ছিল না, পরন্তু স্বরচিত পদাবলী গানে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। কথিত আছে তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণে দেবদ্বেষী দুরাত্মা নবাব সিরাজউদ্দৌলার অন্তঃকরণও দ্রবীভূত হইয়াছিল।

রামপ্রসাদ বামাচারী ছিলেন এবং উপাসনার অঙ্গ বিবেচনায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সুরাপান করিতেন। অনেকে তাঁহাকে মাতাল বলিয়া অবজ্ঞা করিত, কিন্তু তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হইতেন না। তাঁহার অদ্ভুত কবিশক্তি ও অসাধারণ

শক্তিভক্তি দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে দেবীর বর-পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করিত।

এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, একদা কালীপূজার বিসর্জ্জনের দিন প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুরধুনী তীরে গমন করেন এবং এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া কালীবিষয়ক পদ গান করিতে করিতে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন নামধেয় একখানি বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। তদ্ব্যতীত তিনি কালীকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন নামে অপর দুই খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বিস্তর পদাবলী রচনা করিয়া যান। অনেকে বলেন তিনি এক লক্ষ গীত রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু একথা কতদূর সত্য তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। কৃষ্ণকীর্ত্তন নামক গ্রন্থখানি এক্ষণে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। কালীকীর্ত্তনের রচনা অতিশয় মধুর এবং উৎকৃষ্ট ভাব সমূহে পরিপূর্ণ। কবিরঞ্জন প্রণীত বিদ্যাসুন্দর বাঙ্গালা ভাষার একখানি প্রধান কাব্য। ইহাতে তোটক প্রভৃতি নানাবিধ নূতন ছন্দ সন্নিবেশিত

দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার রচনা স্থানে স্থানে কর্কশ ও জটিল বলিয়া বোধ হয়। এই কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরকেই আদর্শ করিয়া ভারতচন্দ্র তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন।

ভারতচন্দ্র।

বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী ভুরসুট পরগণার মধ্যস্থিত পাণ্ডুয়াগ্রামে ১৬৩৪ শকে কবিবর ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এক জন সম্ভ্রান্ত জমীদার ছিলেন; নরেন্দ্রনারায়ণের চারি পুত্র ছিল, তন্মধ্যে ভারত সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। নয় বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ভারতচন্দ্র পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন এবং মণ্ডলঘাট পরগণার অন্তর্গত নওয়াপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে বাস করিয়া তাজপুর গ্রামে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে ব্যাকরণ অভিধানাদি শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করেন। পরন্তু

ভ্রাতৃগণের সহিত অসদ্ভাব উপস্থিত হওয়াতে পুনরায় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন এবং হুগলির সন্নিহিত দেবানন্দপুর নামক গ্রামে রামচন্দ্র মুন্সী নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত কায়স্থের আশ্রয়ে অবস্থান করত পারসী পড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি দুই খানি সত্যনারায়ণের পুঁথি রচনা করেন। কথিত আছে, মুন্সী মহাশয়ের বাটিতে এক দিবস সত্যনারায়ণের কথার সময়ে সকলে তাঁহাকে পাঠকতা করিতে বলেন। ভারতচন্দ্র তাহাতে সম্মত হইয়া অমনি তখনি স্বয়ং এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং উপস্থিত সভায় সেই খানি পাঠ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বর্ষের অধিক হয় নাই। এতাদৃশ অল্প বয়সে ঈদৃশ রচনা সামান্য কবিত্বের পরিচায়ক নহে। ফলতঃ উত্তর কালে তিনি যে অত্যুন্নত পদে অধিরোহণ করিবেন ঐ দিবসেই তাহার প্রথম নিদর্শন প্রদর্শন করেন। সত্যনারায়ণের কথা হইতে কবির পরিচয়সূচক কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত করা গেল।

ভরদ্বাজ অবতংশ, ভূপতি রায়ের বংশ,
সদাভাবে হতকংশ, ভুরস্থুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতীযুত,
ফুলের মুখটীখ্যাত, দ্বিজ পদে সুমতি ॥
দেবের আনন্দ ধাম, দেবানন্দপুর নাম,
তাহে অধিকারী রাম, রাম চন্দ্র মুন্সী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যাঁর যশ গায়।
হয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী ॥

অনন্তর বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পারসীতে কৃতবিদ্য হইয়া পিত্রালয়ে প্রতিগমন করিলেন। কিয়দ্দিবস পরেই তাঁহার পিতা তাঁহাকে বর্দ্ধমানের রাজ দরবারে স্বীয় বিষয় সম্বন্ধে মোক্তারি করিতে প্রেরণ করেন। কিন্তু তথাকার রাজকর্ম্মচারিগণের চক্রান্তে পড়িয়া ভারতচন্দ্র কারারুদ্ধ হইলেন। পরে রক্ষিদিগের কৃপায় নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়া কটকে গমন করিলেন। তৎকালে ঐ প্রদেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীন ছিল। ভারতচন্দ্র শিবভট্ট নামা তত্রত্য দয়াশীল সুবেদারের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীপুরুষোত্তম ধামে বাস করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে

সুবেদার সমুদায় বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং ভারতচন্দ্র তদীয় অনুগ্রহে পরম সুখে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মঠে থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বৈষ্ণবগণ সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করিয়া আপনিও একজন পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠিলেন। কিয়ৎ কাল এই রূপে অতিবাহন করিয়া শ্রীবৃন্দা-বন দর্শনার্থ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে জনৈক আত্মীয়ের প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়া পুনর্ব্বার সংসার ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দ্দিন শারদাগ্রামে স্বীয় শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া বিষয় কর্ম্মের অন্বেষণে বহির্গত হইয়া ফরাসীগবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। চৌধুরী মহাশয় তাঁহার গুণগ্রামের সবিশেষ পরিচয় পাইয়া নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে তাঁহারে প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। রাজাও আগ্রহাতিশয় সহকারে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া তাঁহারে আপনার সভাসদ করিলেন। ভারত চন্দ্র সুললিত কবিতা সকল রচনা করিয়া রাজার মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। গুণগ্রাহী

মহারাজ তাঁহারে গুণাকর উপাধি দিয়া কবিকঙ্কণ মুকুন্দ রাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত চণ্ডীমঙ্গলের অনুরূপ এক খানি অন্নদামঙ্গল রচনা করিতে আদেশ করিলেন। এইরূপে বিখ্যাত অন্নদামঙ্গল মহা-কাব্যের সৃষ্টি হইল। পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবি-রঞ্জন রামপ্রসাদ সেন বিরচিত বিদ্যাসুন্দর প্রাপ্ত হইয়া ভারতচন্দ্রকে তদনুরূপ আর একখানি কাব্য প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। বর্দ্ধমানের রাজপরিবারের প্রতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিলক্ষণ বিদ্বেষ ছিল এবং ভারতচন্দ্রের হৃদয়েও বর্দ্ধমানের কারাবাসাদি ক্লেশজনিত দারুণ রোষানল প্রজ্ব-লিত ছিল। সুতরাং তিনি মহোল্লাস সহকারে বর্দ্ধমান রাজবংশের গ্লানিসূচক ইতিহাস লইয়া বিদ্যাসুন্দর মহাকাব্য রচনা করিয়া কৌশলক্রমে উহা অন্নদামঙ্গলের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। তৎপরে মানসিংহ, রসমঞ্জরী, নাগাষ্টক এবং অন্যান্য কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন। অনন্তর মহারাজ মূলাযোড় গ্রামে তাঁহার নিমিত্ত যে বাটি নির্ম্মাণ করিয়া দেন তথায় জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করিয়া ১৬৮২

শালে ৪৮ বৎসর বয়ক্রম কালে পরলোক গমন করেন।

অনেকেই বলেন ভারতচন্দ্র বঙ্গভাষার প্রধান কবি। কিন্তু যাঁহারা কবিকঙ্কণ প্রণীত চণ্ডীকাব্য পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা একথা কখনই স্বীকার করিবেন না। ভারতচন্দ্রের যেরূপ রচনাশক্তি ছিল, আক্ষেপের বিষয়. তাদৃশ কল্পনাশক্তি ছিল না। তিনি চণ্ডীকে আদর্শ করিয়া অন্নদামঙ্গল প্রণয়ন করেন। কবিকঙ্কণের ন্যায় ভারতচন্দ্র স্বীয় কাব্যের প্রারম্ভে গনেশাদি দেবতাদিগের বন্দনা, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, দক্ষযজ্ঞ, পার্ব্বতির জন্ম ও বিবাহ, হরগৌরীর কন্দল প্রভৃতি লিখিয়াছেন। তদ্ভিন্ন শাপভ্রষ্ট নায়ক নায়িকার জন্মপরিগ্রহ, ভগবতীর বৃদ্ধাবেশধারণ. শব্দশ্লেষ সহকারে ভগবতীর আত্ম পরিচয় প্রদান ইত্যাদি বিষয় সকল চণ্ডী-কাব্যের অনুকরণমাত্র তাহার সন্দেহ নাই। বিদ্যাসুন্দর কাব্যও তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে কবিরঞ্জন বিদ্যা-সুন্দরকে আদর্শ করিয়া তিনি স্বীয় বিদ্যাসুন্দর কাব্য প্রণয়ন করেন। কথিত আছে বররুচি সং-

স্কৃত ভাষায় একখানি বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া যান। সংস্কৃত ভাষায় বররুচিবিরচিত বিদ্যা-সুন্দর নামে একখানি কাব্য আছে, কিন্তু বররুচি তাহার প্রণয়ন করিয়াছিলেন কি না তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। সুপ্রসিদ্ধ চোরপঞ্চাশৎ নামক ৫০ শ্লোকও চোরবিহ্লন নামক এক জন প্রাচীন কবির বিরচিত। মালিনীর বেসাতির হি-সাব, সুপুরুষ দর্শনে কামিনীদিগের নিজ নিজ পতিনিন্দা, মশানে পিশাচসেনার সহিত রাজ-সেনার যুদ্ধ, দেশগমনোৎসুক পতির নিকট রাজ-কন্যার বারমাস বর্ণন, ঝড় বৃষ্টি দ্বারা দেশ বিপ্লা-বন ইত্যাদি বিষয়গুলি যে চণ্ডীকাব্য দৃষ্টে বিরচিত হইয়াছিল ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। যাহা হউক ভারতচন্দ্রের ন্যায় সুলেখক বঙ্গভূমিতে আর কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার রচনা যেরূপ সরল মধুর ও ললিত সেরূপ আর কোথাও লক্ষিত হয় না। তৎপ্রণীত সুললিত ভাষাগীত শ্রবণ করিলে অন্তঃকরণ আনন্দভরে নৃত্য করিতে থাকে। আদিরস বর্ণনায় তিনি অসামান্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে

স্থানে স্থানে এরূপ অশ্লীল হইয়াছে যে বিরলে বসিয়া পাঠ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। বিরাম ও মিত্রাক্ষর বিষয়েও তাঁহার কবিতাবলী অন্যান্য কাব্যনিচয় হইতে শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর, কবিত্ব, ছন্দোবন্ধ মিত্রাক্ষর ও প্রসাদগুণের একত্র সমাবেশ বশতঃ যার পর নাই মনোহর হইয়াছে।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী বিল্বগ্রামে আনুমানিক ১২২২ সালে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্ম হয়। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে বিদ্যাভ্যাস করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন এবং পাঠদ্দশাতেই বঙ্গভাষায় বাসবদত্তা ও রসতরঙ্গিনী নামে দুই খানি পদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট পাঠশালায় মাসিক ১৫ টাকা মাত্র বেতনে একটী পণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তৎপরে ২৫ টাকা বেতনে

বারাসতট্রেবরস্কুলের প্রধানপণ্ডিত হইয়াছিলেন। অনন্তর ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের দেশীয় ভাষার অধ্যাপকের আসন প্রাপ্ত হইয়া কিয়দ্দিবস সিবিলিয়ান গণকে শিক্ষা প্রদান করেন। পরে কৃষ্ণনগরে কালেজ সংস্থাপিত হইলে তত্রত্য প্রধান পণ্ডিতের পদে সমাসীন হন। কিয়দ্দিন পরে তথা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া সংস্কৃত কালেজের সাহিত্যাধ্যাপক হইলেন। সেই সময়ে তিনি বঙ্গভাষায় বালকদিগের প্রথম পাঠোপযোগী পুস্তকের একান্ত অসদ্ভাব দেখিয়া ক্রমান্বয়ে তিন ভাগ শিশুশিক্ষা প্রচার করেন। অনন্তর ১২৫৬ সালে মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে তিনি জেলা মুর্শীদাবাদের জজপণ্ডিত হইয়া বহরমপুর গমন করেন। এবং অবশেষে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদে অভিষিক্ত হইয়া উক্ত জেলার অন্তঃপাতী জেমুয়াকান্দী নামক স্থানে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অবস্থিতি করেন। তাঁহার প্রযত্নে এই অঞ্চলে নানাবিধ লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তন্মধ্যে কান্দী হইতে বহরমপুর পর্য্যন্ত যে একটী প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মিত হয়

তাহা অদ্যাপি "মদনতর্কলঙ্কারের শড়ক" বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ১২৬৪ সালের ফাল্‌গুন মাসের সপ্তবিংশ দিবসে তর্কালঙ্কার পরলোক গমন করেন।

মদনমোহন সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে রসতরঙ্গিণী ও একবিংশ বর্ষ বয়ক্রম কালে বাসবদত্তা প্রণয়ন করেন। রসতরঙ্গিনী কতকগুলি আদিরস ঘটিত সংস্কৃত উদ্ভটকবিতার ভাষা অনুবাদ মাত্র। ইহার রচনা ললিত ও মধুর এবং এমন কি, স্থানে স্থানে মূল হইতেও বোধ হয় উৎকৃষ্ট; কিন্তু বর্ণিত বিষয় গুলি যার পর নাই অশ্লীল। বাসবদত্তার আখ্যায়িকাটী কবির স্বকপোল কল্পিত নহে; ভুবনবিশ্রুতউজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নময়ী সভার অন্যতম রত্ন বররুচির ভাগিনেয় সুবন্ধু সংস্কৃত ভাষায় বাসবদত্তা নামে যে সুললিত কাব্য রচনা করেন, তর্কালঙ্কার কবি তদীয় উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া প্রস্তাবিত ভাষা কাব্য প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের রচনাপ্রণালী অতি চমৎকার ও অনুপ্রাসচ্ছটা যার পর নাই মনোহর, এবং বাঙ্গালা কাব্যনিচয়ের মধ্যে কেবল মদনমোহন কৃত

এই বাসবদত্তা কাব্য দ্রুতগতি, গজগতি, পজ্‌ঝটিকা, অনুষ্টূপ প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কৃত ছন্দোময়ী কবিতাবলীতে বিভূষিত। পরন্তু ইহার যেরূপ কয়েকটী বিশেষ গুণ আছে তদ্রূপ কয়েকটী বিশেষ দোষও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার রচনা যেরূপ মধুর; সকল স্থলে ভাব সেরূপ প্রগাঢ় নহে এবং ইহাতে অনুপ্রাসাদির যেরূপ বাহুল্য লক্ষিত হয় তদনুরূপ প্রসাদগুণ দৃষ্ট হয় না। আবার আদিরসবিষয়ক বর্ণনাগুলি ভুরি ভুরি স্থলে সাতিশয় অশ্লীল। এই সকল কারণে প্রস্তাবিত কাব্য জনসমাজে তাদৃশ সমাদৃত হয় নাই। কবি স্বয়ংও এবিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। ফলতঃ তিনি পূর্ণবয়সে যৌবনকালবিরচিত এই উভয় গ্রন্থের উপর যারপর নাই বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। তৎপ্রণীত শিশুশিক্ষা তিন খানি অতিশয় প্রশংসনীয়। প্রথম ভাগের শেষে "পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল," ইত্যাদি প্রভাত বর্ণন বিষয়ক যে কয়েকটী কবিতা আছে তাহার তুল্য প্রসাদগুণ সমলঙ্কৃত কবিতা বঙ্গভাষায় অতি বিরল। ফলতঃ তর্কালঙ্কারের অসামান্য রচনা শক্তি ছিল একথা

সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। সংস্কৃত কবিদিগের মধ্যে জয়দেব যেরূপ আশ্চর্য্য রচনানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন বঙ্গভাষায় মদনমোহন স্থলে স্থলে প্রায় তদ্রূপ ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, যেরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তদনুরূপ কিছুই লিখিয়া যান নাই।

প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

কলিকাতার ১৪ ক্রোশ উত্তরে ভাগীরথীতীরে কাঁচড়াপাড়া নামে একটী গ্রাম আছে; তথায় ১২১৬ সালে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি কখন কোন বিখ্যাত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই, কিন্তু অতি শৈশবকাল হইতেই কবিতারচনা বিষয়ে প্রগাঢ় অনুরাগ প্রদর্শন করেন এবং যৌবনদশায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মানস সরোবরে সেই কমনীয় কবিতা কমল বিকসিত হয় যাহার সুধাময় সুমধুর

সৌরভে দিগন্ত পর্য্যন্ত অদ্যাপি আমোদিত রহিয়াছে। ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ হইতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মৃত মহাত্মা যোগীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উৎসাহে ও আনুকূল্যে সুপ্রসিদ্ধ সংবাদ প্রভাকর পত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই প্রভাকর পত্রের সহিত তাঁহার নাম এরূপ সুসম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে যে ইহার নামোচ্চারণ মাত্রেই তাঁহার নাম এবং তাঁহার নামোচ্চারণ মাত্রেই ইহার নাম স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। যেরূপ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী নামের পরিবর্ত্তে কবিকঙ্কণ নামটী সতত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নামের পরিবর্ত্তেও অনেকে সেইরূপ প্রভাকর আখ্যাটী ব্যবহার করিয়া থাকেন। ফলতঃ ঈশ্বর গুপ্ত ও প্রভাকর এই দুই নামেই তিনি সমান প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে "প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত" বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

প্রভাকরের কলেবর সংবাদ ও বিজ্ঞাপন দ্বারাই পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। সুতরাং সম্পাদয়িতার কবিত্বশক্তির পরিচয় দিবার সেরূপ সুবিধা হইত না। এই নিমিত্ত তিনি এক খানি

মাসিক প্রভাকর প্রচারণে প্রবৃত্ত হন। এতদ্ব্যতীত সাধুরঞ্জন ও পাষণ্ডপীড়ন নামে দুই খানি সাপ্তাহিক পত্রও তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। সাধুরঞ্জন সাধুদিগের চিত্তরঞ্জনোপযোগী বিবিধ জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে বিভূষিত থাকিত এবং পাষণ্ডপীড়নে পাষণ্ডগণের অঙ্কুশস্বরূপ নীতিবিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। ভাস্করসম্পাদক গৌরীশঙ্কর (গুড়গুড়ে) ভট্টাচার্য্য-মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'রসরাজ' নামক পত্রের সহিত পাষণ্ডপীড়নের কিয়ৎকাল বিষম বিসংবাদ চলিয়া ছিল। এমন কি সম্পাদকেরা প্রকাশ্য রূপে পরস্পরের কুৎসা করিতে প্রবৃত্ত হন এবং যার পর নাই অশ্লীল বিষয় লিখিয়া স্ব স্ব পত্র দূষিত করেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রবোধপ্রভাকর, হিতপ্রভাকর, বোধেন্দুবিকাশ এবং ভারতচন্দ্রের জীবনচরিত এই কয়খানি গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনেক অনুসন্ধানের পর ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ. নিধুবাবু, হরুঠাকুর, রামবসু, নিতাইদাস প্রভৃতি কবিগণের জীবনচরিত সংগ্রহ করিয়া প্রভাকর পত্রে ক্রমে ক্রমে তৎসমুদায়

প্রকাশ করেন। পরে ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্তটী স্বতন্ত্র পুস্তককারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। প্রবোধ-প্রভাকর ও হিতপ্রভাকর এই উভয় গ্রন্থই গদ্য পদ্যময় চম্পূ কাব্য। প্রবোধপ্রভাকর আত্ম-তত্ত্ববিষয়ক কথায় পরিপূর্ণ ও হিতপ্রভাকর বিষ্ণু-শর্ম্মকৃত সংস্কৃত হিতোপদেশের আভাস লইয়া বিরচিত। হিতপ্রভাকরের ইতিবৃত্তটী অতিশয় কৌতূহলজনক; যে মহাত্মা দুস্তর সাগর পার হইতে এতদ্দেশে আসিয়া হিন্দুমহিলাদিগের দুরবস্থাসন্দর্শনে সন্তপ্ত হইয়া তাহাদিগের দুঃখ-বিমোচন ও উন্নতিসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন ও তদুদ্দেশে অশেষ ক্লেশ স্বীকার ও বিবিধ বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া অবশেষে যাহাতে তাহাদের অবিদ্যারূপতিমিরাচ্ছন্ন মানসা-কাশে বিদ্যার বিমলজ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয় তাহার সদুপায় বিধান করিয়াছিলেন, এবং এই মহা-নগরীস্থ হেদুয়া দীর্ঘিকার বায়ুকোণস্থিত বালিকা বিদ্যালয়ের পরম রমণীয় অট্টালিকাটী যাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপে অদ্যাপি বিরাজিত রহিয়াছে, সেই বঙ্গীয় অবলাকুলহিতৈষী বেথুন সাহেব

মহোদয়ের অনুরোধে এই কাব্যখানি প্রণীত হয়। ইহার রচনা সরল ও প্রাঞ্জল। বোধেন্দু-বিকাশ সংস্কৃত প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটকের মর্ম্ম লইয়া রচিত, ইহার অধিকাংশই হাস্যরসে পরিপূর্ণ। হাস্যরসবর্ণনায় গুপ্ত মহাশয় অতিশয় নিপুণ ছিলেন। ফলতঃ এ বিষয়ে তিনি যেরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন সেরূপ আর কোথাও লক্ষিত হয় না।

১২৬৫ সালের ১০ই মাঘে তিনি পরলোক গমন করেন।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী শিবপুর গ্রামে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসস্থান। ইনি এক্ষণ-কার একজন সম্ভ্রান্ত ডেপুটী মাজিস্ট্রেট। ইনি স্বপ্রণীত "পদ্মিনী" উপাখ্যান নামক কাব্যের ভূমি-কায় লিখিয়াছিলেন "কিশোরকালাবধি কাব্যা-মোদে আমার প্রগাঢ় আসক্তি, সুতরাং নানা

ভাষার কবিতাকলাপ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করত অনেক কাল সম্বরণ করিয়া থাকি। আমি সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্য্যালোচনা করিয়াছি, এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে কবিতা রচনা করা আমার বহুদিনের অভ্যাস। বাঙ্গলা সমাচারপত্রপুঞ্জে আমি চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে উক্ত প্রকার পদ্য প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করি।” নায়কনায়িকার প্রেম সঙ্ঘটনাদি ‘আদিরসাশ্রিত কাব্য প্রবাহে ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের চিত্তক্ষেত্র প্লাবিত করা কর্ত্তব্য নহে’ এই বিবেচনায় রঙ্গলাল কর্ণেল টড্ বিরচিত রাজস্থান প্রদেশের বিবরণ পুস্তক হইতে ক্ষত্রিয়রমণীকুলশিরোমণি পতিপরায়ণা পদ্মিনীর বিবরণ অবলম্বন পূর্ব্বক ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ নামক প্রসিদ্ধ কাব্য রচনা করিয়া বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা বিষয়ে এক নূতন প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ‘কর্ম্মদেবী’ ও ‘শূরসুন্দরী’ নামে অপর দুই খানি কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার কাব্যত্রয়ের মধ্যে পদ্মিনী উপাখ্যানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

এই কাব্য গুলির মধ্যে স্থলে স্থলে প্রকৃত কবিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। ফলতঃ রঙ্গলালের কবিত্ব শক্তি নিতান্ত সামান্য নহে; তাঁহার রচনা প্রণালী ও ছন্দোবন্ধও মন্দ নয় এবং তৎপ্রণীত কাব্য সকল স্থানে স্থানে প্রগাঢ় ভাবসমূহে পরিপূর্ণ। বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে তিনি যে কবি ও সুপথপ্রদর্শক বলিয়া চিরকাল সমাদৃত হইবেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুকুন্দরাম কৃত বিখ্যাত চণ্ডীকাব্যের এক নূতন সংস্করণ প্রচার করেন। স্বপ্রচারিত গ্রন্থের প্রারম্ভে তিনি কবিকঙ্কণের কবিত্বাদি সংক্রান্ত যে সমালোচনটী সন্নিবেশিত করিয়া দেন তাহা অতি চমৎকার এবং তদ্দ্বারা তাঁহার বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা ও সহৃদয়তার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ এডুকেশন গেজেটের ইনি কিছু দিন সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

"ইনি আনুমানিক ১২৩৫ সালে জেলা যশোহরের অন্তর্গত কবতক্ষনদীতীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ী গ্রামে ৺রাজনারায়ণ দত্তের ঔরসে জাহ্নবীদাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা কলিকাতা সদরদেওয়ানি আদালতের এক জন প্রধান উকীল ছিলেন। ইহাঁর মাতা যশোহরেব অন্তর্গত কাটিপাড়ার জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা। ইহাঁরা তিন সহোদর ছিলেন। ইনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, আর দুই জন শৈশবাবস্থাতেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন। ইনি হিন্দুকালেজে ইংরাজী ও পারস্য ভাষা অভ্যাস করেন। ১৬।১৭ বৎসর বয়সে ইনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন করেন। তথাচ একমাত্র পুত্র বলিয়া ইহাঁর পিতা ইহাঁকে একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া চারি বৎসর কাল বিষপ্‌স-কালেজে অধ্যয়নাদি করান। ঐ চারি বৎসরের পর এ অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া ইনি মান্দ্রাজে যাইয়া ইংরাজী ভাষায় গদ্য পদ্য রচনার দ্বারা

ত্বরায় সুখ্যাতি লাভ পূর্ব্বক তত্রত্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫৬ সালে ইনি সস্ত্রীক বাঙ্গলা প্রদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। এখানে দুই তিন বৎসর কাল অপব্যয় করিয়াছিলেন। পরে ১৮৫৮ সালে পাইকপাড়ার রাজাদিগের আদেশে রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন। তদনন্তর উপর্য্যুপরি এত গুলি পুস্তক লিখিয়াছেন;—

১ম, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক। ২য়, পদ্মাবতী নাটক। ৩য়, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। ৪র্থ, একেই কি বলে সভ্যতা। ৫ম, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া। ৬ষ্ঠ, মেঘনাদবধ কাব্য। ৭ম, ব্রজাঙ্গনা। ৮ম, কৃষ্ণকুমারী নাটক। ৯ম, বীরাঙ্গনা। ১০ম, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী।”

অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনার প্রথা ইনিই বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তিলোত্তমা, মেঘনাদ ও বীরাঙ্গনা এই তিন খানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। ইহাঁর রচনাপ্রণালী কি ছন্দোবন্ধের বিস্তারিত রূপে দোষগুণবিচারের এ উপযুক্ত স্থল নহে। যাহা হউক ইনি যে

ইদানীন্তন বঙ্গীয় কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

১২৮০ সালের ১৬ই আষাঢ়ে ইনি পরলোক গমন করেন।

সাহিত্য সংগ্রহ।

প্রথম ভাগ।

কৃত্তিবাস কৃত রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত।

রামচন্দ্রের বনগমন।

রাজ্যখণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাসে।
শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে নিজ বাসে ॥
মাঝে সীতা আগে পাছে দুই মহাবীর।
তিন জন হইলেন পুরীর বাহির ॥
স্ত্রী পুরুষ কান্দে যত অযোধ্যা নগরী।
জানকীর পাছে ধায় অযোধ্যার নারী ॥
যে সীতা না দেখিলেন সূর্য্যের কিরণ।
হেন সীতা বনে যান দেখ সর্ব্বজন ॥
যেই রাম ভ্রমেণ সোণার চতুর্দ্দোলে।
হেন প্রভু রাম পথ বহেন ভূতলে ॥
কোথা নাহি দেখি হেন কোথা নাহি শুনি।
হাহাকার করে বৃদ্ধ বালক রমণী ॥
জগতের নাথ রাম যান তপোবনে।
বিদায় হইতে যান পিতার চরণে ॥

বুদ্ধি নাহি ভূপতির হরিয়াছে জ্ঞান।
রাম বনে গেলে তার কিসে রবে প্রাণ ॥
রাজারে পাগল কৈল কৈকেয়ী রাক্ষসী।
রাম হেন পুত্র যার হৈল বনবাসী ॥
মনে বুঝি রাজার যে নিকট মরণ।
বিপরীত বুদ্ধি হয় এই সে কারণ ॥
জানকী সহিতে রাম যান তপোবন।
রাজ্য সুখ ভোগ ছাড়ি চলিল লক্ষ্মণ ॥
পুরীশুদ্ধ-সবে যাই শ্রীরামের সনে।
চৌদ্দবর্ষ এক ঠাঁই থাকি গিয়া বনে ॥
অযোধ্যার ঘর দ্বার ফেলাও ভাঙ্গিয়া।
কৈকেয়ী করুক রাজ্য ভরতে লইয়া ॥
শৃগাল ভল্লুক হউক অযোধ্যা নগরে।
মায়ে পোয়ে রাজত্ব করুক একেশ্বরে ॥
এই রূপ শ্রীরামেরে সকলে বাখানে।
রাজার নিকটে যান দ্রুত তিন জনে ॥
এক প্রকোষ্ঠ বাহিরে রহে তিন জন।
আবাস ভিতরে রাজা করেন ক্রন্দন ॥
ভূপতি বলেন যে কৈকেয়ী ভুজঙ্গিনী।
তোরে আনি মজিলাম সবংশে আপনি ॥
রঘুবংশ ক্ষয় হেতু আইলি রাক্ষসী।
রাম হেন পুত্রেরে করিলি বনবাসী ॥
কেমনে দেখিব আমি রাম যান বন।
রাম বনে গেলে আমি ত্যজিব জীবন ॥

প্রাণ যাক তাহে যেন নাহি কোন শোক।
আমারে স্ত্রীবশ বলি ঘুষিবেক লোক।।
জগতের হিত রাম জগত জীবন।
হেন রামে কে বলিবে যাহ তুমি বন।।
কহেন বন্দিয়া রাম পিতার চরণে।
আজ্ঞা কর বনে ত্বরা যাই তিন জনে।।
কহিলেন নৃপতি করিয়া হাহাকার।
কম সঙ্গে দেখা বাছা না হইবে আর।।
যাত্রা কালে উঠে মহা ক্রন্দনের রোল।
কোন জন না শুনিতে পায় কার বোল।।
কান্দেন কৌশল্যা রাণী রামে করি কোলে।
বসন তিতিল তাঁর নয়নের জলে।।
সুমিত্রা কান্দেন কোলে করিয়া লক্ষ্মণে।
সকলে রোদন করে, সীতার কারণে।।

সীতা হরণে রামের বিলাপ।

শ্রীরাম বলেন ভাই একি চমৎকার।
সীতা না দেখিলে প্রাণ না রাখিব আর।।
তখনি বলিনু ভাই সীতা নাই ঘরে।
শূন্য ঘর পাইয়া হরিল কোন্ চোরে।।
প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল।
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল।।

পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর।
উলটী পালটী যত গোদাবরী তীর ॥
গিরি গুহা দেখেন মুনির তপোবন।
নানা স্থানে সীতারে করেন অন্বেষণ ॥
একবার যেখানে করেন অন্বেষণ।
পুনর্ব্বার যান তথা সীতার কারণ ॥
এইরূপে এক স্থানে যান শত বার।
তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার ॥
কান্দিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি।
রামের ক্রন্দনে কাঁদে বন্য পশু পাখী ॥
রামের আশ্রমে আসি যত মুনিগণ।
রামেরে কহেন কত প্রবোধ বচন ॥
উপদেশ বাক্যে মন না দেন শ্রীরাম।
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম ॥
সীতা সীতা বলিয়া পড়েন ভূমিতলে।
করেন লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামেরে কোলে ॥
রঘুবীর নহে স্থির জানকীর শোকে।
হাহাকার বার বার করে দেবলোকে ॥
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে ॥
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ ॥
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি ॥

বুঝি কোন্ মুনি পত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায়।
গোদাবরী নীরে আছে কমল কানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ॥
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস॥
রাজ্যচ্যুত আমারে দেখিয়া চিন্তান্বিতা।
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা।
রাজ্যহীন আমি যদি হইয়াছি বটে।
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে।
কৈকেয়ীর মনোভিষ্ট সিদ্ধ এত দিনে॥
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে।
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে॥
কনক লতার প্রায় জনক দুহিতা।
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা॥
দিবাকর নিশাকর দীপ তারাগণ।
দিবা নিশি করিতেছে তমোনিবারণ॥
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার।
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার॥
দশদিক শূন্য দেখি সীতার অভাবে।
সীতা বিনা অন্য কিছু হৃদয়ে না ভাবে॥

সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীতা চিন্তামণি।
সীতা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণি॥
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ।
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন॥
আমি জানি পঞ্চবটী অতি পুণ্যস্থান।
তেঁই সে এখানে করিলাম অবস্থান॥
তাহার উচিত ফল দিয়াছে আমারে।
শূন্য দেখি তপোবন সীতা নাই ঘরে॥
শুন শুন মৃগ পক্ষী শুন বৃক্ষ লতা
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা॥
যাইতে দেখেন যাকে জিজ্ঞাসেন তাকে।
দেখিয়াছ তোমরা কি এ পথে সীতাকে॥
ওহে গিরি এসময়ে কর উপকার।
কহিয়া বাঁচাও জানকীর সমাচার॥
হে অরণ্য! তুমি ধন্য, বন্য বৃক্ষগণ।
কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন॥
শ্রীরাম বলেন শুন ভাই রে লক্ষ্মণ।
গোদাবরী জীবনেতে ছাড়িব জীবন॥

সীতার শোকেতে, মনের দুঃখেতে, মুর্চ্ছিত রঘুরায়।
কান্দিয়ে কাতর, নবজলধর, ভূমে গড়াগড়ি যায়॥
কোটির বাকল, খসিয়া পড়িল, শরীর ভাসিল জলে।
শিরের জটা, মেঘের ঘটা, লোটায়ে পড়িল ধূলে॥

হাতের ধনু, লোটায় তনু, অবশ হইল শোকে।
অধৈর্য্য হইয়ে, আকুল কান্দিয়ে, জানকী বলিয়ে ডাকে॥
কোথা চন্দ্রাননী, চম্পক বরনি, চন্দ্রনিন্দিত যাহার দে
সোহাগে অতুলি, সোণার পুতলি, হিয়া হতে নিল কে
গুণেতে অসীমা, কাঞ্চনপ্রতিমা, কেশরী জিনিয়ে কটী।
ভুজঙ্গদলনী, বাহুর বলনি, রাতুল চরণ দুটী॥
কুরঙ্গনয়নী, মাতঙ্গগামিনী, ভুজঙ্গ জিনিয়ে কেশ
সীতারে না হেরে, পরাণ বিদরে, মরণ ঘটিল শেষ॥
এ তাপ কে দিল, পরাণে বধিল, হরিল মৃগাঙ্কমুখী।
আর না হেরিব, কত না ঝরিব, মরিব গরল ভখি
ধিক্ মোর আঁখি, সীতা নাহি দেখি, আর কার মুখ দেখে।
ধিক্‌রে জীবন, হারায়ে সে ধন, এদেহে কেন বা থাকে॥
এত বলি রাম, দেখিয়ে পাষাণ, অঙ্গ আছাড়ে তাতে।
শিরে শিলাঘাত, করিতে নির্ঘাত, লক্ষ্মণ ধরেন হাতে॥
কাতর হেরিয়ে, কোলেতে করিয়ে, সুমিত্রা তনয় কয়।
প্রভু!
সুবোধ হইয়া, অজ্ঞনা জাগিয়া, এত করা উচিত নয়॥
সুত পরিবার, কেবা বল কার, যেমত বৃক্ষের ছায়া।
জলবিম্ব প্রায়, সকল মিছামায়, কেবল ভবের মায়া॥
প্রভু কন শুন, প্রাণের লক্ষ্মণ, রাজ্য ধন পিতা নাই।
তাতে নাহি খেদ, সীতার বিচ্ছেদ, পরাণে সহে না ভাই॥
জনক জননী বান্ধব ভগিনী, যত পরিবার লোক।
সবার হইতে, পরাণ দহিতে, নারীর বড়ই শোক॥
কমঠ কঠোর, কঠিন দুষ্কর, সে ধনু ভাঙ্গিতে আমি।

যত দুঃখ পাই, সঙ্গে ছিলে ভাই, সকলি দেখিলে তুমি ।।
জনক সভাতে, মোর হাতে হাতে, সুপে দিল সুকুমারী ।
ধনুক ভাঙ্গা ধন, নিল কোন জন, বুকেতে মারিয়ে ছুরি ।।
অযোধ্যাভবন, যাব না লক্ষ্মণ, এ মুখ দেখাব কায় ।
জানকীর পিতে, জনক সুধাতে, কি বলিব বল তাঁয় ।।
যখন দাঁড়ায়ে, সম্মুখ হইয়ে, কহিবে এ সব কথা ।
চোদ্দবছর পরে, রাম এলি ঘরে, জানকী আমার কোথা ॥
এই কথা তিনি, সুধাইলে আমি, কি বলিব তাঁর ঠাঁই ।
কি কথা কহিব, কেমনে বলিব, জানকী তোমার নাই ।।
আমার,
গিয়েছে সকল, পরেছি বাকল, ধরেছি কাঙ্গালীর বেশ ।
এত দুঃখ পাই, প্রাণ ছিল ভাই, সীতা হতে হলো শেষ ॥
সীতা মোর মন, সীতা প্রাণ ধন, সীতা নয়নের তারা ।
সীতা বিনা প্রাণ, বাঁচেনা লক্ষ্মণ, যেন ফণী মণি হারা ।
আমার হৃদয়, পিঞ্জর সম হয়, সীতা ছিল তাহে সারি ।
বিহঙ্গী উড়িল, পরাণে মারিল, পিঞ্জর রহিল পড়ি ।।
দেশে দেশে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব, কুণ্ডল পরিব কাণে ।
নহে
ঘুচাইতাপ, সাগরেতে ঝাঁপ, দিয়েত্যজি পোড়া প্রাণে ॥
কি কহিব কাহারে, পরাণ বিদরে, হিয়ার মাঝার হতে
কে নিল আমারি, জনক ঝিয়ারি, সোণার ভ্রমরী সীতে ।।

বালী কর্ত্তৃক শ্রীরামের ভর্ৎসনা।

ভূমে পড়ি বালী রাজা করে ছট্‌ফট্।
ধাইয়া গেলেন রাম তাহার নিকট।।
মৃগ মারি ব্যাধ যেন ধাইল উদ্দেশে।
ধাইয়া গেলেন রাম সে বালীর পাশে।।
রক্তনেত্রে শ্রীরামের পানে চাহে বালী।
দন্ত কড়মড়ি করে দেয় গালাগালি।।
নিষেধিল তারা মোরে বিবিধ বিধানে।
করিলাম বিশ্বাস চণ্ডালে সাধু জ্ঞানে।
রাজকুলে জন্মিয়াছ নাহি ধর্ম্মজ্ঞান।
আমারে মারিলে বাণ এ কোন বিধান।।
আর বংশে জন্ম নহে জন্ম রঘুবংশে।
ধার্ম্মিক বলিয়া সবে তোমারে প্রশংসে।।
এ কোন্ ধর্ম্মের কর্ম্ম করিলে না জানি।
অপরাধ বিনে বিনাশিলে মহাপ্রাণী।।
সবে বলে রামচন্দ্র দয়ার নিবাস।
যত দয়া তোমার তা আমাতে প্রকাশ।।
তপস্বির ছলে রাম ভ্রম এই বনে।
কাহার বধিবে প্রাণ সদা ভাব মনে।।
সর্ব্ব লোকে বলে রাম ধর্ম্ম অবতার।
ভাল রাম দেখাইলে সেই ব্যবহার।।
ভাই ভাই দ্বন্দ্ব করি দেখহ কৌতুক।
আমারে মারিয়া রাম কি পাইলে সুখ।।

কোথাও না দেখি হেন কখন না শুনি।
অন্যের সহিত যুদ্ধে অন্যে হয় হানী ॥
সম্মুখা সম্মুখী যদি মারিতে হে বাণ।
একটা চপেটাঘাতে বধিতাম প্রাণ ॥
সম্মুখ সমর বুঝি বুঝিলা কঠোর।
তেঁই রাম আমারে বধিলে হয়ে চোর ॥
জ্ঞাত আছ আমারে যেমন আমি বীর।
আমার সহিত যুদ্ধে হইতে কি স্থির ॥
সুগ্রীব আমার বাদী সাধি তার বাদ।
অবিবাদে তুমি কেন করিলে প্রমাদ ॥
কেমনে দেখাবে মুখ বিশিস্ট সমাজে।
বিনা দোষে কপটে বধিয়া বালীরাজে ॥
দশরথ রাজা ছিল ধর্ম্ম অবতার।
তাঁর পুত্র হইয়াছ কুলের অঙ্গার ॥
মহারাজ দশরথ ধর্ম্মে রত মন।
তাঁর পুত্র তুমি না হইবে কদাচন ॥
ধর্ম্মহীন মান্য ছিলে বাপের গৌরবে।
মিলিলে সাধিতে দুষ্ট পাপিষ্ঠ সুগ্রীবে ॥
পাপী পাপী মিলনেতে পাপের মন্ত্রণা।
নতুবা আমার কেন হইবে যন্ত্রণা ॥
বানর হইতে কার্য্য করিতে উদ্ধার।
তবে কেন আমারে না দিলে এই ভার ॥
এক লাফে পারাবার হইতাম পার।
এক দিনে করিতাম সীতার উদ্ধার ॥

রাজপুত্র তুমি রাম নাহি বিবেচনা।
কোন্ ছার মন্ত্রি সহ করিলে মন্ত্রণা ॥
করিলাম কত শত বীরের সংহার।
আমার সম্মুখেতে রাবণ কোন্ ছার ॥
রাবণ আসিয়াছিল রণ করিবারে।
লেজে বান্ধি ডুবাইনু চারি পারাবারে ॥
লেজের বন্ধন তার কিষ্কিন্ধ্যায় খসে।
পায়ে পড়ি আমার সে উঠিল আকাশে ॥
ত্রিলোক বিজয়ী শিবভক্ত দশগ্রীব।
কি করিবে তাহার নিকটে এ সুগ্রীব ॥
যদি হয় হইবে বিলম্বে বহুতর।
মধ্যে এক ব্যবধান প্রবল সাগর ॥
যদ্যপি আমারে রাম দিতে এই ভার।
এক দিনে করিতাম সীতার উদ্ধার ॥
আনিতাম রাবণেরে ধরিয়া গলায়।
সেবক হইয়া রাম সেবিত তোমায় ॥
এ নহে বিচিত্র ভার আমি বালীরাজ।
আমারে না জানে কোন্ বীরের সমাজ।
বিস্তর ভৎর্সিল রামে রণ স্থলে বালী।
কৃত্তিবাস বলে বালী কেন দেহ গালী ॥

বালীবধে তারার উক্তি।

তারা বলে রাম তুমি জন্মিলা উত্তম কুলে।
আমার পতি কাটিলে তুমি পাইয়া কোন্ ছলে ॥

দেখা দেখি যুঝিতে যদি বুঝিতে প্রতাপ।
অদেখা মরিলে প্রভু বড় পাইনু তাপ ॥
প্রভু মোর শাপ না দিলেন করুণহৃদয়।
মুঞি শাপ দিব যেন হয়ত নিশ্চয় ॥
সীতা উদ্ধারিবে তুমি আপন বিক্রমে।
সীতা ঘরে আসিবেন বহু পরিশ্রমে ॥
সীতা লইয়া ঘর করিবে হেন মনে আশ।
কত দিন রহি সীতা ছাড়িবে তোমার পাশ ॥
তুমি যেমন কাঁদাইলা বানরের নারী।
তোমা কাঁদাইয়া সীতা যাবেন পাতল পুরী ॥

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের খেদ।

রণ জিনি রঘুনাথ পায়ে অবসর।
লক্ষ্মণেরে কোলে করি কান্দেন বিস্তর ॥
কি কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যা নগরী।
মৈল পিতা দশরথ রাজ্য অধিকারী ॥
জনক নন্দিনী সীতা প্রাণের সুন্দরী।
দিনে দুই প্রহরে রাবণ কৈল চুরি ॥
হারালেম প্রাণের ভাই অনুজ লক্ষ্মণ।
কি করিবে রাজ্য ভোগে পুনঃ যাই বন ॥
লক্ষ্মণ সুমিত্রা মাতার প্রাণের নন্দন।
কি বলিয়া নিবারিব তাঁহার ক্রন্দন ॥
এনেছি সুমিত্রা মাতার অঞ্চলের নিধি।
আসিয়ে সাগর পারে বাম হৈল বিধি ॥

মম দুঃখে লক্ষ্মণ ভাই দুঃখী নিরন্তর।
কেনরে নিষ্ঠুর হৈলে না দেহ উত্তর॥
সবাই সুধাবে বার্ত্তা আমি গেলে দেশে।
কহিব তোমার মৃত্যু কেমন সাহসে॥
আমার লাগিয়া ভাই কর প্রাণ রক্ষা।
তোমা বিনা বিদেশে মাগিয়া খাব ভিক্ষা॥
রাজ্য ধনে কার্য্য নাহি নাহি চাই সীতে।
তোমারে লইয়া আমি যাইব বনেতে॥
উদয় অস্ত যত দূর পৃথিবী সঞ্চার।
অখ্যাতি মরণে তব রহিল আমার॥
উঠরে লক্ষ্মণ ভাই রক্তে ডুবে পাশ।
কেনবা আমার সঙ্গে আইলে বনবাস॥
সীতার লাগিয়া তুমি হারাইলে প্রাণ।
তুমি রে লক্ষ্মণ আমার প্রাণের সমান॥
সুবর্ণের বাণিজ্যে মাণিক্য দিলাম ডালি।
তোমা বধে রঘুকুলে রাখিলাম কালী॥
কেনবা রাবণ সঙ্গে করিলাম রণ।
আমার প্রাণের নিধি নিল কোন জন॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন যে সহস্র বাহুধর।
তাহা হৈতে লক্ষ্মণ ভাই গুণের সাগর॥
এমন লক্ষ্মণে আমার মারিল রাক্ষসে।
আর না যাইব আমি অযোধ্যার দেশে॥
পিতৃ আজ্ঞা হৈল মোর দিতে রাজ্যদণ্ড।
কৈকেয়ী বিধাতা তাহে হইল পাষণ্ড॥

পিতৃসত্য পালিতে আইনু বনবাস।
বিধি বাদী হইল তাহাতে সর্ব্বনাশ॥
অন্তরীক্ষে ডাকি বলে যত দেবগণ।
না কান্দহ রামচন্দ্র পাইবে লক্ষ্মণ॥
ভাই ভাই বলে রাম ছাড়েন নিশ্বাস।
শ্রীরামের ক্রন্দন রচিল কৃত্তিবাস॥

মোহিনী বেশধারিণী চণ্ডীর নিকট কাল-কেতু ব্যাধের রমণী ফুল্লরার বার-মাসের দুঃখ বর্ণন।

বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখ বাণী।
ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর তালপাতের ছাউনী॥
ভেরাণ্ডার খুঁটি আছে তার মধ্যে ঘরে।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥
বৈশাখ বসন্ত ঋতু খরতর খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥
পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঁয়ার বসন॥
বৈশাখ হইল বিষ, বৈশাখ হইল বিষ।
মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ॥
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠমাস প্রচণ্ড তপন।
রবিকরে করে সর্ব্ব শরীর দাহন॥

পসরা এড়িয়া জল খাইতে নাহি পারি।
দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধাসারি॥
সুপাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস, সুপাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস।
বঁইচির ফল খায়ে করি উপবাস॥
আষাঢ়ে পূরিল মহী নব মেঘ জল।
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল॥
মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে।
কিছু খুদ কুঁড়া মিলে উদর না পূরে॥
বড় অভাগ্য মনে গণি, বড় অভাগ্য মনে গণি।
কত শত খায় জোঁকে, নাহি খায় ফণি॥
শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি॥
মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে।
আচ্ছাদন নাহি গায়ে স্নান বৃষ্টি নীরে॥
দুঃখে কর অবধান, দুঃখে কর অবধান।
লঘু বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় আইসে বান॥
ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল।
নদ নদী একাকার আট দিকে জল॥
কত নিবেদিব দুঃখ, কত নিবেদিব দুঃখ।
দরিদ্র হইল স্বামী বিধাতা বিমুখ॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজ্জনে।
ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে॥
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা॥

কেহ না আদরে মাংস, কেহ না আদরে।
দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে॥
কার্ত্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনন।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ॥
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের চড়॥
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ॥
মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ নিজে ভগবান।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান॥
উদর পূরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি।
যম সম শীত তাহে নিরমিল বিধি॥
অভাগ্য মনে গণি, অভাগ্য মনে গণি।
পুরাণ দোপাটা গায় দিতে টানাটানি॥
পৌষেতে প্রবল শীত সুখী সর্ব্বজন।
তুলা তনুনপাৎ তৈল তাম্বূল তপন॥
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।
অভাগী ফুল্লরা মাত্র শীতের ভাজন॥
ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত খরতর খরা।
খুদ সেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা॥
কত বা ভুগিব আমি নিজ কর্ম্ম ফল।
মাটিয়া পাথর বিনা না ছিল সম্বল॥
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান॥

সদাগরের কমলে কামিনী দর্শন।

অপরূপ হের আর, দেখ ভাই কর্ণধার,
কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বাম করে, উগরয়ে করিবরে,
পুনরপি করয়ে সংহার॥
কমল কনক রুচি, স্বাহা স্বধা কিবা শচী,
মদন সুন্দরী কলাবতী।
সরস্বতী কিবা রমা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা,
সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী॥
রাজ হংস রব জিনি, চরণে নূপুর ধ্বনি,
দশ নখে দশচন্দ্র ভাষে।
কোকনদ অর্থ হরি, বেষ্টিত যার কবরী,
অঙ্গুলী চম্পক পরকাশে॥
অধর বিম্বক বিন্দু, বদন শারদ ইন্দু,
কুরঙ্গ গঞ্জন বিলোচন।
প্রভাতে ভানুর ছটা, কপালে সিন্দুর ফোঁটা,
তনু রুচি ভুবন মোহন॥
দেখি সাধু শশিমুখী, কর্ণধারে করে সাক্ষি,
কর্ণধার করে নিবেদন॥
করি পদ্ম শশিমুখী, আমি কিছু নাহি দেখি,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥
হেদেরে কাণ্ডার ভাই বিপরীত দেখি।
কহিব রাজার আগে সবে হও সাক্ষি॥

প্রামাণিক বলয়ে গভীর বহে জল।
ইথে উপজিল ভাই কেমনে কমল॥
কমলিনী নাহি সহে তরঙ্গের ভার।
তরঙ্গের হিল্লোলে করয়ে থর থর॥
নিবসে পদ্মিনী তায় ধরিয়া কুঞ্জর।
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর॥
হেলায় কমলিনী উগরে যূথনাথে।
পলাইতে চাহে গজ ধরে বাম হাতে॥
পুনরপি রামা তায় করয়ে গরাস।
দেখিয়া আমার হৃদে লাগয়ে তরাস॥

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর।

পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ম্বর স্থলে।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে॥
তাহা শুনি উঠিলেন কুরুবংশপতি।
ধনুর নিকটে যান ভীষ্ম মহামতি॥
তুলিয়া ধনুকে, ভীষ্ম দিয়া বাম জানু।
হুলে ধরি নত্র করিলেন মহাধনু॥
বল করি ধনু তুলি গঙ্গার কুমার।
আকর্ণ পূরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার॥
মহা শব্দে মোহিত হইল সর্ব্বজন।
উচ্চৈস্বরে বলিলেন গঙ্গার নন্দন॥

শুনহ পাঞ্চাল আর যত রাজভাগ।
সবে জান, আমি দারা করিয়াছি ত্যাগ॥
কন্যাতে আমার নাহি কিছু প্রয়োজন।
আমি লক্ষ্য বিন্ধিলে লইবে দুর্য্যোধন॥
এত বলি ভীষ্ম, বাণ যুড়েন ধনুকে।
হেন কালে শিখণ্ডীকে দেখেন সম্মুখে॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আছে খ্যাত চরাচর।
অমঙ্গল দেখিলে ছাড়েন ধনুঃশর॥
শিখণ্ডী দ্রুপদপুত্র নপুংসক জাতি।
তার মুখ দেখি ধনু থুলা মহামতি॥
তবে ত সভাতে ছিল যত ক্ষত্রগণ।
পুনঃ ডাক দিয়া বলে পাঞ্চালনন্দন॥
"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানা জাতি।
যে বিন্ধিবে লবে সেই কৃষ্ণা গুণবতী॥"
এত শুনি উঠিলেন দ্রোণ মহাশয়।
শিরেতে উষ্ণীষ শোভে শুভ্র অতিশয়॥
শুভ্র মলয়জে লিপ্ত, শুভ্র সর্ব্ব অঙ্গ।
হস্তে ধনুর্ব্বাণ শোভে পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গ॥
ধনুক লইয়া দ্রোণ বলেন বচন।
"যদি আমি এই লক্ষ্য বিন্ধি কদাচন॥
আমা যোগ্য নহে এই দ্রুপদকুমারী।
(সখার কুমারী হয় আপন ঝিয়ারী॥)
দুর্যোধনে কন্যা দিব যদি লক্ষ্য হানি।"
এত বলি ধরিয়া তুলিলা বাম পাণি॥

তবে দ্রোণ লক্ষ্য দেখে জলের ছায়াতে।
অপূর্ব্ব রচিল লক্ষ্য দ্রুপদ নৃপতে ।।
পঞ্চ ক্রোশ উর্দ্ধেতে সুবর্ণ মৎস্য আছে।
তার অর্দ্ধ পথে রাধা চক্র ফিরিতেছে ॥
নিরবধি ফেরে চক্র, অদ্ভুত নির্ম্মাণ ! ।
মধ্যে রন্ধ্র আছে মাত্র যায় এক বাণ ।।
উর্দ্ধে দৃষ্টি কৈলে মৎস্য না পাই দেখিতে।
জলেতে দেখিতে পাই চক্রচ্ছিদ্র পথে ।।
অধোমুখে চাহিয়া থাকিবে, মৎস্য লক্ষ্য ।
উর্দ্ধে বাণ বিন্ধিবেক শুনিতে অশক্য ! ।।
তবে দ্রোণাচার্য্য, বাণ আকর্ণ পূরিয়া।
চক্রচ্ছিদ্র পথে বিন্ধে জলেতে চাহিয়া ।।
মহা শব্দে উঠে বাণ গগনমণ্ডলে ।
সুদর্শনে ঠেকিয়া পড়িল ভূমিতলে ।।
লজ্জিত হইয়া দ্রোণ ছাড়িল ধনুক ।
সভাতে বসিল গিয়া হয়ে অধোমুখ ।।
বাপের দেখিয়া লজ্জা, ক্রোধে তবে দ্রৌণি।
তুলিয়া লইল ধনু ধরি বাম পাণি ।।
ধনু টঙ্কারিয়া বীর চাহে জল পানে।
আকর্ণ পূরিয়া চক্রচ্ছিদ্র-পথে হানে ।।
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ উল্কার সমান ।
রাধাচক্রে ঠেকিয়া হইল খান খান ।।
দ্রোণ দ্রোণী দোঁহে যদি বিমুখ হইল ।
বিষম লজ্জার ভয়ে কেহ না উঠিল ।।

তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন।
ধনুর নিকটে শীঘ্র করিল গমন ॥
বাম হস্তে ধরি ধনু, দিয়া পদভর।
খসাইয়া গুণ পুনঃ দিল বীরবর ॥
টঙ্কারিয়া ধনুক যুড়িল বীর বাণ।
ঊর্দ্ধ করে অধোমুখে পূরিয়া সন্ধান ॥
ছাড়িলেন বাণ, বায়ু সম বেগে ছুটে।
জ্বলন্ত অনল যেন অন্তরীক্ষে উঠে ॥
সুদর্শন চক্রে ঠেকি চূর্ণ হয়ে গেল।
তিল তিল হয়ে বাণ ভূতলে পড়িল ॥
লজ্জা পেয়ে কর্ণ, ধনু ভূতলে ফেলিয়া।
অধোমুখ হয়ে সভামধ্যে বসে গিয়া ॥
ভয়ে ধনু পানে কেহ নাহি চাহে আর।
পুনঃ পুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদকুমার ॥
"দ্বিজ হৌক, ক্ষত্র হৌক, বৈশ্য শূদ্র আদি।
চণ্ডাল প্রভৃতি, লক্ষ্য বিন্ধিবেক যদি ॥
লভিবে সে দ্রৌপদীরে দৃঢ় মোর পণ।"
এত বলি ঘন ডাকে পাঞ্চালনন্দন ॥
দ্বিজসভা মধ্যেতে বসিয়া যুধিষ্ঠির।
চতুর্দ্দিকে বেষ্টি বসিয়াছে চারি বীর ॥
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণমণ্ডল।
দেবগণ মধ্যে যেন শোভে আখণ্ডল ॥
নিকটেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনঃ পুনঃ ডাকে।
"লক্ষ্য আসি বিন্ধহ যাহার শক্তি থাকে ॥

যে লক্ষ্য বিন্ধিবে, কন্যা লভে সেই বীর।"
শুনি ধনঞ্জয় চিত্তে হইয়া অস্থির॥
বিন্ধিব বলিয়া লক্ষ্য, করি হেন মনে।
যুধিষ্ঠির পানেতে চাহেন অনুক্ষণে॥
অর্জ্জুনের চিত্ত বুঝি, চাহেন ঈঙ্গিতে।
আজ্ঞা পেয়ে ধনঞ্জয় উঠেন ত্বরিতে॥
অর্জ্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে।
দেখিয়া লাগিল দ্বিজগণ জিজ্ঞাসিতে॥
"কোথাকারে যাহ দ্বিজ কিসের কারণ।
সভা হৈতে উঠি যাহ কোন্ প্রয়োজন॥"
অর্জ্জুন বলেন "যাই লক্ষ্য বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে॥"
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল।
"কন্যাকে দেখিয়া দ্বিজ হইলে পাগল॥
যে ধনুকে পরাজয় পায় রাজগণ।
জরাসন্ধ, শল্য, শাল্ব, কর্ণ, দুর্য্যোধন॥
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে দ্বিজ চাহ কোন্ লাজে।
ব্রাহ্মণেতে হাসাইল ক্ষত্রিয় সমাজে॥
বলিবেক ক্ষত্রগণ, লোভী দ্বিজগণ।
হেন বিপরীত আশা করে সে কারণ॥
বহু দূর হৈতে আসিয়াছে দ্বিজগণ।
বহু আশা করিয়াছে পাবে বহু ধন।
সে সব হইবে নষ্ট তোমার কর্ম্মেতে॥
অসম্ভব আশা কেন কর দ্বিজ ইথে॥"

এত বলি ধরাধরি করি বসাইল।
দেখি ধর্ম্মপুত্র, দ্বিজগণেরে কহিল ॥
কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ ॥
যার যত পরাক্রম সে জানে আপন।
যে লক্ষ্য বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ ॥
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন্ জন ॥
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ।
তবে নিবারণে আমা সবার কি কাজ ॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি ছাড়ি দিল সবে।
ধনুর নিকটে যান ধনঞ্জয় তবে ॥
হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস।
অসম্ভব কর্ম্মে দেখি দ্বিজের প্রয়াস ॥
সভামধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাই লাজ।
যাহে পরাজয় হৈল রাজার সমাজ ॥
সুরাসুরজয়ী যেই বিপুল ধনুক।
তাহে লক্ষ্য বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক ॥
কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান।
বাতুল হইল কিম্বা করি অনুমান ॥
কিম্বা মনে করিয়াছে, দেখি এক বার।
পারিলে পাইব, নহে কি যাবে আমার ॥
নির্লজ্জ ব্রাহ্মণে নাহি অমনি ছাড়িব।
উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব ॥
কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না বল এমন।
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এজন ॥

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখ রুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু, ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজ যুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুবলিত॥
মহাবীর্য্য, যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি অংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত॥
বিন্ধিবেক লক্ষ্য এই লয় মোর মনে।
ইথে কি সংশয় আর কাশীদাস ভণে॥
প্রণাম করেন পার্থ ধর্ম্মের চরণে।
যুধিষ্ঠির বলিলেন চাহি দ্বিজগণে॥
"লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ প্রণমে কৃতাঞ্জলি॥
কল্যাণ করহ তারে ব্রাহ্মণমণ্ডলি॥"
শুনি দ্বিজগণ বলে, স্বস্তি স্বস্তি বাণী।
লক্ষ্য বিন্ধি প্রাপ্ত হৌক দ্রুপদনন্দিনী॥
ধনু লয়ে পঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয়।
কি বিন্ধিব, কোথা লক্ষ্য, বলহ নিশ্চয়॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে এই দেখহ জলেতে।
চক্রচ্ছিদ্র পথে মৎস্য, পাইবে দেখিতে॥

কনকের মৎস্য, তার মাণিক নয়ন।
সেই মৎস্য চক্র বিন্ধিবেক যেই জন।
সে হইবে বল্লভ আমার ভগিনীর ॥
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর ॥
ঊর্দ্ধ বাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ।
অধোমুখ করি বাণ ছাড়েন অর্জ্জুন ॥
মহাশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার।
অর্জ্জুনের সম্মুখে আইল পুনর্ব্বার ॥
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি হৈল মহাধ্বনি।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন যত নৃপমণি ॥
হাতেতে দধির পাত্র লয়ে *পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা ॥
দেখিয়া বিস্ময় হৈল সব নৃপমণি।
ডাকিয়া বলিল, "রহ রহ যাজ্ঞসেনি ॥
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে হীনজাতি।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে কোথা ইহার শকতি ॥
মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ।
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া চিত্তে উপরোধ করি।
ইহার উচিত এইক্ষণে দিতে পারি ॥
পঞ্চ ক্রোশ ঊর্দ্ধ লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়।
বিন্ধিল কি না বিন্ধিল কে জানে নিশ্চয় ॥
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি লোক জানাইল।
কহ দেখি কোথা মৎস্য কেমনে বিন্ধিল ॥

তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ বহু দ্বিজগণ।
নির্ণয় করিতে, করে জলে নিরীক্ষণ॥
কেহ বলে বিন্ধিয়াছে, কেহ বলে নয়।
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে নিশ্চয়॥
শূন্যেতে মৎস্য যদি কাটিয়া পাড়িবে।
সাক্ষাতে দেখিলে, তবে প্রত্যয় জন্মিবে॥
কাটি পাড় মৎস্য, যদি আছয়ে শকতি।
এইরূপ কহিল যতেক দুষ্টমতি॥
শুনিয়া বিস্ময় হৈলা পাঞ্চালনন্দন।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন॥
অকারণে মিথ্যা দ্বন্দ্ব কর কেন সবে।
মিথ্যা কথা কহিলে সে কতক্ষণ রবে॥
কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥
সর্ব্বকাল রজনী দিবস নাহি রয়।
মিথ্যা মিথ্যা, সত্য সত্য, লোকে খ্যাত হয়॥
অকারণে মিথ্যা বলি করিলে ভণ্ডন।
লক্ষ্য কাটি ফেলিব দেখুক সর্ব্বজন॥
একবার নয়, বলি সম্মুখে সবার।
যত বার বলিবে, বিন্ধিব তত বার॥
এত বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুঃশর।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধিলেন দৃঢ়তর॥
সুরাসুর নাগ নরে দেখয়ে কৌতুকে।
কাটিয়া পাড়িল লক্ষ্য সবার সম্মুখে॥

দেখিয়া বিস্ময় ভাবে সব রাজগণ।
জয় জয় শব্দ করে যতেক ব্রাহ্মণ॥
হাতে দধিপাত্র মাল্য দ্রৌপদী সুন্দরী।
পার্থের নিকটে গেলা কৃতাঞ্জলি করি॥
দধি মাল্য দিতে পার্থ করেন বারণ,
দেখি অনুমান করে সব রাজগণ;
এক জন প্রতি আর জন দেখাইল,
হের দেখ বরিতে ব্রাহ্মণ নিষেধিল।
সহজে দরিদ্র, জীর্ণবস্ত্র পরিধান,
তৈল বিনা শির দেখ জটার আধান;
রত্ন ধন সহিতে দ্রুপদ রাজা দিবে,
এই হেতু বরিতে না দিল ধনলোভে,
ব্রহ্মতেজে লক্ষ্য বিন্ধিলেক তপোবলে,
কি করিবে কন্যা যার অন্ন নাহি মিলে।
ব্রাহ্মণের ধনের প্রয়াস আছে মনে,
চর পাঠাইয়া তত্ত্ব লহ এইক্ষণে।
এত বলি রাজগণ বিচার করিয়া,
অর্জ্জুনের স্থানে দূত দিলা পাঠাইয়া।
দূত বলে "অবধান কর দ্বিজবর,
রাজগণ পাঠাইল তোমার গোচর।
তাঁহাদের বাক্য শুন, করি নিবেদন,
তোমা সম কর্ম্ম নাহি করে কোন জন।
দুর্য্যোধন রাজা এই কহেন তোমায়,
মুখ্য পাত্র করি তোমা রাখিব সভায়।

বহু রাজ্য দেশ ধন নানা রত্ন দিব,
একশত দ্বিজ কন্যা বিবাহ করাব,
আর যাহা চাহ, দিব, নাহিক অন্যথা,
মোরে বশ কর, দিয়া দ্রুপদদুহিতা।"
শুনিয়া অর্জ্জুন জ্বলিলেন অগ্নিপ্রায়,
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ বলেন তাহায়।
"ওহে দ্বিজ, যেইমত বলিলা বচন,
অন্য জাতি নহ তুমি অবধ্য ব্রাহ্মণ।
সে কারণে মোর ঠাঁই পাইলা জীবন,
এ কথা কহিয়া অন্য বাঁচে কোন জন?
আর তাহে দূত তুমি, কি দোষ তোমার?
মম দূত হয়ে তুমি যাহ পুনর্ব্বার।
দুর্য্যোধন আদি যত কহ রাজগণে,
অভিলাষ তো সবার থাকে যদি মনে,
আমি দিব তো সবারে পৃথিবী জিনিয়া,
কুবেরের নানা রত্ন দিব রে আনিয়া,
তোমা সবাকার ভার্য্যা মোরে দেহ আনি
এই কথা সভাস্থলে কহিবা আপনি।"
শুনিয়া সত্বরে তবে গেল দ্বিজবর,
কহিল বৃত্তান্ত সব রাজার গোচর।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিলে জ্বলে,
এত শুনি রাজগণ ক্রোধে তারে বলে—
দেখ হেন মতিচ্ছন্ন হৈল ব্রাহ্মণার,
হেন বুঝি লক্ষ্য বিদ্ধি করে অহঙ্কার।

রাজগণে এতাদৃশ বচন কুৎসিত ?
দিবারে উচিত হয় শাস্তি সমুচিত।
রাজগণে এতাদৃশ কুৎসিত বচন,
প্রাণ আশা থাকিতে কহিবে কোন্ জন ?
দ্বিজ জাতি বলিয়া মনেতে করে দাপ,
হেন জনে মারিলে নাহিক কোন পাপ।
এ হেন দুর্ব্বাক্য বলে কার প্রাণে সহে ?
বিশেষ এ স্বয়ম্বর ব্রাহ্মণের নহে।
ক্ষত্র-স্বয়ম্বর, ইথে দ্বিজের কি কাজ !
দ্বিজ হয়ে কন্যা লবে ক্ষত্রকুলে লাজ !
এমন কহিয়া যদি রহিবে জীবন,
এই মতে দুষ্ট তবে হবে দ্বিজগণ।
সে কারণে ইহারে যে ক্ষমা করা নয় ;
অন্য স্বয়ম্বরে যেন এমন না হয়।
দেখহ দুর্দ্দৈব হের দ্রুপদ রাজার,
আমা সবা নাহি মানে করে অহঙ্কার।
মহারাজগণ ত্যজি, বরিল ব্রাহ্মণে ;
এমন কুৎসিত কর্ম্ম সহে কার প্রাণে ?
অমর কিন্নর নরে যে কন্যা বাঞ্ছিত,
দরিদ্র ব্রাহ্মণে ব্রদিবে একি অনুচিত !
মারহ দ্রুপদে আজি পুত্রের সহিত,
মার এই ব্রাহ্মণেরে, এই সে উচিত।
যার যেবা অস্ত্র লয়ে যত রাজগণ—
জরাসন্ধ, শল্য, শাল্ব, আদি দুর্য্যোধন।

আর আর যত ছিল নৃপতিমণ্ডল,
নানা অস্ত্র ফেলে যেন বরিষার জল!
খট্টাঙ্গ ত্রিশূল জাটি, ভুষণ্ডি তোমর,
শেল শূল চক্র গদা মুশল মুদ্গার,
প্রলয়ের মেঘ যেন সংহারিতে সৃষ্টি,
তাদৃশ নৃপতিগণে করে অস্ত্রবৃষ্টি।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী কম্পিতহৃদয়,
অর্জ্জুনে চাহিয়া তবে কহে সবিনয়॥
"না দেখি যে দ্বিজবর ইহার উপায়,
বেড়িলেক রাজগণ সমুদ্রের প্রায়;
ইথে কি করিবে মম পিতার শকতি:
জানিলাম নিশ্চয় যে নাহিক নিষ্কৃতি।"
অর্জ্জুন বলেন, "তুমি রহ মম কাছে
দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে দেখহ রহি পাছে।"
কৃষ্ণা বলিলেন, "দ্বিজ অপূর্ব্ব কাহিনী,
একা তুমি কি করিবে, লক্ষ নৃপমণি।"
অর্জ্জুন বলেন হাসি, "দেখ গুণবতি,
একা আমি বিনাশিব সব নরপতি।
একার প্রতাপ তুমি না জানহ সতি,
একা সিংহে নাহি পারে অজার সংহতি:
একেশ্বর গরুড় সকল পক্ষী নাশে;
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে;
একা হনুমান যেন দহিলেক লঙ্কা,
সেই মত নৃপগণে নাশিব কি শঙ্কা?"

যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর সম্বাদ।

দ্বৈতবন মধ্যে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
ফল মূলাহার জটা বাকল ভূষণ ॥
এক দিন বসি কৃষ্ণা যুধিষ্ঠির পাশে।
কহিতে লাগিলেন দুঃখ সকরুণ ভাষে।
এ হেন নির্দ্দয় দুরাচার দুর্য্যোধন।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বন ॥
কিছু মাত্র তব দোষ নাহি তার স্থানে।
এ হেন দারুণ কর্ম্ম করিল কেমনে ॥
কঠিন হৃদয় তার লৌহেতে গঠিল।
তিলমাত্র তেঁই মনে দয়া না জন্মিল ॥
তোমার এ গতি কেন হৈল নরপতি।
সহনে না যায় মম সন্তাপিত মতি ॥
রতনে ভূষিত শয্যা নিদ্রা না আইসে।
এখন শয়ন রাজা তীক্ষ্ণধার কুশে ॥
কস্তুরী চন্দনে সদা লিপ্ত কলেবর।
এখন হইল তনু ধূলায় ধূসর ॥
মহারাজগণ যার বসিত চৌপাশে।
তপস্বী সহিত এবে তপস্বীর বেশে ॥
তোমার যতেক ধর্ম্ম বিখ্যাত সংসার।
সর্ব্ব ক্ষিতীশ্বর হয়ে নাহি অহঙ্কার ॥
শ্রেষ্ঠ জন হীন জন দেখহ সমান।
সহাস্য বদনে সদা কর নানা দান ॥

লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ কনক পাত্রে ভুঞ্জে।
আমি করি পরিচর্য্যা সেবা হেতু দ্বিজে।
দ্বিজেরে সুবর্ণ পাত্র দেহ আজ্ঞামাত্রে।
এখন বনের ফল ভুঞ্জ বনপত্রে॥
রাজস্থয় অশ্বমেধ সুবর্ণগোসব।
আর সর্ব্ব বহু যজ্ঞ দান মহোৎসব॥
সে সব করিতে বুদ্ধি হইল তোমায়।
সর্ব্বস্ব হারিলা তুমি কপট পাশায়॥
যে বনের মধ্যে রাজা চোর নাহি থাকে
তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাকে॥
এখন সে ধর্ম্ম তুমি করিবা কেমনে।
রাজ্যহীন ধনহীন বসতি কাননে॥
ধিক্ বিধাতারে যেই করে হেন কর্ম্ম।
দুষ্টাচার দুর্য্যোধন করিল অধর্ম্ম॥
তাহারে নিযুক্ত কৈল পৃথিবীর ভোগ।
তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন উত্তম কহিলা।
কেবল করিলা দোষ ধর্ম্মেরে নিন্দিলা॥
আমি যত কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাই।
সমর্পণ করি সর্ব্ব ঈশ্বরের ঠাঁই॥
কর্ম্ম করি যেই জন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়।
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয়॥
ফললোভে ধর্ম্ম করে লুব্ধ বলি তারে।
লোভে পুনঃ পুনঃ পড়ে নরকে দুস্তরে॥

দেখ এ সংসার সিন্ধু ঊর্ম্মি কত তায়।
হেলে তরে সাধুজন ধর্ম্মের নৌকায়॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি করে।
ঈশ্বরেতে সমর্পিলে অবহেলে তরে॥
ধর্ম্ম ফল বাঞ্ছা করি ধর্ম্ম গর্ব্ব করে।
ধর্ম্মেরে করিয়া নিন্দা অধর্ম্ম আচরে॥
এই সর্ব্ব জনেরে পশুর মধ্যে গণি।
বৃথা জন্ম হয় তার পায় পশুযোনি॥
এইক্ষণে প্রাণ আমি ছাড়িবারে পারি।
তথাপিহ সত্য কিন্তু ত্যজিবারে নারি॥
রাজ্যলোভে সত্য আমি করিব লঙ্ঘন।
অপযশ অধর্ম্ম ঘুষিবে ত্রিভুবন॥
রাজ্যধন পুত্র আদি বহু যজ্ঞ দান।
সত্যের কথায় নহে শতাংশে সমান॥
পুরুষ হইয়া যার বাক্য সত্য নয়।
ইহলোকে তার কেহ না করে প্রত্যয়॥
অন্তকালে তাহার নরকে হয় গতি।
ইহা জানি ভ্রাতৃগণ স্থির কর মতি॥

অজ্ঞাতবাসাবসানে যুধিষ্ঠিরের রাজ-বেশ ধারণ।

আষাঢ় পূর্ণিমা তিথি দিন শুভক্ষণ।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করিয়া ভূষণ॥

বিরাট রাজার রাজসিংহাসনোপরি।
শুভ লগ্ন বুঝিয়া বসেন ধর্ম্মকারী ॥
ভস্ম হৈতে দীপ্ত যেন হইল হুতাশন।
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হৈল তপন ॥
ইন্দ্রকে বেড়িয়া যেন শোভে দেবগণ।
ভ্রাতৃ সহ যুধিষ্ঠির শোভেন তেমন ॥
বামভাগে বসিলা দ্রুপদরাজসুতা।
দক্ষিণেতে বৃকোদর ধরি দণ্ড ছাতা ॥
করযোড়ে অগ্রেতে রহেন ধনঞ্জয়।
চামর ঢুলান দুই মাদ্রীর তনয় ॥
সভাতে রাজার যত সভাপাল ছিল।
দেখি শীঘ্র গিয়া মৎস্য রাজারে কহিল ॥
শুনিয়া বিরাট রাজা ধায় ক্রোধভরে।
সুপার্শ্বক মদিরাক্ষ সঙ্গে সহোদরে ॥
শ্বেত শঙ্খ ধায় দুই রাজার নন্দন।
উত্তর কুমার শুনি ধায় সেইক্ষণ ॥
যত মন্ত্রী সেনাপতি পাত্র ভৃত্যগণ।
বার্ত্তা শুনি ধাইয়া আইল জনে জন ॥
পাণ্ডবেরে দেখিয়া বিস্মিত সভাজন।
পঞ্চ সখ্য ইন্দ্র যেন হইল শোভন ॥
জলদগ্নি সম তেজ পাণ্ডবে দেখিয়া।
মুহূর্ত্তেক রহিলেন স্তম্ভিত হইয়া ॥
কত দূরে উত্তর পড়িল ভূমিতলে।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া স্তুতি বাক্য বলে ॥

দেখিয়া বিরাট রাজা কুপিত অন্তর।
কঙ্কে চাহি কহিলেন কর্কশ উত্তর॥
হে কঙ্ক কি হেতু তব এই ব্যবহার।
কিমতে বসিলা তুমি আসনে আমার॥
ধর্ম্মজ্ঞ সুবুদ্ধি বলি বসাই নিকটে।
কোন্ জ্ঞানে বসিলা আমার রাজ পাটে॥
প্রথমে বলিলা তুমি আমি ব্রহ্মচারী।
ভূমিতে শয়ন করি ফলমূলাহারী॥
কোন দ্রব্যে আমার না হয় অভিলাষ।
এখন আপন ধর্ম্ম করিলা প্রকাশ॥
অনুগ্রহ করিয়া করিনু সভাসদ।
এবে ইচ্ছা হইল লইতে রাজ্যপদ॥
না বুঝিয়া বসিলি অবিদ্যমানে মোর।
বিদ্যমানে আমার সম্ভ্রম নাহি তোর॥
আর দেখ আশ্চর্য্য সকল সভাজনে।
সৈরিন্ধ্রীরে বসাইল আমার আসনে॥
মোরে নাহি ভয় করে নাহি লোক লাজ।
পর স্ত্রী লইয়া বৈসে রাজসভা মাঝ॥
কহ বৃহন্নলা কেন অন্তঃপুর ছাড়ি।
কঙ্কের সম্মুখে দাণ্ডাইয়া কর যুড়ি॥
হে বল্লভ সূপকার তোমার কি কথা।
কার বাক্যে কঙ্কেরে ধরিলে দণ্ডছাতা॥
অশ্বপাল গোপালের কিবা অভিপ্রায়।
এ দোঁহে কঙ্কেরে কেন চামর ঢুলায়॥

রে সৈরিন্ধ্রী জানিলাম তোমার চরিত্র।
গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা তুমি পরম পবিত্র ॥
এখন কঙ্কের সঙ্গে একি ব্যবহার।
নাহি লজ্জা ভয় কিছু অগ্রেতে আমার ॥
বচনেতে বাপের উত্তর ভীত মন।
আঁখি চাপি বাপেরে করিল নিবারণ ॥
কুমারের ইঙ্গিত না বুঝিয়া রাজন।
উত্তরেরে বলিলেন সক্রোধ বচন ॥
কহ পুত্র তোমার এ কেমন চরিত।
মম পুত্র হয়ে কেন এমত অনীত ॥
কঙ্কের অগ্রেতে করিয়াছ যোড়হাত।
মুখে স্তুতি বাক্য ঘন ঘন প্রণিপাত ॥
সেই দিন হৈতে তব বুদ্ধি হৈল আন।
কুরুহৈতে যে দিন গোধন কৈলি ত্রাণ ॥
আমা হৈতে শত গুণে কঙ্কে তব ভক্তি।
নহিলে এ কর্ম্ম করে কঙ্কের কি শক্তি ॥
পুনঃ পুনঃ বিরাট করিল কটূত্তর।
কোপেতে কম্পিত কায় বীর বৃকোদর ॥
নিষেধ করেন ধর্ম্ম ইঙ্গিতে ভীমেরে।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর কহিছেন ধীরে ॥
যে বলিলা বিরাট অন্যথা কিছু নয়।
তোমার আসন কি ইহাঁর যোগ্য হয় ॥
যে আসনে এ তিন ভুবন নমস্কারে।
ইন্দ্র যম বরুণ শরণ লয় ডরে ॥

অখিল ঈশ্বর যেই দেব জগন্নাথ।
ভূমি লুঠি যে আসনে করে প্রণিপাত ॥
সে আসনে সতত বৈসেন যেই জন।
কি মতে তাঁহার যোগ্য হয় এ আসন ॥
বৃষ্ণি ভোজ অন্ধক কৌরব আদি করি।
সপ্তবংশ সহ খাটে আপনি শ্রীহরি ॥
পৃথিবীতে যত বৈসে রাজরাজেশ্বর।
ভয়েতে শরণ লয় দিয়া রাজকর ॥
দশ কোটি হস্তী যার প্রতি দ্বারে থাকে।
অশ্বরথ পদাতিক কার শক্তি লেখে ॥
দানেতে দরিদ্র না রহিল পৃথিবীতে।
নির্ভয় অদুঃখী প্রজা যাঁর পালনেতে ॥
যত অন্ধ অথর্ব্ব আকুতি অগণন।
অনুক্ষণ গৃহে ভুঞ্জ যেন পুত্রগণ ॥
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য ভুঞ্জে ঘরে।
যে দ্রব্য যাহার ইচ্ছা পায় সর্ব্ব মরে ॥
ভীমার্জ্জুন পৃষ্ঠভাগে রক্ষিত যাহার।
দুই ভিতে রাম কৃষ্ণ মাতুলকুমার ॥
পাশাতে যে রাজ্য দিয়া ভাই দুর্য্যোধনে।
ভ্রমিলেন দ্বাদশ বৎসর তীর্থবনে ॥
হেন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
তোমার আসন যোগ্য হয় কি ইহাঁর ॥
শুনিয়া বিরাট রাজা মানি চমৎকার।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন বল আর বার ॥

ইনি যদি যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অধিকারী।
কোথায় ইহাঁর আর সহোদর চারি॥
কোথায় দ্রুপদকন্যা কৃষ্ণা গুণবতী।
সত্য কহ বৃহন্নলা ইনি ধর্ম্ম যদি॥
অর্জ্জুন বলেন হের দেখ নরপতি।
তব সূপকার যেই বল্লভবিখ্যাতি॥
যাহার প্রতাপে যক্ষ রাক্ষস কম্পিত॥
ব্যাঘ্র সিংহ মল্ল আদি তোমার বিদিত।
মারিল কীচক যেই তোমার শ্যালক॥
দেখ এই বৃকোদর জ্বলন্ত পাবক॥
অশ্বপাল গোপাল বলায় দুই জন।
সেই দুই ভাই এই মাদ্রীর নন্দন॥
এই পদ্মপলাশাক্ষী সুচারুভাষিণী।
পঞ্চাল রাজার কন্যা নাম যাজ্ঞসেনী॥
যার ক্রোধে শত ভাই কীচক মরিল।
সৈরিন্ধ্রীর বেশে তব গৃহেতে বঞ্চিল॥
আমি ধনঞ্জয় ইহা জানহ রাজন।
শুনিয়া বিরাট রাজা বিচলিত মন॥
উর্দ্ধবাহু করিয়া পড়িল কত দূরে।
পুনঃ পুনঃ উঠি পড়ি ধূলায় ধূসরে॥
সবিনয় বলিলেন যোড় করি পাণি।
বহু অপরাধী আমি ক্ষম নৃপমণি॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন কেন হেন কহ।
বহু উপকারী তুমি অপরাধী নহ॥

নিজ গৃহ হতে সুখ তব গৃহে পাই।
তোমার সমান বন্ধু নাহি কোন ঠাঁই॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ।

দুর্য্যোধন মৃত্যু কথা, সঞ্জয় কহিলা তথা,
ধৃতরাষ্ট্র শুনিলা প্রভাতে।
যেন হৈল বজ্রাঘাত, আকাশের চন্দ্রপাত,
কর্ণ যেন রুদ্ধ হৈল বাতে॥
পুত্রশোকে নরপতি, বিহ্বলে পড়িলা ক্ষিতি,
নয়নে গলয়ে জলধার।
বায়ুভগ্ন যেন তরু, শোক হৈল অতি গুরু,
পড়িয়া করয়ে হাহাকার॥
বিধি কৈল হেন দশা, মনে ছিল যত আশা,
দূর হৈল দৈবের ঘটন।
শত পুত্র বিনাশিল, এক জন না রহিল,
শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে তর্পণ॥
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন, কোথা গেল দুঃশাসন,
শোকে মোর না রহে শরীর।
আমাকে সঞ্জয় কহ, কোথা তার পিতামহ,
কোথা গেল দ্রোণ মহাবীর॥

এত বলি কুরুপতি, বিলাপ করয়ে অতি,
দুই চক্ষু ভাসে জলধারে।
যতেক দুঃসহ শূল, নাহি শোক সমতুল,
এত শোক কে সহিতে পারে।
আর্ত্তনাদ করি বীর, ভূমিতে লোটায় শির,
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন করি।
শূন্য হৈল রাজপাট, মাণিক্য মন্দির খাট,
কোথা গেল কুরুঅধিকারী॥
বৃদ্ধকালে পুত্রশোক, পড়িল অমাত্য লোক,
মরিল সুহৃদ্ বন্ধু জন।
কর পুটে ভিক্ষা করি, হব গিয়া দেশান্তরী,
পৃথিবী করিব পর্য্যটন॥
আমার ললাট তটে, এ লিখন ছিল বটে,
কুরুকুল হবে ছারখার।
সকল পৃথিবী শাসি, ভুঞ্জিয়া বিভবরাশি,
পরিচর্য্যা করিব কাহার॥
হইলাম অতি দীন, যেন পক্ষী পক্ষহীন,
জরাতে হারাই রাজ্যসুখ।
নয়নবিহীন তনু, যেন তেজোহীন ভানু,
কেমনে সহিব এত দুঃখ॥
দুর্য্যোধন-বধ-ধ্বনি, দুঃশাসন মৃত্যু বাণী,
কর্ণবধ কর্ণে নাহি সয়।
হৈল দ্রোণ বিনাশন, দগ্ধ হয় মম মন,
মোর বাক্য শুনহ সঞ্জয়॥

পূর্ব্বে করিয়াছি পাপ, সে কারণে পাই তাপ,
বিচরিয়া বল তুমি মোরে।
আপনার কর্ম্মভোগ, সুত বন্ধু বিপ্রয়োগ,
কর্ম্মবন্ধে ভোগ সব করে॥
শুনহ সঞ্জয় তুমি, ইহা নাহি জানি আমি,
কখন ভীষ্মের পরাজয়॥
সে জনে অর্জ্জুন মারে, এ কথা কহিব কারে,
মনে বড় জন্মিল বিস্ময়।
যার সনে ভৃগুরাম, করিরণ অবিশ্রাম,
প্রশংসা করিয়া গেল ঘরে।
তাহার হইল নাশ, শুনে মনে পাই ত্রাস,
হে সঞ্জয় কি কহিলা মোরে॥
দ্রোণ মহাবলবান্, পৃথিবী না ধরে টান,
তাহাকে মারিল ধনঞ্জয়।
এ বড় আশ্চর্য্য কথা, কাটিল কর্ণের মাথা,
অর্জ্জুন করিল কুলক্ষয়॥
আমা হেন দুঃখী জন, নাহি ধরে ত্রিভুবন,
আমার মরণ সমুচিত।
শীঘ্র মোরে লয়ে রণে, দেখাও পাণ্ডবগণে,
আমি সবে মারিব নিশ্চিত॥
ধনুকে যুড়িয়া বাণ, বধিব ভীমের প্রাণ,
পুত্রশোক সহিতে না পারি।
অর্জ্জুনের কাটি মাথা, ঘুচাইব মনোব্যথা,
ধর্ম্মে দিব হস্তিনা নগরী॥

গান্ধারীর সহিত কৃষ্ণপাণ্ডবের কথোপকথন।

শুন দেবী গান্ধারী স্মরহ পূর্ব্ব কথা।
সতীর বচন কভু না হয় অন্যথা॥
যাত্রাকালে তোমাকে জিজ্ঞাসে দুর্য্যোধন।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধেতে জিনিবে কোন্ জন॥
পাণ্ডবের সঙ্গে যাই যুদ্ধ করিবারে।
জয় পরাজয় কার বল মা আমারে॥
তবে তুমি সত্য কথা কহিলা তখন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় শুন দুর্য্যোধন॥
তোমার বচন যদি অন্যথা হইবে।
তবে কেন চন্দ্র সূর্য্য আকাশে রহিবে॥
এত যদি বাসুদেব কহিলেন বাণী।
যোড় হাতে বলিলেন অন্ধরাজরাণী॥
যত কিছু মহাশয় বলিলা বচন।
গুরুর বচন সম করিনু গ্রহণ॥
কিন্তু হৃদয়ের তাপ সহিতে না পারি।
এক শত পুত্র মোর গেল যমপুরী॥
এক পুত্রশোক লোক পাসরিতে নারে।
অতএব আছে দুঃখ পাণ্ডুর কুমারে॥
শুন বাছা ভীমসেন আমার বচন।
মারিয়াছ অন্যায় করিয়া দুর্য্যোধন॥

নাভির অধোতে নাহি গদার প্রহার।
তবে কেন কর তুমি হেন অবিচার ॥
ভয়ে কম্পে ভীমসেন শুনিয়া বচন।
আগু হয়ে যোড় হস্তে কহিলা তখন ॥
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা ছিল শুন মাতা কহি।
এ কারণে করিয়াছি ধর্ম্মচ্যুত নহি ॥
সভামধ্যে দ্রৌপদীরে দেখাইল উরু।
এ কারণে ক্রোধ মম উপজিল গুরু ॥
এই হেতু দুই উরু ভাঙ্গিয়া গদায়।
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞাধর্ম্ম রাখিলাম তায় ॥
শুনিয়া গান্ধারী পুন বলিলা বচন।
কোন্ অপরাধেতে মারিলা দুঃশাসন ॥
তুমি তারে মারিয়া করিলা রক্তপান।
বিশেষ কনিষ্ঠ ভাই জাতির প্রধান ॥
বলিলেন ভীম শুন করি নিবেদন।
দুঃশাসন ছিল মাতা অতি অভাজন ॥
দ্রৌপদীর চুলে সেই ধরিল যখন।
করিলাম সভাতে প্রতিজ্ঞা সেই ক্ষণ ॥
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞাভঙ্গে হয় বড় দোষ।
তেঁই দুঃশাসনে মারি পরিহর রোষ ॥
ভার্য্যার শরীর হয় আপন শরীর।
শুন মাতা সেই দুঃখে পিয়েছি রুধির ॥
প্রতিজ্ঞা রাখিতে রক্ত খাইয়াছি আমি।
অপরাধ ক্ষমা কর এই ক্ষণে তুমি ॥

সভাতে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বে আছিল আমার।
এ কারণে মারি তব শতেক কুমার॥
ভীমের বচন শুনি বলিলেন দেবী।
বিষম পুত্রের শোক মনে মনে ভাবি॥
ভীমসেন শুন তুমি আমার বচন।
পুত্রশোকে আর মোর না রহে জীবন॥
কুপুত্র সুপুত্র হৌক্ মায়ের সমান।
পাসরিতে নাহি পারে মায়ের পরাণ॥
দেখ কৃষ্ণ এক শত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদায় তারা মরিল সকল॥
শুন ওই বধূগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে।
যাহাদের দেখে নাই কভু সূর্য্য চাঁদে॥
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনু।
দেখিয়া যাদের রূপ রথ রাখে ভানু॥
হেন সব বধূগণ দেখ কুরুক্ষেত্রে।
ছিন্নকেশ মত্তবেশ দেখ তুমি নেত্রে॥
ঐ দেখ গান করে নারী পতিহীনা।
কণ্ঠশব্দ শুনি যেন নারদের বীণা॥
পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি।
ঐ দেখ নৃত্য করে হাতে অস্ত্র করি॥
সহিতে না পারি শোক শান্ত নহে মন।
আমা ত্যজি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন॥
হে কৃষ্ণ দেখহ মম পুত্রের অবস্থা।
যাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতা॥

নানা আভরণে যার তনু সুশোভিত।
সে তনু ধুলায় আজি দেখ যতুসুত॥
সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ।
সুপুত্র কুপুত্র দুই মায়ের সমান॥
এককালে এত শোক সহিতে না পারি।
বুঝাইবা কি বলিয়া আমাকে কংসারি॥
পুত্রশোক শেল হেন বাজিছে হৃদয়।
দেখাবার হলে দেখাতাম মহাশয়॥
সংসারের মধ্যে শোক আছয়ে যতেক।
পুত্রশোক তুল্য শোক নহে আর এক॥
গর্ব্ভেতে ধরিয়া পরে করয়ে পালন।
সেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের মরণ॥
এ শোক সহিবে কেবা আছয়ে সংসারে।
বিবরিয়া বাসুদেব কহ দেখি মোরে॥
সহিতে না পারি আমি হৃদয়েতে তাপ।
ভাবিতে উঠয়ে মনে মহা মনস্তাপ॥
মহাবলবন্ত মোর শতেক নন্দন।
বুঝাইবা কি দিয়া আমাকে কৃষ্ণধন॥
মহারাজ দুর্য্যোধন লোটায় ভূতলে।
চরণ পূজিত যার নৃপতিমণ্ডলে॥
ময়ূরের পাখে যার চামর ব্যজন।
কুক্কুর শৃগাল তারে করয়ে ভক্ষণ॥
সহিতে না পরি আমি এসব যন্ত্রণা।
শকুনি দিলেক যুক্তি খাইয়া আপনা॥

কাতর না ছিল রণে আমার নন্দন।
সমর করিয়া সবে ত্যজিল জীবন॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম মৃত্যু সম্মুখসংগ্রামে।
তাহাতে না ভাবি আমি দুঃখ কোন ক্রমে॥
কিন্তু এক হৃদয়ে রহিল বড় ব্যথা।
সংগ্রামে আইল দুর্য্যোধনের বনিতা॥
এই দুঃখ যদুপতি না পারি সহিতে।
ওই দেখ বধূগণ আত্রশাখা হাতে॥
অতএব ব্যগ্র বড় হইয়াছি আমি।
আর এক নিবেদন শুন কৃষ্ণ তুমি॥
মরিলেক শত পুত্র না আছে সন্ততি।
বৃদ্ধকালে রাজার হইবে কিবা গতি॥
পাণ্ডুর নন্দন রাজ্য লবে আপনার।
পুত্র নাহি কেবা আনি যোগাবে আহার।
জলাঞ্জলি দিতে কেহ নাহি পিতৃগণে।
এই হেতু ক্রন্দন করিব রাত্রি দিনে॥
কি বলিব ওহে কৃষ্ণ কহিতে না পারি।
আজি হৈতে শূন্য হৈল হস্তিনা নগরী॥
কহিতে কহিতে ক্রোধ বাড়িলেক অতি।
পুনরপি কহিলেন বাসুদেব প্রতি॥
শুনিয়াছি আমি সব সঞ্জয়ের মুখে।
কিবা অনুযোগ আমি করিব তোমাকে॥
ওহে কৃষ্ণ যদুনাথ দেবকীকুমার।
তোমা হৈতে হৈল মোর বংশের সংহার॥

ভেদ জন্মাইলা দুই দিকে যদুপতি।
না পারি কহিতে দেব তোমার প্রকৃতি ॥
কৌরব পাণ্ডব তব উভয়ে সমান।
তাহে ভেদ করা যুক্ত নহে মতিমান্ ॥
ধর্ম্ম আত্মা যুধিষ্ঠির কিছু নাহি জানে।
সংগ্রামে প্রবৃত্ত ধর্ম্ম তোমার সন্ধানে ॥
না আছে হিংসার লেশ ধর্ম্মের শরীরে।
ভেদ জন্মাইলা তুমি কহিয়া তাহারে ॥
যদি বিসম্বাদ হৈল ভাই দুই জনে।
তোমাকে উচিত নহে উপস্থিত রণে ॥
তারে বন্ধু বলি যেই করায় শমতা।
তুমি দিলা শিখাইয়া বিবাদের কথা ॥
কহিতে তোমার কথা দুঃখ উঠে মনে।
সমান সম্বন্ধ তব কুরু পাণ্ডু সনে ॥
বরণ করিতে তোমা গেল দুর্য্যোধন।
পালঙ্কে আছিলা তুমি করিয়া শয়ন ॥
জাগিয়া আছিলা তুমি দেখি দুর্য্যোধনে।
কপটে মুদিয়া আখি নিদ্রা গেলা মনে ॥
পশ্চাতে অর্জ্জুন গেল সে কথা শুনিয়া।
উঠিয়া বসিলা মায়া নিদ্রা উপেক্ষিয়া ॥
নারায়ণী সেনা দিলা কৌরবে সম্ভ্রমে।
ছলেতে অর্জ্জুন বাক্য শুনিলা প্রথমে ॥
সারথি হইলা তুমি অর্জ্জুনের রথে।
সমান সম্বন্ধ তবে রহিল কি মতে ॥

তোমার উচিত ছিল শুন যদুপতি।
সৈন্য নাই দিতে তুমি না হতে সারথি ॥
তবে সে হইত বাক্য সমান সম্বন্ধ।
তোমার উচিত নহে কপট প্রবন্ধ॥
তার পর এক কথা শুন যদুসুত।
করিলা দারুণ কর্ম্ম শুনিতে অদ্ভুত ॥
মধ্যস্থ হইয়া যবে গিয়াছিলা তুমি।
চাহিলা যে পঞ্চগ্রাম শুনিয়াছি আমি ॥
না দিলেক পুত্র মোর কি ভাবিয়া মনে।
আসিয়া কহিলা তুমি পাণ্ডব নন্দনে॥
সদাচারী পাণ্ডুপুত্র রাজ্য নাহি মনে।
তাহে তুমি ভেদ করি কহিলা বচনে ॥
আপনি করিলা ভেদ কৌরব পাণ্ডবে।
নহে তুমি প্রবৃত্ত হইলা কেন তবে ॥
সেই কালে ঘরেতে যাইতে যদি তুমি।
সমস্নেহ বলিতবে জানিতাম আমি ॥
যুদ্ধযুক্তি দিলা তুমি পাণ্ডুর কুমারে।
প্রবঞ্চনা করি কৃষ্ণ ভাণ্ডিলে আমারে ॥
জানিলাম তুমি সব অনর্থের মূল।
করিলা বিনাশ তুমি যত কুরুকুল॥
কহিতে তোমার কর্ম্ম বিদরয়ে প্রাণ।
তবে কেন বল তুমি উভয় সমান॥
আমি সব শুনিয়াছি সঞ্জয়ের মুখে।
না কহিলে স্বাস্থ্য নাহি জানাই তোমাকে ॥

কি কহিতে পারি আমি তোমার সম্মুখে।
উচিত কহিতে পাছে পড় মনোদুঃখে ॥
পুত্রশোকে কলেবর পুড়িছে আমার।
বল দেখি হেন শোক হয়েছে কাহার ॥
যাবত শরীরে মোর রহিবেক প্রাণ।
তাবত জ্বলিবে দেহ অনল সমান ॥
শুন কৃষ্ণ আজি শাপ দিবই তোমারে।
তবে পুত্রশোক মোর ঘুচিবে অন্তরে ॥
অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য না হবে লঙ্ঘন।
জ্ঞাতিগণ হৈতে কৃষ্ণ হইবা নিধন ॥
পুত্রগণ শোকে আমি যত পাই তাপ।
পাইবা যন্ত্রণা তুমি এই অভিশাপ ॥
যেন মোর বধূ সব করিছে ক্রন্দন।
এই মত কান্দিবেক তব বধূগণ ॥
তুমি যথা ভেদ কৈলা কুরুপাণ্ডবেতে।
যদুবংশে তথা হবে আমার শাপেতে ॥
কৌরবের বংশ যেন হইল সংহার।
শুন কৃষ্ণ এই মত হইবে তোমার ॥

নীতি বাক্য।

যার যত ধর্ম্ম কর্ম্ম সত্য সম নহে।
মিথ্যা সম পাপ নাই সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥

মাতার বচন লঙ্ঘে যেই দুরাচার।
যতেক সুকৃতি কর্ম্ম নিষ্ফল তাহার॥
মাতার যে আজ্ঞা যত্নে করিবা পালন।
না করিলে ব্যর্থ হবে বেদের বচন॥
লোক, বেদ, হৈতে গুরু শ্রেষ্ঠ বটে জানি।
সব হৈতে শ্রেষ্ঠা হয় গণিতা জননী॥
সাধুজন কর্ম্মে কভু দ্বন্দ্ব না প্রবেশে।
নিজগুণ নাহি ধরে পরগুণ ঘোষে॥
গুণাগুণ কহে যেই সে হয় মধ্যম।
সদা আত্মগুণ কহে সে হয় অধম॥
পরম সঙ্কটে যেন ধর্ম্ম চ্যুতি নহে।
এই উপদেশ মম যেন মনে রহে॥
গৃহাশ্রমী হইয়া বঞ্চিবে যেই জন।
অতিথি যে মাগে তাহা দিবে ততক্ষণ॥
জলার্থীরে জল দিবে, ক্ষুধিতে ওদন।
নিদ্রার্থীরে শয্যা, আর শ্রান্তকে আসন॥
অতিথি আইলে ঘরে করিবে যতন।
কতদূরে উঠিয়া করিবে সম্ভাষণ॥

লবকুশশরে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত শ্রীরামচন্দ্রে দেখিয়া সীতার বিলাপ।

মোরে বিধি বাম, গুণনিধি রাম
কি দোষে গেলে ছাড়িয়ে হে।

জনক দুহিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে,
লব কুশ দোঁহে লইয়া সহিতে,
আইল জীবননাথেরে দেখিতে,
শিরে কর হানি পড়িয়া মহীতে,
হাহাকার রব করিয়ে হে।
সীতার লোচনে সলিল পড়িছে ঝরিয়া,
রামের দুখানি চরণ ধরিয়া,
কাঁদেন জননী করুণা করিয়া,
কোথাকারে প্রভু গেলে হে চলিয়া,
কোন্ অপরাধ পাইয়ে হে ॥
অভাগিনী ডাকে উঠনা ত্বরিত,
শুনিয়া না শুনো এ কোন্ উচিত,
কমল নয়নে চাহনা চকিত,
বিদরে পরাণো কর না স্থগিত,
প্রবোধ দেহনা উঠিয়ে হে।
ধূলায় ধূসর এ হেন শরীর,
দুকুল আকুল হোয়েছে কোটির,
ললাট ফলকে পড়িছে রুধির,
দিবসে সকলি দেখিছে তিমির,
আলো কর প্রভু জাগিয়ে হে ॥
কর হোতে ধনু পড়েছে খসিয়া,
কে হানিল বাণ বিষম কসিয়া,
নাশিল জীবন হৃদয়ে পসিয়া,
কেমনে এমন দেখিব বসিয়া,

পরাণ যাইছে ফাটিয়া হে।
যখন ছিলাম জনক বাসেতে।
আমারে দেখিয়া কহিত লোকেতে,
বিধবা চিহ্ন নাহিক তোমাতে,
এবে এই ছিল মোর কপালেতে,
সখা! কোথা গেলে চলিয়ে হে॥
ললাট লিখন ঘুচাতে নারে,
আপনি উদরে ধরেছি যারে,
তনয় হইয়া বধিল পিতারে,
আহা নাথ! নাথ! কি হোল আমারে,
উপায় না দেখি ভাবিয়ে হে।
ধিক্ ধিক্ তোরে বলি রে তনয়,
বুঝিলাম তোরা আমার ত নয়,
এমন করিতে উচিত নয়,
প্রভুরে লইলি যমের আলয়,
ইচ্ছা দেখি আমি বসিয়া হে॥
এ ছার জীবন কেমনে রাখিব,
তোমার নিকটে এখনি মরিব,
জ্বালি চিতা আমি তাহাতে পশিব,
নহে হলাহল অশন করিব,
কি কাজ এ দেহ রাখিয়ে হে।
রামপ্রসাদ কহিছে শুন মা জানকী,
রামের মহিমা তুমি না জান কি,
প্রবোধ মান মা কমল কানকী,

এখনি উঠিবেন রাঘব ধানুকী
দেখিবে নয়ন ভরিয়ে গো ॥

কৈলাস বর্ণন ।

কৈলাস ভূধর অতি মনোহর কোটি শশী পরকাশ ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর অপ্সরগণের বাস ॥
রজনী বাসর মাস সংবৎসর দুই পক্ষ সাত বার ।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ কিছু নাহি ভেদ সুখ দুঃখ একাকার ॥
তরু নানাজাতি লতা নানা ভাতি ফলে ফুলে বিকসিত ।
বিবিধ বিহঙ্গ বিবিধ ভুজঙ্গ নানা পশু সুশোভিত ॥
অতি উচ্চতরে শিখরে শিখরে সিংহ সিংহনাদ করে ।
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে মুনির মানস হরে ॥
মৃগ পালে পাল শার্দ্দূল রাখাল কেশরী হস্তীরাখাল ।
ময়ূর ভুজঙ্গে ক্রীড়া করে রঙ্গে ইন্দূরে পোষে বিড়াল ॥
সবে পিয়ে সুধা নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা কেহ না হিংসয়ে কারে ।
যে যার ভক্ষক সে তার রক্ষক সার অসার সংসারে ॥
সম ধর্ম্মাধর্ম্ম সম কর্ম্মাকর্ম্ম শত্রু মিত্র সমতুল ।
জরা মৃত্যু নাই অপরূপ ঠাঁই কেবল সুখের মূল ॥
চৌদিকে দুস্তর সুধার সাগর কল্পতরু সারি সারি ।
মণিবেদীপরে চিন্তামণি ঘরে বসি গৌরী ত্রিপুরারি ॥
শিব শক্তি মেলা নানা রসে খেলা দিগম্বরী দিগম্বর ।
বিহার যে সব সে সব কি কব বিধি বিষ্ণু অগোচর ॥

নন্দী দ্বারপাল ভৈরব বেতাল কার্ত্তিকেয় গণপতি।
ভূত প্রেত যক্ষ ব্রহ্ম দৈত্য রক্ষ গণিতে কার শকতি ।
এক দিন হর ক্ষুধায় কাতর গৌরীরে কহিলা হাসি।
ভারত ব্রাহ্মণ করে নিবেদন দয়া কর কাশীবাসি ॥

অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা ।

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে ।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে ॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী ।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি ॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী ।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি ॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার ।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফের ফার ॥
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী ।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥
বিশেষণে সবিশেষে কহিবারে পারি ।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ জাত ।
পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত ॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম ।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম ॥

অতি বড় বৃদ্ধ তিনি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুণ॥
কু কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ ভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই॥
পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল॥
শীঘ্র আসি নায়ে চড় কিবা দিবা বল।
দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল॥
যার নামে পার করে ভব পারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটুনী তাহারে করে পার॥
বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥
পাটুনী বলিছে মা গো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে॥
ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল॥
পাটুনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন।
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ॥

পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতী উপরে॥
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়।
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুঠায়॥
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতী উপরে।
তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে॥
সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতী হইল সোণা দেখিতে দেখিতে॥
সোণার সেঁউতী দেখি পাটুনীর ভয়।
এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়॥
তীরে উত্তরিল তরি তারা উত্তরিলা।
পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা॥
সেঁউতী লইয়া কক্ষে চলিল পাটুনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি॥
সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল॥
হের দেখ সেঁউতীতে থুয়ে ছিলা পদ।
কাঠের সেঁউতী মোর হৈল অষ্টাপদ॥
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয়॥
তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার॥
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়।
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয়॥

ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া ।
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া ।।
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে ।
চৈত্র মাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে ।।
কত দিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে ।
ছাড়িলাম তার বাড়ী কন্দলের ত্রাসে ।।
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব ।
বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব ।।
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে ।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ।।
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বর দান ।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ।।
বর পেয়ে পাটুনী ফিরিয়া ঘাটে যায় ।
পুনর্ব্বার ফিরি চাহে দেখিতে না পায় ।।
সাত পাঁচ মনে করি প্রেমেতে পুরিল ।
ভবানন্দ মজুন্দারে আসিয়া কহিল ।।
তার বাক্যে মজুন্দারে প্রত্যেয় না হয় ।
সোণার সেঁউতী দেখি করিলা প্রত্যয় ।।
আপন মন্দিরে গেলা প্রেমে ভয়ে কাঁপি ।
দেখেন মেঝায় এক মনোহর ঝাঁপি ।।
গন্ধে আমোদিত ঘর নৃত্য বাদ্য গান ।
কে বাজায় নাচে গায় দেখিতে না পান ।।
পুলকে পূরিল অঙ্গ ভাবিতে লাগিলা ।
হইল অকাশবাণী অন্নদা আইলা ।।

এই শাপ যত্নে রাখ কভু না ভুলিবে।
তোর বংশে মোর দয়া প্রধান থাকিবে ॥
আকাশবাণীতে দয়া জানি অন্নদার।
দণ্ডবৎ হৈল ভবানন্দ মজুন্দার ॥
অন্নপূর্ণা পূজা কৈল কত কব আর।
নানামতে সুখ বাড়ে কহিতে অপার ॥
করুণাকটাক্ষ চায় উত্তর উত্তর।
সংক্ষেপে রচিত হৈল করিতে বিস্তর ॥

বন্ধুত্বের দৃষ্টান্ত।

সজ্জনের প্রীতি প্রতিদিন প্রতি বেলা।
সিতপক্ষ শশিসম বাড়ে প্রতি কলা ॥
পাষাণের রেখা সম, সম চিরদিন।
নির্ধন হইলে তবু নাহি ভাবে ভিন ॥
ইহার দৃষ্টান্ত নীর ক্ষীর পূর্ব্বাপর।
পয় এই নাম মাত্র প্রীতি পরস্পর ॥
জ্বাল দিয়া দুগ্ধেরে বিনাশ যবে করে।
ক্ষীরের প্রীতিতে নীর আগে ভাগে মরে ॥
জলের দেখিয়া মৃত্যু দুগ্ধ তার স্নেহে।
উথলিয়া উঠে ঝাঁপ দিতে সেই দাহে ॥
এই মত সজ্জনেরা মরণ অবসরে।
যথা সাধ্য অপরের উপকার করে ॥

খলের চরিত্র।

খলের চরিত্র কিছু এমনি বিচিত্র।
কে জানিতে পারে তার কেবা শত্রু মিত্র॥
দেখা হইলে দূর হৈতে করয়ে সন্তোষ।
কাছে আসি বসি কহে মৃদু মৃদু ভাষ॥
কিন্তু কুটিলতা তার প্রতি পায় পায়।
অনন্ত খলের অন্ত কেবা অন্ত পায়॥
পরদোষ দরশনে সহস্র নয়ন।
শুনিতে পরের নিন্দা অযুত শ্রবণ।
রচিতে পরের নিন্দা সহস্র রসনা॥
শত মুখ হয় হেন করয়ে বাসনা॥
দেখিতে স্বদোষ আর সজ্জনের গুণ।
অন্ধ হয় সে দুর্মতি এমনি বিগুণ॥

বিন্ধ্যগিরি বর্ণন।

দ্বনরাজ চলে, অগ্রে বিন্ধ্যাচলে, করে দূরে দরশন।
দেখে পুলকিত, হয় সচকিত, আনন্দে প্রফুল্ল মন॥
ব্রহ্মাণ্ড অখণ্ড, করিবারে খণ্ড, করিতে মার্ত্তণ্ডরোধ।
দেখিতে প্রখর, সহস্র শিখর, ধরেছিল করি ক্রোধ॥
দেখি সুরগণে, পরমাদ গণে, সকলে মন্ত্রণা করে।
পড়িয়া সঙ্কটে, অগস্ত্য নিকটে, নিবেদন করে পরে॥
করিয়া বিরোধ, চন্দ্র সূর্য্য রোধ; করিয়াছে বিন্ধ্যগিরি।
সদা অন্ধকার, নাহি জ্ঞান কার, একি দিবা বিভাবরী॥

দেবের দুর্গতি, দেখে শীঘ্র গতি, অগস্ত্য তথায় যায়
গিরি পেয়ে গুরু, যত্ন করে গুরু, নতি করে গুরু পায় ॥
মুনি ছলে বলে, থাক ইহা বলে, কুতূহলে গেল চলে।
বিন্ধ্য শুদ্ধমতি, গুরু অনুমতি, তদবধি প্রতিপালে ॥
দেখিল অমনি, স্থানে স্থানে মণি, দিনমণি যেন জ্বলে।
শাখা শাখামৃগ, বাস খগ মৃগ, তুরগে উরগ চলে
করে বীণা ধরি, কত বিদ্যাধরি, করিছে মধুরগান।
হৈল হৃষ্টচিত, মণিতে খচিত, নিরখিয়া নানা স্থান ॥
হীরক পাথর, শোভে থরেথর, শিখরের আগে ভাগে
করিয়া নিনদ, কত নদী নদ, পড়ে অগ্নি নিম্নভাগে।
ঢাকিয়া অম্বরে গহ্বরে সম্বরে, শতেক শম্বর কুল।
হরি করে করি, শত শত করি, মারি করিতেছে তুল।
বানর ভল্লুক, গণ্ডার উল্লুক, কাছে কত পালে পালে
গোমুখ গবয়, সবে সম বয়, সুহৃদতা ভাব পালে ॥
ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদ, দেখিলে আপদ, আপাতত উপজয়।
মনুষ্যাদি গেলে, উবু উবু গেলে, নাহিক কোন সংশয় ॥
সমুরু কুরঙ্গ, করে নানা রঙ্গ, ভ্রমে অন্য জঙ্গমেতে।
উষ্ট্র লোষ্ট্র খর, তাজি বাজি খর, ভ্রমে নিজ বিক্রমেতে
যমের দোসর হাতে ধনুঃশর, যতেক শবরগণ।
দেখি মৃগকুল, ভয়েতে ব্যাকুল, ব্যগ্রে অগ্রে ছাড়ে বন।
দেখিয়া শবরে, কেহ বা বিবরে, ত্বরে করে পলায়ন।
কেহ করি শ্রয়, লইছে আশ্রয়, কুচ্ছুরে গহন বন ॥
অঙ্গে ঝরে ঝরে, কত রক্ত ঝরে, যেন ঝোরা ঝরে তায়
কেহ মুর্চ্ছাগত, কার শ্বাসগত, কাহারো জীবন যায় ॥

দেখিয়া সকল, মহা কলকল, বিকল কন্দর্পকেতু।
উঠে কত দূর, হিয়ে দুরদুর, কাঁপয়ে ভয়ের হেতু॥
নামিয়া কুহরে, শরীর সিহরে, হেরে অন্ধকারময়।
হারাইয়া দিক্, হৈল বড় দিক্, দিক্ ঠিক নাহি হয়॥
পেয়ে বহু কষ্ট, বাহির প্রকোষ্ঠ, অকষ্টবদ্ধের ন্যায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, পড়িয়া ভ্রমেতে, ক্রমেতে বাহির হায়॥
উভয়ে সত্বরে, অভয়ে উত্তরে, উত্তরিল পরে আসি।
হয়ে নিঃশরণ্য, দেখে বিন্ধ্যারণ্য বন্য পশু রাশি রাশি॥
তার চারি ভীত, হেরে হৈল ভীত, কালী কালীকান্ত স্মরে।
কহিছে মদন, তুলহে বদন, এক্ষণে ভয়ে কি করে॥

হিরণ্যনগর ও হরিহর দর্শন।

যথা দুঃখী দেখে দ্রবিণ প্রবীণচিত হয়।
যথা হরষিত তৃষিত সুশীত পেয়ে পয়॥
যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন দরশনে।
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশু মিলনে॥
যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থেকে।
শেষে দিবসে বিকাশে, পাশে দিবাকরে দেখে॥
হল তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়।
পরে পেয়ে সেই পুরি পরিতুষ্ট অতিশয়॥
বলে, বঁধূ হে বাঁচিতে বুঝি বিধি দিল ঠাঁই।
চল পরিশেষে পুরি পরিসরে দাহে যাই॥

যায় দোঁহে মেলি এই বলাবলি করি স্থির।
ধীরে ধীরে ধীরে, বিধীরে বন্দিয়া দুই ধীর ॥
এসে প্রবেশে নিবেশে শেষে সুবেশে দুজন।
দেখে, একে একে, থেকে থেকে সকল সদন ॥
চলে, চাইতে চাইতে চারি দিক, চল চিত।
যথা পরিপাটী রাজবাটী হয় উপনীত ॥
করে মহারাজ ধীরাজ বিরাজ যেই ঘরে।
তথা বানর বানরী সনে সুখে ক্রীড়া করে।
যাহে ভূমিনাথ মন্ত্রী সাথ বসিতেন ধীর ॥
তথা ফেরুপাল ফিরে ফিরে ফুকারে গভীর ॥
দোঁহে দেখে এই দৈবদুখে দুঃখিত হৃদয়।
যবে যায় জলাশায় যথা আছে জলাশয় ॥
দেখে সুচারু সরোসিজ শোভিত সরোবর।
সদা শোভিছে সোপান সারি, সব থরেথর ॥
করে কমলকলিতে অলিকুল কল কল।
বহে ধীরে ধীরে সমীর, সে নীর টল টল ॥
ভেবে মনোগত ভাবে, না করিয়া পরকাশ।
নৃপ কথোপকথন করে বঁধুর সকাশ।
দেখ বঁধু হে কি অপরূপ সরোবর নিধি।
বুঝি মানসে মানসে রাখি সৃজিয়াছে বিধি।
চল, বেলা বহে যায়, আর দেখিতে সকলে।
বলে জলে চলে মজ্জন করিল কুতুহলে ॥
সারি তাড়াতাড়ি স্নান পূজা, করে অতঃপর।
চল ত্বরা করি গিয়া হেরি যথা হরিহর ॥

ইহা করি স্থির দুই ধীর সরোবর তীরে।
চলে হরিহরে হেরিতে হরিষে ধীরে ধীরে ॥
দেখে চারি পাশ কুসুম নিবাস সুশোভিত।
তার মাঝে সাজে অপূর্ব্ব মন্দির বিরাজিত ॥
তার ভিতর কি মনোহর হরিহর মূর্ত্তি।
হেরে হয় যে হৃদয় শতদল দল স্ফূর্ত্তি ॥
মরি কিম্বা মুরহর পুরহর এক দেহে।
যেন নীলমণি স্ফটিকে মিলিত হয়ে রহে ॥
কিবা চঞ্চল চিকুরে শোভে ময়ূরের পুচ্ছ।
আধা ফণিতে বিনান বেণী সাজে জটাগুচ্ছ ॥
আধা কপাল ফলকে শোভে অলকার পাঁতি।
আধা ধক্ ধক্ জ্বলিছে জ্বলন দিবা রাতি ॥
আধা তিলক আলোক তিনলোকে করে আলা।
আধা বিভূতি বিভূতি ভূষা ভোলা বাসে ভালা ॥
কিবা নলিন মলিনকারি নয়ন তরল।
আধা ভাঙ্গেতে রাঙ্গাল আখি যেন রক্তোৎপল ॥
আধা গরল গিলিয়া গলা হইয়াছে নীল।
ইথে বৈকুণ্ঠের কণ্ঠে কণ্ঠে ভাল আছে মিল ॥
আধা বনমালা গলায় ভুলায় যোগী মন।
আধা রুদ্র অক্ষমালা, আলা করে ত্রিভুবন ॥
আধা কুঙ্কুম কস্তূরি হরিচন্দন চর্চ্চিত।
আধা কলেবর ভূষাকর ভস্ম বিভূষিত ॥
কিবা কর কিসলয়যুগে শোভে শঙ্খ চক্র।
আধা অমর ডমরু করে আধা শিঙ্গা বক্র ॥

আধা কালিয়ার কটিতটে আটা পীতধড়া।
আধা বাঘ ছালা ভোলার ভুজগমালা বেড়া॥
আধা চরণ কমলে শোভে কাঞ্চন মঞ্জীর।
আধা ফণিমালা ফোঁশ ফোঁশ গরজে গম্ভীর॥
দেখে এই রূপে অপরূপ রূপ হরিহর।
রাজা পূজা বিধি যথাবিধি করে ততঃপর॥

অতিশয় নীচ লোক, বাসে যদি আসে।
প্রিয়ভাষে সাধু তারে, তখনি সম্ভাষে।
সমাদর, সাধুভাব, সুজনের কাছে।
স্থল জল, আসনের অভাব কি আছে॥
মহতের মহিমার, কি কহিব ভেদ।
তার কাছে, ছোট, বড়, কিছু নাহি ভেদ॥
কিছুতেই নাহি ভাবে, মান অপমান।
শত্রু আর মিত্র তার, উভয় সমান।
দেখ দেখ, নিশাপতি, কিবা গুণ ধরে।
ইতর বিশেষ, কিছু, ভেদ নাহি করে॥
কোথা বা চণ্ডাল নীচ, কোথা বিপ্রবর।
সমভাবে সকলের, ঘরে দেন কর॥
কুঠারে তরুর মূল, ছেদন, যে, করে।
ছায়াদানে তরু তবু, তাপ তার হরে॥
স্বকরে আখের মূল, যে, করে ছেদন।
মধুর আস্বাদ তারে, করে বিতরণ॥

সেজন, সুজন অতি, সাধুর প্রধান।
যে, করে, আশ্রিত জনে, আশ্রয় প্রদান:
তারেই, সুজন, বলে সকল সুজনে।
যে করে অভয় দান ভয়শীল জনে ॥
মানী বোলে সেই জনে, সকলেই মানে।
যেজন মানীর মান রাখে নিজ মানে ॥
প্রিয় বোলে বাঁধি তারে, প্রণয়ের জালে।
যেজন সহায় হয় বিপদের কালে ॥
ধনের সার্থক করি সেই পায় সুখ।
যাচকে যাহার কাছে না হয় বিমুখ ॥
অতি সাধু ধর্ম্মশীল, গুরু বলি তারে।
সুনীতি শিখায় যেই সাধু ব্যবহারে ॥
ধন্য তার অধ্যয়ন পণ্ডিত সেজন।
উপদেশে করে যেই সংশয় ছেদন ॥
তাহারে স্বভাবদাতা বলে সর্ব্বজনে।
অনাথ দেখিলে যার দয়া হয় মনে ॥
কেবা আত্ম কেবা পর কে বুঝিতে পারে।
যে হয় ব্যথার ব্যথী আত্ম বলি তাঁরে ॥
দেশের কুশলকারী উত্তম সে জন।
যে জন নিয়ত করে বিদ্যা বিতরণ ॥
তুলনা না হয় তার কাহারো সহিত।
কখনো না করে যেই পরের অহিত ॥
সুশীল সুধীর সেই পুরুষের সার।
আপনার নিন্দা শুনে ক্রোধ নাই যার ॥

বিশেষ কারণে সাধু যদি করে ক্রোধ।
তবু তার মন হোতে নাহি যায় বোধ॥
সে রাগ সুরাগ তায় নাহি কিছু ভয়।
বোধের উদয় থাকে ক্রোধের সময়॥
হিতকর ক্রোধ সেই স্বভাবে সঞ্চার।
কদাচ না হয় তায় মনের বিকার॥
যদ্যপি জ্বলিয়া উঠে তৃণের অনল।
তাহাতে কি তপ্ত হয় জলধির জল॥
অতএব থাকো সদা সাধু-সন্নিধান।
রাগ আর তুষ্টি যার উভয় সমান॥
সুজনের প্রেমে কভু নাহি অপকার।
রোষে তোষে উপদেশে কত উপকার॥
ফুলের স্তবক হয় যেরূপ প্রকার।
অবিকল সেরূপ সন্তের ব্যবহার॥
হয় গিয়া চড়ে ফুল মাথার উপর।
নতুবা বিলয় হয় বনের ভিতর॥
হয় হয় নরশ্রেষ্ঠ মহৎ যে হয়।
নতুবা বিজন বনে দেহ করে লয়॥
সংসার রসের তরু সহজে সরল।
তাহাতে ফলেছে দুই সুরসাল ফল॥
এক ফল "কাব্য সুধারস-আস্বাদন"।
আর ফল "সুজনের-সহিত মিলন"॥
হবেনা বিফল কভু হবে না বিফল।
যাহে যার অভিরুচি লহ সেই ফল॥

প্রথম ফলের স্বাদে তৃপ্ত হয় মন।
দ্বিতীয় ফলের স্বাদে সফল জীবন ॥

ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহ-বাক্য।

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃঙ্খল আজি কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ॥
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়!
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায় ॥
এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
মানসে উদয়।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়-তনয় হে,
ক্ষত্রিয়-তনয় ॥
তখনি জ্বলিয়ে উঠে হৃদয়-নিলয় হে,
হৃদয়-নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,
বিলম্ব কি সয় ॥

অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে সাজ সাজ সাজ হে
সাজ সাজ সাজ॥
চল চল চল সবে সমর সমাজ হে,
সমর সমাজ।
রাখহ পৈতৃক ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয়ের কায হে,
ক্ষত্রিয়ের কায॥
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতনার হে,
রাজপুতনার।
সকল শরীরে ছুটে রুধিরের ধার হে,
রুধিরের ধার॥
সার্থক জীবন আর বাহু-বল তার হে,
বাহু-বল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার॥
কৃতান্ত-কোমল-কোলে আমাদের স্থান হে,
আমাদের স্থান।
এসো তায় সুখে সবে হইব শয়ান হে,
হইব শয়ান॥
কে বলে শমন-সভা ভয়ের নিধান হে,
ভয়ের নিধান।
ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতি যম, বেদের বিধান হে,
বেদের বিধান॥

স্মরহ ইক্ষাকু-বংশে কত বীরগণ হে,
কত বীরগণ।
"পরহিতে, দেশহিতে, ত্যজিল জীবন হে,
ত্যজিল জীবন ॥
স্মরহ তাঁদের সব কীর্ত্তি-বিবরণ হে,
কীর্ত্তি-বিবরণ।
বীরত্ব-বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয়-নন্দন হে,
ক্ষত্রিয়-নন্দন ॥
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই ॥
যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে,
চিতোর না পাই।
স্বর্গসুখে সুখী হব, এসো সব ভাই হে,
এসো সব ভাই ॥"

যবনদিগের দ্বারা চিতোর অধিকার।

নিহত নিকর শূর, পড়িল চিতোর পুর,
হিন্দু-সূর্য্য অস্তগিরি-গত।
দাসত্ব দুর্জ্জয় ক্লেশ, রাজ-স্থানে সমাবেশ,
তাপ তমস্বিনী পরিণত ॥

যখন যবন আসি, সমর-তরঙ্গে ভাসি,
পৃথুরাজে পরাভূত করে।
হিন্দুর প্রতাপ লেশ, যাহা কিছু অবশেষ,
ছিল মাত্র চিতোর নগরে॥
যথা ঘোর অমানিশা, তমঃপূর্ণ দশ দিশা,
আকাশে জলদ আড়ম্বর।
মেঘহীন একদেশে, বিমল উজ্জ্বল বেশে,
দীপ্তি দেয় তারক সুন্দর॥
অথবা তরঙ্গ রঙ্গ, জলধির অঙ্গ সঙ্গ,
স্রোতে হয় তৃণ তিন খান।
তমোময় সমুদয়, কিছু নাহি দৃষ্ট হয়,
পরিক্লান্ত পোতপতি প্রাণ॥
বিপদ-বারণ-হেতু, শৈলোপরি যেন কেতু,
প্রদীপ্ত আলোকে শোভা পায়।
সেরূপ ভারত-দেশে, স্বাধীনতা-সুখ শেষে,
ছিল মাত্র রাজপুতনায়॥
কি হইল হায় হায়! সে নক্ষত্র লুপ্তকায়,
নিবিল সে আলোক উজ্জ্বল।
যবনের অহঙ্কার, চূর্ণ হয়ে কত বার,
এই বার হইল সফল॥
কি হইল হায় হায়! কোথা সব মহাকায়,
তেজঃপুত রাজপুতগণ?
প্রভাতে উঠিয়ে তারা, যুঝিয়ে দিবস সারা,
প্রদোষেতে মুদিল নয়ন॥

কে ভাঙ্গিবে সেই ঘুম ? ঘোর কালানল ধূম,
ঘেরিয়াছে পলকের দ্বার।
মুদিয়াছে হৃদপদ্ম, বীরত্ব মধুর সদ্ম,
নাহি তাহে শ্বাসের সঞ্চার ॥
ধরাতলে লোটাইয়ে, নাসারন্ধ্র পসারিয়ে,
তুরঙ্গ পতিত শত শত।
বিস্ফারিত তবু তায়, শ্বাস নাহি আসে যায়,
চিবুকেতে রসনা নির্গত ॥
ধুনিত কার্পাস প্রায়, ফেনলালে শোভা পায়,
নবীন শ্যামল দূর্ব্বাদল।
মরকত বিজটায়, কিবা শোভে প্রতিভায়,
গুচ্ছ গুচ্ছ ক্ষুদ্র মুক্তাফল ॥
অদূরে আরোহী তার, প্রদোষের পদ্মাকার,
আধ বিমুদিত নেত্রে পড়ি।
যে তনু কাঞ্চন সম, ছিল প্রিয়া প্রিয়তম,
ধুলায় যেতেছে গড়াগড়ি ॥
যে অধর সুধাকর, যে নয়ন ইন্দীবর,
ছিল প্রেয়সীর প্রিয়ধন।
সেই অধরেতে আসি, বায়সী সুখেতে ভাসি,
চক্ষে চঞ্চু করিছে ঘাতন !
হত হিন্দু নৃপমণি, উঠে জয় জয় ধ্বনি.
যবনের শিবির ভিতর।
আনন্দ-জলধি পর, ভাসিলেক দিল্লীশ্বর.
ব্যস্ত হয়ে প্রবেশে নগর ॥

কর্ম্মদেবী হইতে উদ্ধৃত।

রাজপুত সধুর বিবরণ।

যশল্মীর-অন্তঃপাতি,   দেশেছিল ভট্টিজাতি,
অধিপ অনঙ্গদেব তার।
পুগল দেশের নাম,   তাঁর পুত্র গুণধাম,
সাধুনামা, বিক্রম আধার॥
মহা পরাক্রান্ত বীর,   কভু নহে নত শির,
প্রতাপেতে প্রখর-তপন।
সঙ্গে সব সহচর,   শূরবীর পরিকর,
প্রভুর সেবায় প্রাণপণ॥
হঠ-ধর্ম্মে হর্ষ অতি,   হঠ্ হঠ্ সদাগতি,
সদাগতি পরাভূত তায়।
দড় বড় দড় বড়,   অশ্বচালনায় দড়,
ছোট বড় জানা নাহি যায়॥
হয় যবে মনোরথ,   পাঁচ দিবসেব পথ,
পাচ দণ্ডে উপনীত হয়।
ধণিক বণিকগণ,   ভীত-চিত অনুক্ষণ,
কখন আসিয়ে লুটে লয়॥
বাল বৃদ্ধ বনিতারে,   সদা তোষে সদাচারে,
যথা সমাদরে রক্ষা করে।
কিন্তু মিলে সমযোগ্য,   সমর রসের ভোগ্য,
একেবারে ভীমবেশ ধরে॥

বিশেষ যবন প্রতি, সক্রোধ আক্রোশ অতি,
জ্বলিতাঙ্গ হয়ে একেবারে।
লাফদিয়ে চড়ে ঘাড়ে, ভূমিতলে টেনে পাড়ে,
শত খণ্ড করে তরবারে ॥
পূর্ব্বদিগে বিষ্ণু পদী, পশ্চিমেতে সিন্ধুনদী,
সাধুর শূরত্ব-অধিকার।
বিনশন মহাটবী, যথা খর রবি-ছবি,
মরীচিকা করে আবিষ্কার ॥
ব্যাপিয়া বৃহৎ দেশ, নাহি বারি-বিন্দু-লেশ,
নাহি ছায়া, নাহি তরু লতা।
দূরে থেকে দৃষ্ট হয়, অপরূপ জলাশয়,
তাহে চারু তটিনী সঙ্গতা ॥
তটে পুষ্প উপবন, শোভা পায় সুশোভন,
বৃক্ষ-বল্লী ছায়া করে দান।
শ্রান্ত-পান্থ-চিত্তহর, নয়নের তৃপ্তিকর,
ভাল বটে, ভানুর এ ভাণ ॥
সাধু এই বিনশনে, সহচরগণ সনে,
অনায়াসে করিত ভ্রমণ।
মরীচিকা তুচ্ছ করি, ভয়ানক বেশ ধরি,
করেছিল গহন শাসন ॥
পাঁচ হাতিয়ার ধরা, আপাদ মস্তক পরা,
অয়স্ রচিত পরিচ্ছদ।
সুশোভিত সন্নহন, শব্দ হয় ঝন্ ঝন্,
ঝক্ ঝক্ ঝলক বিশদ ॥

শীতল কঠোর ধর্ম্ম, অসিচর্ম্ম আর বর্ম্ম,
সাজ শয্যা তাহাই সকল।
ঢালেতে রাখিয়ে শির, নিদ্রা যেত যত বীর,
কিছু মাত্র না হয়ে বিকল॥
সেই ঢালে পিত জল, সেই ঢালে খেত ফল,
সেই ঢাল, ভোজন-ভাজন।
কটিতটে চন্দ্রহাস, চন্দ্রহাস পরকাশ,
তাহে সিদ্ধ নানা প্রয়োজন॥
দিবা নিশি এক সাজ, অভিপ্রেত এক কাজ,
অস্ত্র শস্ত্র তিলেক না ছাড়ে।
বীর-রসে বিচক্ষণ, তাই মাত্র আলাপন,
উগ্রতা-অনল ছাড়ে ছাড়ে॥
কারু প্রতি ক্ষমা নাই, হউক আপন ভাই,
সমুচিত শিক্ষা দিবে তারে।
অন্যায় না সহ্য হয়, মিথ্যাবাদ নাহি সয়,
সত্যের পরীক্ষা তরবারে॥
হায় কোথা সেই দিন, ভেবে হয় তনু ক্ষীণ,
এ যে কাল পড়েছে বিষম।
সত্যের আদর নাই, সত্যহীন সব ঠাঁই,
মিথ্যার প্রভুত্ব পরাক্রম॥
সব পুরুষার্থ শূন্য, কিবা পাপ কিবা পুণ্য,
ভেদ জ্ঞান হইয়াছে গত।
বীর কার্য্যে রত যেই, গোঁয়ার হইবে সেই,
ধীর যিনি ভীরুতায় রত॥

নাহি সরলতা-লেশ, দ্বেষেতে ভরিল দেশ,
কিবা এর শেষ নাহি জানি।
ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, ক্ষীণ প্রাণ, ক্ষীণ পণ,
ক্ষীণ ধনে ঘোর অভিমানী ॥
হায় কবে দুঃখ যাবে, এ দশা বিলয় পাবে,
ফুটিবেক সুদিন-প্রসূন।
কবে পুন বীর-রসে, জগৎ ভরিবে যশে,
ভারত ভাস্বর হবে পুন ॥

দশরথের প্রতি কৈকয়ী।

একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে
রঘুরাজ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে!
কহ তুমি,—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন? ছড়াইছে কেহ
ফুলরাশি রাজপথে; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল কুসুম ফল পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী,
বাহিরিছে রণবেশে? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য? কেন আজি পুরনারীব্রজ
মুহুর্মুহু হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে?
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়কী?

কেন এত বীণাধ্বনি ! কহ, দেব, শুনি.
কৃপা করি কহ মোরে,—কোন্ ব্রতে ব্রতী
আজি রঘুশ্রেষ্ঠ ? কহ, হে নৃমণি,
কাহার কুশল হেতু কৌশল্যা মহিষী
বিতরেন ধনজাল ? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ, ঘণ্টা ঘটারোলে ?
কেন রঘুপুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে।
নিরন্তর জনস্রোত কেন বা বহিছে
এ নগর-অভিমুখে ? রঘুকুল-বধূ
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে—
কোন্ রঙ্গে ? অকালে কি আরম্ভিলা প্রভু
যজ্ঞ ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে ?
কোন্ রিপু হত রণে, রঘুকুল রথি ?
জন্মিল কি পুত্র আর ? কাহার বিবাহ
দিবে আজি ? আইবড় আছে কি গৃহে
দুহিতা ? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে !
হা ধিক্ ! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি !
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত,—"অসত্যবাদী রঘুকুল পতি"।
নির্লজ্জ ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে !
ধর্ম্ম শব্দ মুখে,—গতি অধর্ম্মের পথে !"
অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি
নররাজ ; কিম্বা দিয়া চুণকালী গালে

খেদাও গহন বনে। যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ কেমনে ভুঞ্জিবে
এ কলঙ্ক? লোক মাঝে কেমনে দেখাবে
ও মুখ রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে।
ধর্ম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেবনর;—জিতেন্দ্রিয়, নিত্যসত্য-প্রিয়!
তবে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে? কোথা পুত্র তব
ভরত;—ভারতরত্ন রঘু-চূড়ামণি?
পড়ে কি হে মনে এবে পূর্ব্ব কথা যত?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী?

তিন রাণী তব রাজা! এ তিনের মাঝে,
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে? পুত্র তব চারি নরমণি!
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুনে?
কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা-মহিষী
ভুলাইলা মন তব? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্ম নষ্ট কর,
অভীষ্ট পূর্ণিতে তার রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি?
কিন্তু বাক্য-ব্যয় আর কেন অকারণে?
যাহা ইচ্ছা কর, দেব, কার সাধ্য রোধে

তোমায় নরেন্দ্র তুমি ? কে পারে ফেরাতে
প্রবাহে ! বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে ?
চলিল ত্যজিয়া তব পাপপুরী
ভিখারিণীবেশে দাসী ; দেশ দেশান্তরে
ফিরিব ; যেখানে যাব কহিব সেখানে
" পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুল পতি ! "
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা, কব সর্ব্বজনে !
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙ্গালে, তাপসে,—
যেখানে যাহারে পাব কব তার কাছে—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুল পতি ! "
পুষি শারীশুক দোঁহে শিখাব যতনে
এ মোর দুঃখের কথা দিবস রজনী ;—
শিখিলে এ কথা, তবে দোঁহে ছাড়ি
অরণ্যে, গাইবে তারা বসি বৃক্ষশাখে,
" পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি !"
শিখি পক্ষীমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি—
" পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি ! "
লিখিব গাছের ছালে, নিবিড় কাননে,
" পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি ! "
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গ শৃঙ্গ-দেহে।
রচি গাথা শিখাইব পল্লীবাল দলে ;
করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া—
" পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি ! "

থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল! দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিলে আজি; দেখিব নয়নে
তব আশাবৃক্ষে ফলে কি ফল, ললনি!
বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি! বামদেশে কৌশল্যা মহিষী,—
যুবরাজ পুত্র রাম; জনক-নন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ—এ সবারে লয়ে
কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি।
পিতৃমাতৃহীন পুত্রে পালিবেন পিতা—
মাতামহালয়ে পাবে আশ্রম বাছনি।
দিবা দিয়া মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন, প্রবেশিতে তব পাপ পুরে।

বীরবাহু পতনে রাবণের খেদ।

"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজ-বলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?—
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীরচূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায়রে, কেমনে

সহি এ যাতনা আমি ? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুল-মান এ কাল-সমরে ।
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে
একে একে কাটুরিয়া কাটি, অবশেষে
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরন্ত রিপু
তেমতি দুর্ব্বল, দেখ, করিছে আমারে
নিরন্তর ! হব আমি নির্ম্মূল সমূলে
এর শরে ! তা না হলে মরিত কি কভু
শূলী শম্ভুসম ভাই কুম্ভকর্ণ মম,
অকালে আমার দোষে ? আর যোধ যত—
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ ?————
———— হায় ইচ্ছা করে.
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে
পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে !
কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দরী পুরী ! কিন্তু একে একে
শুখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী ;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী ;
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে ?
কার রে বাসনা বাস করিতে আঁধারে ?”
এতেক কহিয়া রাজা, দূত পানে চাহি,
আদেশিলা,—“কহ, দূত, কেমনে পড়িল
সমরে অমরত্রাস বীরবাহু বলী” ।

প্রণমি রাজেন্দ্র পদে, করযুগ যুড়ি,
আরম্ভিলা ভগ্নদূত ;—"হায়, লঙ্কাপতি,
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা ?—
মদকল করী যথা পশে নলবনে,
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে
ধনুর্দ্ধর এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কার !
শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জ্জন।
সিংহনাদ ; জলধির কল্লোল ; দেখেছি
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন-
পথে . কিন্তু কভু নাহি শুনি ত্রিভুবনে,
এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ড-টঙ্কার !
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর।—
"পশিলা বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাহু সহ
রণে, যূথনাথ সহ গজযূথ যথা
ঘন ঘনাকারে ধুলা উঠিল আকাশে,—
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রুষি
গগন ; বিদ্যুতঝলা সম চকমকি
উড়িল কলম্বকুল অম্বর প্রদেশে
শনশনে!—ধন্যশিক্ষা বীর বীরবাহু !
কত যে মারিল অরি, কে পারে গণিতে ?
"এই রূপে শত্রুমাঝে যুঝিলা স্বদলে
পুত্র তব, হে রাজন্ ! কতক্ষণ পরে,
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব।

কনক মুকুট শিরে, করে ভীমধনুঃ,
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে
খচিত'—... ... .
এতেক কহিয়া স্তব্ধ হইল রাক্ষস
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে
কহিলা; "সাবাসি, দূত! তোর কথা শুনি,
কোন্ বীরহিয়া নাহি চাহেরে পশিতে
সংগ্রামে? ডমরুধ্বনি শুনি কালফণী,
কত কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে?
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী? চল, সবে—
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্ জন,
কেমনে পড়েছে রণে বীর চূড়ামণি
বীরবাহু: চল, দেখি জুড়াই নয়ন।"
উঠিলা রাক্ষস পতি প্রাসাদ-শিখরে,
কনক উদয়াচলে দিনমণি যেন
অংশুমালী। চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন-
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা—মনোহরা পুরী!
হৈমহর্ম্ম্য সারিসারি পুষ্পবন মাঝে;
কমল-আলয় সরঃ; উৎস রজঃ ছটা;
তরুরাজী, ফুলকুল—চক্ষুবিনোদন;
... ... হীরাচূড়াশিরঃ
দেবগৃহ; নানা রাগেরঞ্জিত বিপণি,
বিবিধ রতন পূর্ণ; এ জগত যেন
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে,

রেখেছে, রে চারুলঙ্কা. তোর পদতলে,
জগত বাসনা তুই, সুখের সদন।
দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাচীর—
অটল অচল যথা; তাহার উপরে,
বীরমদে মত্ত, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহীহর; তথা
জাগে রথ, রথী, গজ, অশ্ব, পদাতিক
অগণ্য। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে,
রিপুবৃন্দ বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা,
নক্ষত্রমণ্ডল কিম্বা আকাশ মণ্ডলে।
থানা দিয়া পূর্ব্বদ্বারে, দুর্ব্বার সংগ্রামে
বসিয়াছে বীর নীল; দক্ষিণ দুয়ারে
অঙ্গদ, করভসম নববলে বলী;
উত্তর দুয়ারে রাজা সুগ্রীব আপনি
বীরসিংহ। দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে—
হায়রে বিষণ্ণ এবে জানকী বিহনে,
কৌমুদী বিহনে যথা কুমুদরঞ্জন
শশাঙ্ক! লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপুত্র হনু,
মিত্রবর বিভীষণ। শত প্রসরণে,
বেড়িয়াছে বৈরিদল স্বর্ণ লঙ্কাপুরী,
গহন কাননে যথা ব্যাধ দল মিলি,
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরীকামিনী।
...... অদূরে হেরিলা রক্ষঃপতি

রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনী,
কুক্কুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে।
কেহ উড়ে; কেহ বসে; কেহ বা বিবাদে;
পাকশাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে
সমলোভী জীব, কেহ, গরজি উল্লাসে,
নাশে ক্ষুধা-অগ্নি; কেহ শোষে রক্তস্রোতঃ!
পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি;
ঝড়গতি ঘোড়া, হায় গতিহীন এবে!
চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী সাদি, শূলী,
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি
একত্রে! শোভিছে বর্ম্ম, চর্ম্ম অসি, ধনুঃ,
ভিন্দিপাল, তূণ, শর, মুদ্গর, পরশু,
স্থানে স্থানে; মণিময় কিরীট, শীর্ষক,
আর বীর আভরণ, মহাতেজস্কর!
হৈমধ্বজদণ্ড হাতে, যম দণ্ডাঘাতে,
পড়িয়াছে ধ্বজবহ। হায়রে, যেমতি
স্বর্ণচূড় শস্য ক্ষত কৃষীবলবলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষসনিকর,
রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে!
পড়িয়াছে বীরবাহু—বীর চূড়ামণি।
মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ;—
"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,

জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ় ; শতধিক্ তারে !
তবু, বৎস যে হৃদয়, মুগ্ধ মোহমদে
কোমল সে ফুল-সম। এ বজ্র-আঘাতে,
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন,
অন্তর্যামী যিনি ; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভব-ভূমি তব লীলাস্থলী ;—
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি
হও সুখী ? পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুখী—
তুমি হে জগতপিতা, এ কি রীতি তব ?
হা পুত্র ! হা বীরবাহু ! বীরেন্দ্রকেশরী !
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ?”
এই রূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি, দেখিলেন দূরে
সাগর—মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গনিচয়,
উথলিছে নিরন্তর গভীর নির্ঘোষে।
অপূর্ব্ববন্ধন সেতু ! রাজপথ সম
প্রশস্ত ; বহিছে জনস্রোতঃ কলরবে,
স্রোতঃপথে জল যথা বরিষার কালে।
অভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি ;—
“কি সুন্দরমালা আজি পরিয়াছ গলে,

প্রচেতঃ ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি !
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি ? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর ? কোন্ গুণে, কহ দেব, শুনি,
কোন্ গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে ?
প্রভঞ্জনবৈরী তুমি ; প্রভঞ্জন-সম
ভীমপরাক্রম। কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন্ পাপে ? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে ;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে ? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দ্দয় এবে তুমি এর প্রতি ?
উঠ, বলি ! বীরবলে এ জাঙ্গাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ ; জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল * জলে ও প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।”
এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক আসনে
সভাতলে ; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি : পাত্রমিত্র, সভাসদ্ আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা, নীরব বিষাদে !

হেনকালে চারিদিকে সহসা ভাসিল
রোদন নিনাদ মৃদু ; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুরধ্বনি, কিঙ্কিনীর রোল
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গিনীদল সাথে,
প্রবেশিলা সভা তলে দেবী চিত্রাঙ্গদা
আলুথালু হায়. এবে কবরীবন্ধন !
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা
কুসুমরতন হীন বন সুশোভিনী
লতা ! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির—
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন ! বীরবাহু শোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা ;
যবে গ্রাসে কালফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবক ! শোকের ঝড় বহিল সভাতে !
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিত চৌদিকে
বাম কুল ; মুক্তকেশ মেঘমালা ; ঘন
নিশ্বাস প্রবল বায়ু, অশ্রুবারি ধারা
আসার ; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব !
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে।
ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্র নীরে
কিঙ্করী ; কাঁদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর ;
ক্ষোভে, রোষে দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীমরূপী ; পাত্র, মিত্র সভাসদ্ যত,
অধীর, কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।
কতক্ষণে মৃদুস্বরে কহিলা মহিষী

চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে :—
" একটী রতন মোরে দিয়াছিল বিধি
কৃপাময় ; দীন আমি থুয়েছিনু তারে
রক্ষা হেতু তবে কাছে রক্ষঃকুলমণি,
তরুর কোটরে থাকে, শাবক যেমনি
পাখী। কহ কোথা তুমি রেখেছ তাহারে,
লঙ্কানাথ ? কোথা মম অমূলরতন ?
দরিদ্রধন রক্ষণ রাজধর্ম্ম, তুমি
রাজকুলেশ্বর ; কহ, কেমনে রেখেছ,
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা ; আমার সে ধন।"
উত্তর করিলা তবে দশানন বলী :—
"এ বৃথা গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে ?
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি ?
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা
আমি ! বীর পুত্রধাত্রী এ কনকপুরী
দেখ বীরশূন্য এবে ; নিদাঘে যেমতি
ফলশূন্য বনস্থলী, জলশূন্য নদী !
বারুইর বরজে সজারু পশি যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর ! আপনি জলধি
পরেন শৃঙ্খল পায়ে তার অনুরোধে !
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা ললনে।
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি ! হায়, দেবি যথা বনে বায়ু

প্রবল, শীমুলশিম্বী ফুটাইলে বলে,
উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল কুল-
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম কহিনু তোমারে!"
নীরবিলা রক্ষোনাথ; শোকে অধোমুখে
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধর্ব্বনন্দিনী,
কাঁদিলা,—বিহ্বলা, আহা, স্মরি পুত্রবরে।
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি,—
"এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে?
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে; বীরমাতা তুমি;
বীরকর্ম্মে হত পুত্র হেতু কি উচিত
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্রপরাক্রমে; তবে কেন তুমি
কাঁদ, ইন্দুনিভাননে, তিত অশ্রুনীরে?"
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবী
চিত্রাঙ্গদা,—দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার; ধন্য বলে মানি
হেন বীর প্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে,
কোন লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব? এ স্বর্ণলঙ্কা-দেবেন্দ্রবাঞ্ছিত,

অতুল ভবমণ্ডলে ; ইহার চৌদিকে
রজত প্রাচীর সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযুতীরে বসতী তাহার —
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে ? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি ? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ ঊর্দ্ধফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে ? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্মফলে,
মজালে রাক্ষসকুল, মজিলা আপনি।"

সীতা ও সরমার কথোপকথন।

একাকিনী শোকাকুলা, অশোক কাননে
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা আঁধারকুটীরে
নীরব ! দুরন্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া,
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসবকৌতুকে—
হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিণী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূরবনে।
মলিন বদনা দেবী, হায়রে যেমতি
খনির তিমিরগর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকররাশি যথা) সূর্য্যকান্ত মণি ;
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশিতলে !

স্বনিছে পবন, দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা ! লড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল ! বসেছে অরবে
শাখে পাখী ! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে
ফেলিয়াছে খুলি সাজ ! দূরে প্রবাহিনী,
উচ্চ বীচিরবে কাঁদি চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখবারতা !
না পশে সুধাংশু অংশু সে ঘোর বিপিনে ।
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে ?
তবু ও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব্বরূপে !
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভাময়ী
তমোময় ধামে যেন ! হেনকালে তথা
সরমা সুন্দরী আসি বসিলা কাঁদিয়া
সতীর চরণতলে, সরমাসুন্দরী—
রক্ষঃকুল রাজলক্ষ্মী রক্ষোবধূবেশে ।
কতক্ষণে চক্ষুজল মুছি সুলোচনা
কহিলা মধুরস্বরে, "দুরন্ত চেড়ীরা,
তোমারে ছাড়িয়া, দেবী, ফিরিছে নগরে,
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশাকালে ;
এই কথা শুনি আমি আইনু পূজিতে
পা দুখানি । আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া
সিন্দুর ; করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে
দিব ফোটা এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে

এ বেশ ? নিষ্ঠুর হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি ?
কে ছেড়ে পদ্মের পর্ণ ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার বুঝিতে না পারি।
কৌটা খুলি রক্ষোবধূ যত্নে দিলা ফোটা
সীমন্তে ; সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলিললাটে, আহা তারারত্ন যথা !
দিয়া ফোটা, পদধূলি লইলা সরমা।
"ক্ষম, লক্ষ্মী, ছুঁইনু ও দেব-আকাঙ্ক্ষিত
তনু, কিন্তু চিরদাসী দাসী ও চরণে !"
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী
পদতলে ; আহা মরি, সুবর্ণ দেউটি
তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল, উজলি
দশদিশ ! মৃদুস্বরে কহিলা মৈথিলী :—
"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি !
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকল,
চিহ্নহেতু। সেই হেতু আনিয়াছে হেথা—
এ কনক লঙ্কাপুর—ধীর রঘুনাথে !
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে,
যাহে নাহি অবহেলে লভিতে সে ধনে ?
কহিলা সরমা ; "দেবি, শুনিয়াছে দাসী
তব স্বয়ম্বর কথা তব সুধামুখে,
কেন বা আইলা বনে রঘুকুলমণি।

কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল
তোমা রক্ষোরাজ, সতি? এই ভিক্ষা করি,—
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধাবরিষণে!
দূরে দুষ্ট চেড়ীদল, এই অবসরে
কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী।
কি ছলে ছলিলা রামে, ঠাকুর লক্ষ্মণে
এ চোর? কি মায়াবলে রাঘবের ঘরে
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে?
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারিধারা, কহিলা জানকী,
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি
সরমারে,—হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি? পূর্ব্বকথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মন দিয়া।—
"ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরীতীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুরবন সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কি অভাব তার? যোগাতেন আনি
নিত্যফলমূল বীর সৌমিত্রি; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীব নাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—

দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে ;
"ভুলিনু, পূর্ব্বের সুখ। রাজার নন্দিনী
রঘুকুলবধূ আমি ; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পীরিতি !
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ?
পঞ্চবটীবনচর মধু নিরবধি !
জাগাত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বর
পিকরাজ ! কোন রাণী, কহ, শশিমুখি,
হেন চিত্তবিনোদন বৈতালিক গীতে
খোলে আঁখি ? শিখীসহ শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর ! নর্ত্তক নর্ত্তকী,
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে ?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগশিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘনবরশিরে ;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে
মহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদপ্রসাদে।—
সরসী আরসী মোর ! তুলি কুবলয়ে,
(অমূলরতনসম) পরিতাম কেশে ;
সাজিতাম ফুল সাজে ; হাসিতেন প্রভু,

বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে !
হায় ! সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে ?
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা দুখানি—আশার সরসে
রাজীব ; নয়নমণি ? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ?
এতেক কহিয়া দেবী কাঁদিলা নীরবে ।
কাঁদিলা সরমা সতী তিতি অশ্রুনীরে ।
কতক্ষণে চক্ষুজল মুছি রক্ষোবধূ
সরমা, কহিলা সতী সীতার চরণে ;—
"স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে, কি কাজ স্মরিয়া ?
হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে !
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা (কাদম্বা যেমতি
মধুস্বরা !) "এ অভাগী, হায়, লো সুভগে,
যদি না কাঁদিবে তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে ? কহি, শুন পূর্ব্বের কাহিনী
বরিষার কালে, সখি প্লাবনপীড়নে
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি,
বারিরাশি দুইপাশে ; তেমতি যে মনঃ
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে ।
তেঁই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে !
কে আছে সীতার আর এ অরক্ষপুরে ?
"পঞ্চবটী বনে মোরা গোদাবরী তটে

ছিনু সুখে। হায়, সখী, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তারকান্তি আমি? সতত স্বপনে
শুনিতাম বনবীণা বনদেবীকরে;
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু
সৌরকররাশি বেশে সুরবালাকেলি
পদ্মবনে; কভু সাধ্বী ঋষি বংশবধূ
সুহাসিনী, আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে!
অজিন্ (রঞ্জিত, আহা কত শত রঙে!)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখিভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়; কভুবা
কুরঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি!
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদীতটে; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগনে যেন, নব তারাবলি,
নব নিশাকান্তকান্তি! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সতি, বসিতাম আমি
নাথের চরণতলে, ব্রততী যেমতি
বিশালরসাল-মূলে! কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি রচন-
সুধা, হায়, কব কারে? কব বা কেমনে?
শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাসবাসিনী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরীসনে,

আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্রকথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী !—
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত ?" নীরবিলা আয়তলোচনা
বিষাদে। কহিলা তবে সরমা সুন্দরী :—
"শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজভোগে ! ইচ্ছা করে, ত্যজি
রাজ্যসুখ, যাই চলি হেন বনবাসে !
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন বদন সবে তার সমাগমে।
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেন না হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা,
জগত-আনন্দ তুমি ভুবনমোহিনী !
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে
রক্ষঃপতি ? শুনিয়াছে বীণাধ্বনি দাসী,
সরস মধুর মাসে ; কিন্তু নাহি শুনি
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে !

লক্ষ্মণের পতনে রামের খেদ।

" রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীর দ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃকরে, হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি রক্ষঃ-পুরে—
আজি এই রক্ষঃ-পুরে অরি মাঝে আমি,
বিপদ্ সলিলে মগ্ন : তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম ? রাখিবে আজি কে কহ, আমারে ?
উঠ, বলি ! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা ? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চিরভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক্, কহ, শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগা জানকী ?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃকারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি ! কেমনে ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে !
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ,
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয় ? না শাস্তি সংগ্রামে,
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব,
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্‌সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি ? উঠ, ভীমবাহু ;

রঘুকুলজয়কেতু ! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে !
তোমার শয়নে হনূ বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনুঃ যথা ; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ ; বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি,
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলীদল ! উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মিলি !

"কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,—
অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এমুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর ? কি কহিব, সুধাবেন যবে
মাতা, " কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার অনুজ তোর ?" কি বলে বুঝাব
উর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে ?
উঠ, বৎস ! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজ্য ভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে।
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন ; মুছিতে যতনে

অশ্রুধারা ; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে,
প্রাণাধিক্ ? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি ;
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত ; প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে !
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু ; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা: বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।"

দ্বারকানাথ রায় প্রণীত কবিতাপাঠ হইতে উদ্ধৃত।

ওরে মানস বিহঙ্গ ২।
বিষম বিষয়-বনে কর কত রঙ্গ ॥
তায় ফলে রে কেবল ২।
বিষময় বিষম ইন্দ্রিয়-সুখ ফল ॥
তায় করিলে প্রয়াস ২।
আপাতত সুখ কিন্তু শেষে সর্ব্বনাশ ॥
তবে কি ফল সে ফলে ২।
যে ফল ভোজনে প্রাণ যায় রে বিফলে ॥
সে যে দেখিতে সরল ২।
কিন্তু মন জেনো তার অন্তরে গরল ॥
তারে ভাবিছ স্বহিত ২।
কিন্তু তার শত্রু ভাব তোমার সহিত ॥

কিবা শোভা পায় ভৃঙ্গ, অমল কমলে।
কিবা শোভা পায় শৃঙ্গ, গিরিময় স্থলে॥
কিবা শোভা পায় শিশু, জননীর কোলে।
কিবা শোভা পায় ইন্দু, সমর-হিল্লোলে॥
কিবা শোভা পায় কেশ, সুন্দরীর শিরে।
কিবা শোভা পায় বেশ, সুন্দর শরীরে॥
কিবা শোভা পায় হাস্য, শিশুর অধরে।
কিবা শোভা পায় লাস্য, সভার ভিতরে॥
কিন্তু পর-দুঃখে যার, আঁখি ভাসে জলে।
তার সম শোভা আর, কি আছে ভূতলে॥

হও রে চেতন মোর মানস বিভোর রে।
মনোপুরে প্রবেশিবে নহে ছয় চোর রে॥
নব-দ্বার মুক্ত তার, প্রবেশিতে কিবা ভার,
তথাপি না হয় বোধ কি কুমতি তোর রে।
হৃদয় সর্ব্বস্ব তব, হরিবে না রাখি লব,
তবু আছ বিষয়-সম্বেশে হয়ে ভোর রে॥
তাই বলি মন মোরে, ধরিতে সে ছয় চোরে,
বিজ্ঞান প্রহরী রাখ আর জ্ঞান ডোর রে॥

দেখ জ্ঞান-সুধাংশুর কি শোভা সুন্দর রে।
অন্তর আকাশে থাকে এই সুধাকর রে॥
বিরলে বসিয়ে বিধি, রচিলেন এই নিধি,
নহে সংসারের যত শোভা মনোহর রে।

তারে কর সুধা জ্ঞান ২।
কিন্তু শেষে সেই হবে বিষের সমান।
কেন সে রসে বিভোর ২।
"যার লাগি চুরি কর সেই বলে চোর।"
তাই বলি ওরে মন ২।
রাখ রাখ অধীনের এই নিবেদন॥
ত্যজি বিষয়ের বন ২।
জ্ঞানারণ্যে আসি বাস কর অনুক্ষণ॥
কেন রে রসনা, সুরসে রস না, বিরস—
বাসনা কেন রে কর।
অমল কমল, জিনিয়ে কোমল, অতি নিরমল,
শরীর ধর॥
হইয়ে কোমল, হইলে সমল, হৃদে হলাহল,
মেখেছ যেন।
হইয়ে ললিত, অমৃত সঞ্চিত, সুরসে বঞ্চিত,
হও রে কেন॥
হইয়ে সরল, উগার গরল, একি অন্তঃখল
ভাব তোমার।
অস্থিহীন কায় ধরি হায় হায়, অশনির প্রায়,
কর প্রহার॥
কিবা শোভা পায় মণি, রমণীর গলে।
কিবা শোভা পায় ধনী, পারিষদ-দলে॥
কিবা শোভা পায় শশী, গগণ-মণ্ডলে।
কিবা শোভা পায় অসি, বীর-করতলে॥

দেখ রে কলঙ্কী শশী, অম্বর-আসনে বসি,
নয়ন জুড়ায় শুধু ধরি সিত কর রে।।
এত অকলঙ্ক চাঁদ, মনোমৃগ-ধরা ফাঁদ,
জুড়ায় জগত্-জন নয়ন অন্তর রে।
সিত-পক্ষে সুধাকর, শুধু হয় সুধাকর,
নিরন্তর সুধাকর এই শশধর রে॥

দেখ রে আমার মন ভাবিয়ে অন্তরে রে।
মানসের অন্ধকার কেবা দূর করে রে॥
দিবাকর নিশাকর, মণিগণ মনোহর,
আর দীপ-শিখা-করে বিশ্ব আলো করে রে।
অন্তরের অন্ধকার, হরিবারে সাধ্য কার,
অন্তরের অন্ধকার তারা শুধু হরে রে॥
ধর্ম্ম ধন বিনে ভবে, বল কার সাধ্য হবে,
হরিতে মনের তম এই চরাচরে রে॥
তাই বলি ওরে মন, মহারত্ন ধর্ম্ম ধন,
কর রে সাধন সদা মহারাগ ভরে রে॥

ওরে মন একেমন চরিত তোমার।
আমার হইয়ে তুমি হলে না আমার॥
মোর গৃহে বাস কর, মোর অন্নে প্রাণ ধর,
মোর ক্লেশে তব ক্লেশ হয় অনিবার।
মোর যদি হয় রোগ, তুমি তাহা কর ভোগ,
মোর মরণেতে মর কি কহিব আর॥

তবু তব একি রীতি, মোর প্রতি নাহি প্রীতি,
শুধু অধর্ম্মেতে প্রীতি একি চমৎকার।
আমার হইয়ে মন, হইলে পরের ধন,
অসতী নারীর মত তোমার আচার॥
যদি তুমি মোর হও, সদা ধর্ম্মপথে রও,
ধর্ম্ম বিনে কেহ আর নাই আপনার।
অধর্ম্মেরে একেবারে কর পরিহার॥

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রণীত সদ্ভাবশতক হইতে উদ্ধৃত।

হে ভূপ! গর্ব্ব পরিহর:
স্মর স্মর পূর্ব্ব ভূপগণ কাহিনী।
তব তুল্য নরেশ কত,
শাসিত সাগরাম্বর ধরা;
সম্পদ মদ মত্ততায়,
ভাবিত তৃণতুল্য এই বিশ্বপুর;
সে সব ভূত কোথায়?
কই বা সে পদ-মদ-মত্ততা?
সে ক্রোধ রাগ-রঞ্জিত
লোচন, যাহা বর্ষিত অগ্নি কণা,
দীন অধীন জন প্রতি;
সে আর্ত্তনাদ শ্রবণ বধির

শ্রুতি; সে কর্কশ ভাষিণী-
কোমল রসনা, পর পীড়নোদ্যত
সে করযুগল কোথা হে?
মৃত্তিকায় ইদানীং পরিণত!
এই যে মম পদরেণু,
ছিল ভূপতি মস্তক অংশ এক দিন।
এ অনিত্য ভবমণ্ডলে,
কিছু নিত্য নহে কিছু নিত্য নহে।
অন্য করতল পরিহরি,
তব-করতল আগত, এ রাজ্য; পুনঃ
কিছুকাল পরে, নিশ্চয়
হবে অন্যদীয় হস্তগামী।

নয়ন রঞ্জন মনোহর,
এই যে কাঞ্চন নির্ম্মিত পঞ্জর,
দেখিতে সুখধাম বটে,
শমন ভবনোপম মম নিকটে!
রঞ্জত কনক পাত্র স্থিত,
এই যে নানাবিধ বনফল ললিত;
অমৃত পূরিত বলে পরে,
তীব্রগরল বোধ মম অন্তরে!
ধন্য স্বাধীন দ্বিজ।
কি সুখমধুপূর্ণ তব চিত্তসরসিজ!
সুখময় তব তরুকোটর!

সুধাময় তব তিক্ত ফলনিকর !
হায় ! সে দিন কি পাব ?
সদা আনন্দে উড়িয়া বেড়াব !
সুখে তরুবিটপে বসিব !
পঞ্চম তানে ললিত গাইব !
হা মঞ্জুকুঞ্জ কানন !
তব সুখময়ী মূরতি করি দরশন,
কবে নয়ন জুড়াইবে !
কবে পঞ্জর যাতনা ঘুচিবে !

ভো নভোমণ্ডল ! বল স্বরূপ,
কে দিল তোমারে এরূপ রূপ ?
অসংখ্য তারকাজালে, মণ্ডিত,
বিবিধ বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত ।
যখন বিশ্বের যে দিকে চাই ।
সে দিকে তোমারে দেখিতে পাই ॥
পেয়েছ এমন অনন্ত দেহ ।
অন্ত নারে তব বলিতে কেহ ॥
যে দিল তোমারে এরূপ কায় ।
বারেক দেখাতে পার কি তায় ॥
শ্বেত, নীল, পীত, লোহিত রঙ্গে ।
যে করিল চিত্র তোমার অঙ্গে ॥
বারেক হেরিতে সে চিত্রকরে ।
বাসনা আমার মানস করে ॥

বল হে আকাশ! বল আমায়।
কোথা গেলে আমি পাইব তায়॥

যত দিন ভবে, না হবে, না হবে,
তোমার অবস্থা, আমার মত।
শুনে না শুনিবে, বুঝে না বুঝিবে,
জানাইব আমি, যাতনা যত॥
চির সুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত-বেদনা, বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু বিষধর, দংশে নি যারে॥

কত ভূমিপ আসন যোগ্য জন।
উটজে করিছে দিন যাপন॥
কত নির্দ্দয়চিত্ত অবোধ জনে।
অবমানিত, উচ্চ বিচার পদ॥
কত রত্ন বিলুণ্ঠিত পাদতলে।
কত কাচ শিরের বিভূষণ রে॥

গতদিন যেই, প্রিয়জন ফুল্ল
বদন সরোজ—সুললিতবাণী—
মধুময়—হেরি, লভিত বিশুদ্ধ
সুখ মম চিত্ত, মধুকর; অদ্য
নিরখি বিশুষ্ক, বিগলিত তাহা,
কি বিষম শোকদহন দহে রে।

অহ ! অহ ! যেই নয়ন সুচারু
কমল পলাশে, মধুকর কৈল,
দশন নিবেশ, বিঁধিত মনেতে
মম, দুখশেল, খরতর; সেই
প্রিয়তম-নেত্রে, বলিভুক চঞ্চু,
নিরখি নিবিষ্ট, কত ধরি ধৈর্য্য
মরি মরি যায়, বিরহ তিলেক,
কভু সহিবারে, মম মন নারে,
অহ ! অহ ! তার, বিরহ, অনন্ত,
খরতর তাপ, সহিব কিরূপে ?

কেহ ভবে হাস্যমুখে সুখভোগ করে,
দুখের অনল কার বুকের ভিতরে !
কেহ ভ্রমে আরোহণ করি করী হয়,
বহিয়া পরের বোঝা কেহ ক্ষীণ হয় !
কার পাতে দধিদুগ্ধ অপমান পায়,
কেহ ধরে পরপদে পেটের জ্বালায় !
কেহ করে সুকোমল শয়নে শয়ন,
কেহ করে তরুতলে যামিনী যাপন !
দীনের দারুণদুখ কেহ দূর করে,
বলে ছলে কেহ সদা পরধন হরে !
ধর্ম্মপথে কেহ সদা চরণ চালায়,
পাপের বিপিনে কেহ ভ্রমিয়া বেড়ায় !
কেহ ইষ্টদেবে মনে স্মরে নিরন্তর,
ভুলিয়ে রয়েছে কেহ আপন অন্তর ?

কি কারণে দীন তব মলিন বদন ?
যতন করহ লাভ হইবে রতন।
কেন পান্থ ! ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘপথ ?
উদ্যমবিহনে কার পূরে মনোরথ ?
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে ?
দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে ?

মধুসূদন বাচস্পতিকৃত ছন্দোমালা হইতে উদ্ধৃত।

পর গুণ কথনে শত মুখ হইবে
নিজ গুণ কথনে কভু রত নহিবে।
নিজ গুণ কহিলে ঘৃণিতই হইবে
গুণিগণ, গুণ সে বিগুণই গণিবে॥
প্রভুকেও চাটু বাক্য কখন না কহিবে।
শত্রুকেও কটু বাক্য কভু নাহি বলিবে॥
গল্পেতেও মিথ্যা কথা মুখে নাহি আনিবে।
পরনিন্দা পরদ্বেষ কভু নাহি করিবে॥
তেজস্বীর তেজ সয়, তত দুঃখ হয় না।
তার তেজে যার তেজ, তার তেজ সয় না॥
প্রখর রবির কর দেখ শিরে সয় হে।
তার তেজে বালি তাতে পদে সহ্য নয় হে॥

যদি কোন ছোট লোকে বড় কথা কয় হে
বড় কথা কয়।
মহতের ক্রোধ করা কভু ভাল নয় হে
কভু ভাল নয়।
শিশুপাল পাণ্ডবের সভামাঝে ছিল হে
সভা মাঝে ছিল।
ক্রোধভরে বাসুদেবে কত গালি দিল হে
কত গালি দিল।
অপরে সে কটু কথা সহিতে না পারে হে
সহিতে না পারে।
নীচ বোধে মধুরিপু ক্ষমিলেন তারে হে
ক্ষমিলেন তারে ॥
মৃগেন্দ্র মেঘের নাদে প্রতিনাদ করে হে
প্রতিনাদ করে।
লক্ষ নাহি করে যদি ফেরু ডেকে মরে হে
ফেরু ডেকে মরে ॥
কোকিল বিষম কাল, কিবা তার আছে ভাল,
প্রকৃতিও দেখ তার বিষম অতি
যে জন নিকটে যায়, সোজা চোখে নাহি চায়,
তার প্রতি রাঙ্গা আঁখি হয় কুমতি ॥
পর শিশু বধ করে, স্ব-সুত না রাখে ঘরে,
পালন না করে তারে রাখে বিদূরে।
সুধাকর সুধাকরে, জগৎ শীতল করে,
ঈর্ষায় রবেরছলে ডাকে কুহুরে ॥

তবু সেই দুরাচার, প্রিয়তম সবাকার,
সুস্বর ঢাকিছে তার দোষ সকল।
তাই বলি শিশু সবে, কটুভাষী নাহি হবে,
মধুর বচনে ফলে বড় সুফল॥

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কৃত মিত্রবিলাপ
হইতে উদ্ধৃত।

মৃত মিত্রের পত্নীদর্শনে খেদ।

বিকট রাহুর করাল কবলে
যথা শশিকলা কালের কৌশলে;
বিনা ঋতুপতি, যথা বসুমতী;
কিম্বা ছিন্নবৃন্ত কুসুম যেমতি;
অথবা মলিন দিবা যেমন
কুজ্ঝটিকাজালে ঘেরে যখন,
কিম্বা মেঘপালে, আক্রমে যে কালে,
দিনরতন;

দেখিলাম আজি বন্ধুর বনিতা,
বিষময় শোকে ব্যাকুল ললিতা।
নয়নের জল, ঝরে অবিরল,
উঠিতে বসিতে অঙ্গে নাহি বল।

কি দুরন্ত কীট মাঝে পশিয়া
কুসুম-সুষমা নিল হরিয়া ;
সৌন্দর্য্য কোথায়, দেখি দুঃখে হায়,
বিদরে হিয়া।

সুধাংশু বিহনে যেমন যামিনী।
তমোবাসে তনু ঢাকি বিরহিণী
নীহারাশ্রুজল, বর্ষে অনর্গল,
দীর্ঘশ্বাস মাঝে ছাড়িয়া কেবল ;
মিত্রপত্নী, দশা সেরূপ তব ;
অন্ধকার তুমি দেখিছ ভব ;
বিরহ বিকারে, আছ এ সংসারে
জীয়ন্তে শব।

না ফুটিতে ফুল, না ধরিতে ফল,
ললিতা লতিকা লুটাও ভূতল।
প্রণয়-বন্ধনে, যে তরু রতনে,
আশ্রয় আশয়ে বাঁধিলে যতনে ;
কাল ঝড় কোথা হতে আসিয়া
ফেলিল ত্বরা সে তরু তুলিয়া ;
সে সৌন্দর্য্য নাই, রয়েছে সদাই,
মাটি মাখিয়া।

কেন অশ্রু জলে ভাসিছ নলিনী ?
যে রবিরে ভাবি যাপিছ যামিনী,

চির অন্ধকারে, ঢাকিয়াছে তাঁরে।
বিকট কালের অস্তাচলাগারে।
সে তিমির ভেদি কি সাধ্য তাঁর
দর্শন তোমায় দিতে আবার।
কেবল হৃদয়ে, সে রবি উদয়ে,
এখন আর।

কেন বৃথা আর কাঁদ ব্রজবালা
সহিতে না পারি বিরহের জ্বালা?
যে ক্রূর অক্রূর, নির্দ্দয় কর্ব্বুর,
লয়ে শ্যামধনে গেছে মধুপুর;
ভেবনা করিয়া যমুনা পার
আনিয়া সে ধনে দিবে আবার।
না পারে করিতে, ক্রন্দন সে চিতে,
দয়া সঞ্চার।

এই নাকি সেই সুখের প্রতিমা?
এই ম্লানমুখী সে চারু পূর্ণিমা,
যার মৃদু হাসি, চন্দ্রিকার রাশি,
রঞ্জিত নিয়ত নিকটনিবাসী;
যাহার আনন সুধার ধারে
সাজিত সংসার আনন্দ হারে;
শ্রী যার সহিত, সতত থাকিত,
সখী আকারে।

অরে কাল তোর নাহি কিছু মায়া
সন্তাপহারিণী ছিল যেই ছায়া,
একি ব্যবহার, ওরে দুরাচার।
তাহারে হেরিলে জ্বলে অনিবার
সুশীতল মনে যন্ত্রণানল?
কেমন স্বভাব তোর রে খল,
সুধা ছিল যথা, ঢালি কেন তথা,
দিলি গরল।

কেন বন্ধু তুমি হইলে এমন
যে ছিল তোমার হৃদয়রতন
অনায়াসে তারে, অকূল পাথারে,
ফেলি চলি গেলে কোথাকারে?
প্রেমের পুত্তলি ভাসিছে জলে
ডোবে ডোবে শোক সাগর তলে;
কোমলা সরলা, অবলা বিকলা,
বিরহ বলে।

পলকে প্রলয় যাহার বিহনে
দেখিতে সতত জাগি কি স্বপনে;
হেলায় তাহারে, ভুলি একেবারে.
একা রাখি গেলে মর্ত্ত্য কারাগারে।
ধূলায় লোটায় সোণার কায়
কে করে এখন সান্ত্বনা তায়?

নয়নের জলে বদনমণ্ডলে,
                    স্রোত বহায়।

মৃত মিত্রের জননী দর্শনে খেদ।

কে মলিনী পাগলিনী পড়িয়া ভূতলে,
যেন ভিন্নবক্ষা শুক্তি ভূমে অচেতন
হৃদয়-মুক্তা কাল করিলে হরণ?
কে ভাসিছে এই শোক-সাগরের জলে
যেমন কমল-লতা সরসীকমলে
যখন কমল কেহ তুলি লয় বলে?

এই দীনা নাকি বন্ধুর জননী?
ধূলিধূসরিত কেশ, মলিন বসন,
নিরন্তর নীরধারা বর্ষিছে নয়ন।
কাঁদিছে কি তমোবাস পরিয়া ধরণী?
গ্রাসিয়াছে তব রবি কালরূপ ফণী।
আসিয়াছে ভয়ঙ্কর শোকের রজনী।

কেঁদ না কেঁদ না মাগো নশ্বর রোদন
অশ্রু জলে বাড়িবে কি সে তরু আবার,
কালের কুঠারে মূল কাটিয়াছে যার?
দিন দিন করি ক্ষীণ আপন জীবন
তারে কি জীবন দিতে করেছ মনন?
দীর্ঘশ্বাসে শ্বাস তারে দিবে কি কখন?

পান্থশালা এ সংসারে, কেহ নহে কার ;
এক দল আসে আর এক দল যায় ;
আজি যার সঙ্গে দেখা কালি সে কোথায় ?
ইহাকে উহাকে বলি আমার আমার
মিছা বৃদ্ধি করে লোকে জীবনের ভার ।
মায়ার বিকারে ঘটে এরূপ বিচার ।

বিচিত্র অঙ্গের কাঁচখণ্ডের সমান
বিবিধ বরণে মায়া সাজায় সকলি ;
কুৎসিত যা চলি যায় মনোহর বলি ।
মায়া-সহচরী আশা হরি সত্যজ্ঞান ।
চৌদিকে অপূর্ব্ব পুরী করয়ে নির্ম্মাণ ;
পলকে তাহার আর না থাকে সন্ধান ।

মনের পিপাসা নাহি মিটে ধরাতলে
মরীচিকা কুজ্‌ঝটিকা পারে কি কখন ।
শীতলসলিলতৃষ্ণা করিতে হরণ ?
প্রবেশিয়া স্বর্গপুরী ধরমের বলে
না করিলে স্নান মুক্তিসরোবর জলে,
না যায় মনের তৃষ্ণা, দুখে দেহ জ্বলে ।

মুহূর্ত্ত সুখদসনে দর্শন এখানে
বিজুলি ক্ষণেক খেলি জলদে লুকায় ;
পলকান্তে ইন্দ্রধনু দেখা নাহি যায়,
উঠিতে উঠিতে রবি পূর্ব্বদিক্‌ পানে

নীহার মুকুতা উড়ি যায় কোন খানে,
কুসুমসুষমা আর রহে না বাগানে।

কেন মা দ্বিগুণ তব বাড়িল রোদন ?
জ্বলিছে আমার মন শোকের অনলে,
ভাসিতেছি আমিও মা নয়নের জলে :--
মা তুমি কেঁদ না আর—মুছ মা নয়ন--
কাঁদিয়া কি হবে ? কর শোক সম্বরণ—
আমি আর উপদেশ কি দিব এখন ?

কেঁদ না কেঁদ না মাগো কেঁদ না গো আর।
অনুক্ষণ মা বলিয়া ডাকিব তোমায়,
ভিন্ন তুমি না ভাবিতে নথায় আমার।
ভাল গো মা এক পুত্র গিয়াছে তোমার ;
অন্য পুত্র-হতে ত্রুটি হবে না সেবার।
কেঁদ না কেঁদ না মাগো কেঁদ না গো আর।

হরিশ্চন্দ্র মিত্রপ্রণীত রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত।

ক্ষমা সম গুণ নাই কহে বুধগণ।
ক্ষমাশীল চিরসুখী আনন্দ-সদন॥
রীতি মত করিলে ক্ষমার ব্যবহার।
উপকার বিনা নাহি হয় অপকার॥

ধর্ম্ম যথা একমাত্র শ্রমের সাধন।
বিদ্যা যথা একমাত্র তৃপ্তির কারণ॥
বীর্য্য যথা এক মাত্র যশের আধার।
ক্ষমা সেইরূপ শান্তি সুখের আগার॥
ক্ষমাবর্ম্মে কলেবর আবরিত যার।
সহস্র বিপদাঘাত কি করিবে তার॥
তৃণশূণ্য স্থানে বহ্নি হইলে পতিত॥
বিনা যত্নে আপনি হয় প্রশমিত॥
ক্ষমা শীলে বিপদ করিয়া আক্রমণ।
আপনি পালায় নাহি করিতে যতন॥
ক্ষমার অশেষ গুণ না যায় বর্ণন।
কখনও ক্ষমা নাহি দিবে বিসর্জ্জন॥
পাণ্ডিত্যলাভের তরে বিদ্যা অধ্যয়ন।
শুন বলি পণ্ডিতের বিশেষ লক্ষ্মণ॥
অর্থলালসায় হয়ে ব্যাকুলিত মন।
যেই জন ধর্ম্মধন না ত্যজে কখন॥
আত্মজ্ঞান তিতিক্ষা যাঁহার অলঙ্কার।
তাঁরেই পণ্ডিত বলি পণ্ডিত কে আর॥
নাস্তিকের মতে যিনি কখন না যান।
সাধুকার্য্য সাধনে যে সদা শ্রদ্ধাবান॥
পাপকার্য্য বিষবৎ পরিত্যাজ্য যাঁর!
তাঁরেই পণ্ডিত বলি, পণ্ডিত কে আর॥
যাঁর কার্য্য আর সাধু মন্ত্রণার ফল।
উদয়ের আগে নাহি জানে শত্রুদল।

সতত যে তোষে করি নত্র ব্যবহার।
তাঁরেই পণ্ডিত বলি পণ্ডিত কে আর॥

নমঃ নমঃ নারায়ণ,
নিরাময় নিরঞ্জন,
সনাতন নিখিল কারণ।
তুমি নাথ অনুরাগে,
এ বিশ্ব সৃজিয়া আগে,
পরে তাহা করিছ পালন।
আবার কালেতে হরি,
সকল সংহার করি,
বিশ্ব খেলা করিবে নিঃশেষ।
তুমি, রজঃ তমঃ সত্ত্ব,
কে জানে তোমার তত্ত্ব?
তুমি তত্ত্বাতীত ত্রিলোকেশ।
নিজে তুমি স্পৃহাশূন্য,
কিন্তু করিতেছ পূর্ণ,
অসংখ্য জনের অভিলাষ।
তুমি সূক্ষ্ম তুমি স্থূল
পরম পদার্থ মূল,
সর্ব্বাধার অজ অবিনাশ।
সবার হৃদয়মাঝ,
সর্ব্বক্ষণ সুবিরাজ,

অথচ রয়েছ দূর অতি।
তুমি সর্ব্ব-অন্তর্যামী,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড-স্বামী,
অগতির তুমি মাত্র গতি।
হয়ে তুমি একমাত্র,
না বিচারি পাত্রাপাত্র,
সর্ব্বত্র সকলে বিরাজিত।

সপ্তসিন্ধু সুশয্যায়-
শায়ী, সপ্তমাস গায়,
সপ্তস্বরে তব গুণগীত।
মুমুক্ষু যোগীন্দ্রগণ,
বিষয় হইতে মন,
সযতনে করি আকর্ষণ,
হৃদে স্থাপি জ্যোতিঃরূপে,
ডুবি প্রেমানন্দ কূপে,
ধ্যান করে তব শ্রীচরণ।
অসীম মহিমা তব
আমরা কি আর কব,
বাণী ভব পরাভব মানে,
মনোতীত, বাচাতীত
তুমি নাথ সর্ব্বাতীত,
তোমার গরিমা কেবা জানে?

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম. এ, প্রণীত ও লিখিত পুস্তক সকল কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী, স যন্ত্রের পুস্তকালয়ে ও কেনিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যা

পুস্তকের নাম	মূল্য
১। পদার্থ দর্শন	১৷

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে জড়ের গুণ, দ্বিতীয়ে আণ বিক শক্তি. তৃতীয়ে স্থিতিবিজ্ঞান ও গতি বিজ্ঞা চতুর্থে বারি বিজ্ঞান ও বায়ু বিজ্ঞান, পঞ্চমাধ্যায় তা বিজ্ঞান বিষয়ক স্থূল স্থূল তত্ত্ব সকল সংক্ষেপে ব হইয়াছে, এই পুস্তক খানি নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের প বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

২। পদার্থ বিদ্যা ....।

পূর্ব্বে পদার্থদর্শন নামে যে ক্ষুদ্র পুস্তক খানি বিক্র হইত তৎপরিবর্ত্তে পদার্থবিদ্যা নামে এই পু খানি প্রচারিত হইয়াছে। এইখানি ছাত্রবৃত্তি প ক্ষার্থীদিগের পাঠোপযোগী।

৩। সাহিত্য সংগ্রহ ১ম ভাগ .... ৷৷৵

এই গ্রন্থে প্রধান প্রধান বাঙ্গালা কাব্যের সার স হীত হইয়াছে এবং বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও কবিগণে জীবনচরিত ও রচনা প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণিত হ য়াছে।

৪। সাহিত্য সংগ্রহ ২য় ভাগ ....

এই গ্রন্থে যাবতীয় প্রধান প্রধান বাঙ্গালা গদ্য গ্রন্থ সাময়িক পত্রের সার সংকলিত হইয়াছে।

৫। বিজ্ঞান সূত্র .... ৷৵

এই পুস্তক অল্পবয়স্ক বালক দিগের ও মধ্য-পরীক্ষা দিগের পাঠ্য।

ক
৩২৬

গ্রন্থকার প্রণীত গণিতসংগ্রহের

আনুসঙ্গিক

মনোগণিত।

ধারাপাত, শুভঙ্করের সঙ্কেত ও নানা স্বকপোল

কল্পিত নিয়ম সম্বলিত।

শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্র চৌধুরী—এ. ই.—

দ্বারা সঙ্কলিত।

কলিকাতা।

বেণ্টিঙ্ক্ ষ্ট্রীট, ৮০ নং কলিকাতা প্রেসে

শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঘোষাল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(সকল সত্ব রক্ষিত।)

মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

" Calcutta Press," 80, Bentinck Street.

বিজ্ঞাপন।

বহুদিবসাবধি দৃষ্ট হইতেছে যে, বাঙ্গালা ও ইংরেজী এই উভয়বিধ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কোন সামান্য বৈষয়িক প্রশ্নের সমাধা করিতে হইলে বহু আড়ম্বর পূর্ব্বক বহু বিলম্বে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। ইহার কারণ এই যে ঐ সমস্ত স্কুলে শুভঙ্করী অঙ্কের শিক্ষা প্রদান করা হয় না। অধুনা বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের ইহা পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পাঠশালাদিতে শুভঙ্করী অঙ্কের অধিক পরিমাণে চালনা হইয়া থাকে; এবং এক এক জন গুরুমহাশয় পূর্ব্ব প্রচলিত অঙ্ক বিষয়ে বিস্তর পারদর্শিতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক এতদিন পরে শুভঙ্করী অঙ্কের উপর যে আধুনিক মহাশয়দিগের দৃষ্টিপাত হইয়াছে ইহা আমাদের সৌভাগ্যেরই বিষয় স্বীকার করিতে হইবে। আপাততঃ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের ব্যবহারোপযোগী শুভঙ্করী অঙ্ক বিষয়ক কোন উত্তম পুস্তকের অসদ্ভাবেই আমি এই পুস্তক সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই। গ্রন্থের আকার বৃদ্ধি ভয়ে ইহাতে অনেক স্থলে অল্পকথায় সারিয়া দেওয়া গিয়াছে, এবং পূর্ব্ব প্রচলিত প্রশ্নাদির উদাহরণ সমুহ ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। গ্রাহকদিগের পাঠোপযোগিতা দর্শনে তাহা ক্রমে ক্রমে সন্নিবেশিত হইবে। গ্রন্থ-সঙ্কলনে বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি এক্ষণে ইহা ছাত্রমণ্ডলীর উপকারে আসিলেই

শ্রম সফল জ্ঞান করিব। শেষে ব্যক্তব্য এই যে যদি শিক্ষক বা গুরুমহাশয়েরা এই পুস্তকখানি সুসম্পন্ন করণার্থ কিছু লিখিতে ইচ্ছা করেন তবে তাঁহারা যন্ত্রালয়ে লিপি পাঠাইলে বাধিত হইব এবং তাঁহাদের ঐ সদ্‌যুক্তি গ্রন্থকার ধন্যবাদ সহিত গ্রহণ করিবেন।

মনোগণিত পাটীগণিত হইতে বিভিন্ন নহে; সুতরাং উহা পাটীগণিতের সঙ্গে সঙ্গেই শিখান উচিত।

কলিকাতা;
২৭এ সেপ্টেম্বর
সংবৎ ১৯৩০; শকাব্দা ১৭৯৫
খৃষ্টাব্দ ১৮৭৩; সন ১২৮০ সাল

শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্র দেবশর্ম্মা

মঙ্গলাচরণ।

পূর্ব্বে গ্রন্থারম্ভে প্রথমেই ঈশ্বরস্তব দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়া পশ্চাৎ গ্রন্থ বিবরণ লেখা হইত। এই প্রথা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনায় আমিও পূর্ব্বপুরুষদিগের অনুকরণ করিলাম।

উপাসকানাং উপাসনার্থং প্রকল্পিতং যেন পঞ্চরূপং।
ত্বমদ্বয়ং রামং চিন্তয়েহং গুণত্রয়েশং হি চিৎ স্বরূপং॥
গণেশরূপং দিনেশরূপং স্বশক্তিরূপং মহেশরূপং।
ত্বমদ্বয়ং ব্রহ্মং চিন্তয়েহং সমস্ত বীজং সুরেশরূপং॥
উপাসতে যে যথাহি রূপং সএব ধর্ত্তে তথাহিরূপং।
ত্বমদ্বয়ং গুরুং চিন্তয়েহং প্রকাশিতং যেন সর্ব্বরূপং॥
অনামরূপং বিশ্বৎস্বরূপং তথাপি ভক্তেচ্ছয়া সরূপং।
ত্বমদ্বয়ং শিবং চিন্তয়েহং সুদীন রত্নান্তরস্থরূপং॥

সূচীপত্র।

—০:০—

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৩	ডাঁটর	ডাঁটার
৬	১৬	গড়া	গণ্ডা
ঐ	২৪	গণ্ডার	গণ্ডায়
৮	১	নুন	ন্যূন
১১	৪	॥/০	১॥/০
১২	৬	৭০।	৭।০
১৫	১৭	১ কাহন ; (১সের)	১ কাহন (১সের);
২৩	৭	৫২৭	৫৭২
ঐ	১৪	উদ্ধৃত	উদ্বৃত্ত
২৪	১৫	১০০১	১০১
৩৩	৪	৭০৩৬৭৮	৭০৩৬৮
৩৯	৮	১	২
৪০	২৪	ও গুণ	গুণ ও
৪১	৬,১২,১৬ ২০,২৪	গুণ কর	গুণ ও ভাগকর
৪২	৭	ভাগ কর	গুণ ও ভাগ কর
ঐ	২০	২২৫০$\frac{1}{2}$	২৪৫০$\frac{1}{2}$
৪৩	১	৭$\frac{1}{2}$+৮$\frac{1}{2}$	৭$\frac{1}{2}$×৮$\frac{1}{2}$
ঐ	ঐ	৩$\frac{1}{2}$×$\frac{1}{2}$	১$\frac{1}{2}$×$\frac{1}{2}$
৪৫	৯	মিশ্র রাশি	৭৬। মিশ্র রাশি
৪৬	২২	কাঠায় কঠায়	কাঠায় কাঠায়
৪৭	৬	গণ্ডা জান	গণ্ডায় জান
ঐ	৯	কাঠ	কাঠা
ঐ	১৫	কঠা	কাঠা
৫৪	২২	হইল, ৫৩৩ তে	হইলে, ৫৩৩।০ তে
ঐ	২৬	×৩৫ বি,২৬২৷৵১৫	×৩৫=বি,২৬২৷৵১৫

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬১	১৮	নিষ্কালনার্থ	নিষ্কাশনার্থ
৬৫	২১	কড়াকে দুটাকা ধর	কড়াকে দুটাকা কর
৬৬	১৩	কড়ার দুয়ানি	কড়ায় দুয়ানি
৭৭	১৬	ইত্যাদি	ইত্যাদির
৮৬	২০	কাঁচ্চা	কাঁচি
৯০	২৬	২ দ্বীপ	১ দ্বীপ
৯৪	৩৩	বৎসরে	বৎসরের
৯৫	৮	নিম্নলিখিত	নিম্নলিখিতটী
৯৮	২	মোহর দর	মোহরের
ঐ	৩	কহেন	কহে
১০১	২	লাভ	ক্ষতি
ঐ	৯	প্রান্তের উপর	উপর প্রান্তের
ঐ	১৯	গুন	গুণ
১০২	২৩	৬00000	৬0000
ঐ	২৪	১৬৫'৬৫	১৬৫
১০৩	৪	যত হইবে	যত হাত হইবে
১০৬	১১	হবে	হরে
১০৮	১	পঙ্ক	পঞ্চ
১১৫	১৪	বৎসরে	বৎসর
ঐ	২৩	১৩৭৸/৮৬২২/১১	১৩৭৸/৮৬৯২২/১১
১১৬	৩	পুরনেতে	পুরানেতে
ঐ	১৯	প্রস্থ	প্রস্থ
১১৯	১৭	পাণেরং	পনরং
১২০	৭	কান্তি	ক্রান্তি

☞ ৩৯ পৃষ্ঠায় উদাহরণমালার পূর্ব্বে নিম্নলিখিতটী বসাইবে।

বিস্তৃতি। কোন "মিশ্রিত ঘন" রাশির ঘনমূল নিষ্কাশন করিতে হইলে উহাকে ভগ্নাংশাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রক্রিয়া করিতে হয়।

মনোগণিত।

১। যদ্দ্বারা কিছু গণনা করা যায়, অর্থাৎ গণনাদ্বারা পরিমেয় বস্তুর পরিমাণ যদ্দ্বারা নির্ণীত হয় তাহার নাম 'গণিত'। গণিত নানা খণ্ডে বিভক্ত; যথা—পাটীগণিত, বীজগণিত, ক্ষেত্রগণিত ইত্যাদি। সংখ্যাবিষয়ক গণিতের নাম পাটী বা সংখ্যাগণিত। পাটীগণিত দুই ভাগে বিভক্ত যথা, মনোগণিত ও পাতনগণিত। যে গণিত মনে মনে অর্থাৎ অঙ্কপাত না করিয়া সম্পন্ন হয় তাহার নাম মনোগণিত; আর যাহা অঙ্কপাত দ্বারা নিষ্পন্ন হয় তাহার নাম পাতন গণিত। ধারাপাত উত্তমরূপে অবগত হয়াও মুখে মুখে শীঘ্র শীঘ্র পাটীগণিত সম্বন্ধীয় বৈষয়িক প্রশ্ন সমূহের সমাধা করিতে সমর্থ হওয়াই মনোগণিতের উদ্দেশ্য। সচরাচর বিষয় কর্ম্মে মনোগণিত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সুতরাং উহা অবগত হওয়া প্রত্যেক বিষয়ী লোকের আবশ্যক। ধারাপাত মনোগণিতের প্রধান অঙ্গ সুতরাং উহারই কিছু কথা প্রথমে লিখিত হইতেছে।

ধারাপাত।

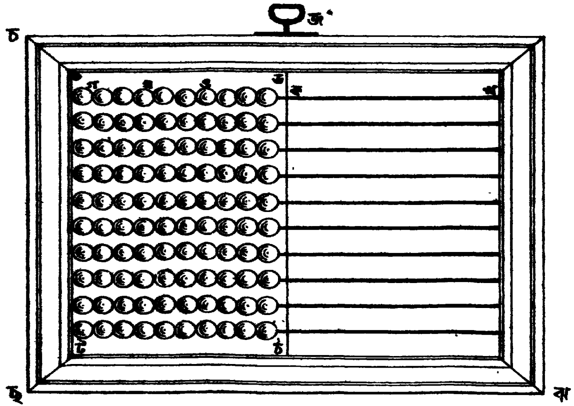
২। ধারাপাত সমূহে সচরাচর প্রথমেই শতিকা লিখিত হইয়া থাকে। ঐ শতিকায় এক অবধি এক শত পর্য্যন্ত রাশিসমূহের নাম ও প্রতিরূপ লিখিত থাকে। গ্রন্থকারকৃত গণিতসংগ্রহের প্রথমেই ঐ শতিকা লিখিত হইয়াছে; (সূ ১২ দেখ)। ঐ সূত্রোক্ত শতিকার প্রত্যেক যুগ্ম সারিতে অঙ্কগুলির নাম ও প্রত্যেক অযুগ্ম সারিতে উহাদের পরস্পরের আকার বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন লিখিত হইয়াছে।

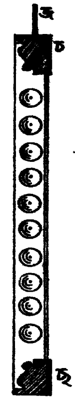
এই গুলি অগ্রেই অত্যুত্তমরূপ অভ্যস্ত হওয়া আবশ্যক। শতিকার পর কড়ানিয়া, গণ্ডাকিয়া, পণকিয়া বুড়িকিয়া, চৌকিয়া, কাঠাকিয়া, সেরকিয়া, দশকিয়া এইগুলি মুখস্থ করা উচিত। তাহার পর যোগাবলী, বিয়োগবলী, নামতা, সওয়া, দেড়িয়া, ও আড়াইয়া কণ্ঠস্থ করিতে হইবে। ধারাপাতের কিয়দংশ শেষ না করিয়া যে পাটীগণিত কেন আরম্ভ করান যায় না তাহার কারণ অতি সহজ, যেহেতু বালকেরা পাটীগণিতের প্রক্রিয়া সমুদায় তখন উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবে না। ধারাপাতের এই পর্য্যন্ত মুখস্থ হইলে পাটীগণিত আরম্ভ করিবে এবং সংখ্যা সমূহের প্রকৃতি, অঙ্কলিখন, ও অঙ্কপঠন উত্তমরূপে শিখিবে। মিশ্র রাশির আর্য্যা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বিভাগ প্রণালীগুলি ভাল করিয়া মুখস্থ করিবে এবং মিশ্র রাশির বিভাগ প্রণালী অঙ্কপাত, অঙ্ক পঠন ও প্রকৃতির সহিত কড়ানিয়া ইত্যাদি তুলনা করিয়া উহাদের যুক্তিগুলি বুঝিবে। কড়ানিয়া, গণ্ডাকিয়া ইত্যাদিগুলি মুখস্থ করিলে লঘূকরণ প্রক্রিয়া মুখে মুখে সমাহিত হইবে। গুণন শিখিবার সময় নামতার যুক্তি এবং ভগ্নাংশ অভ্যাস করিবার সময় সওয়া দেড়িয়া ইত্যাদির যুক্তি শিখিবে। এগুলি মুখস্ত করিতে পারিলে যে গণিতের প্রক্রিয়া অনেক সহজ হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

শতিকা।

৩। বস্তুর সংখ্যা গণনা করিতে হইলে শতিকা ব্যবহার করা যায়। মনেকর, আমার নিকট কতগুলি কলম আছে, কত গুলি আছে জানিতে হইলে উহাদিগকে এক, দুই ইত্যাদি করিয়া গণিয়া উহাদের সংখ্যা জ্ঞাত হওয়া যায়। শতিকা পাঠ করাইতে হইলে শিক্ষক পার্শ্বে প্রকাশিতের ন্যায় একটী বলফ্রেম বা গণনক লইয়া স্বীয় টেবলের

গননক, বলফ্রেম বা কৌন্টর।





পরিচয়। উপরি উক্ত চিত্রে চঝ বলফ্রেম বা গণনক; চছ, ছঝ, ... উহার বাহিরের ফ্রেমকাষ্ঠ; গ, ঘ, ঙ, ... গোলক বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত ভাঁটা, টঠডঢ কাষ্ঠাবৰ্জ্জন; কখ ইত্যাদি লৌহশিক, উহারা ভাঁটা গুলির মধ্যস্থল ভেদ করিয়া উভয় প্রান্তের ফ্রেম কাষ্ঠে সংলগ্ন আছে। জ আংটা, দেওয়ালে পিরেক লাগাইয়া গণনকটী ঐ আংটা দ্বারা ঝুলাইয়া রাখা যাইতে পারে। কার্য্য-কালে চিত্রে প্রদর্শিত দিকটী শিক্ষকের সম্মুখে, ও অপর দিকটী বালকদিগের সম্মুখে থাকে।

উপর রাখিবেন, পরে আপনি এক একটী বল সরাইবেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বালকদিগকে গণিতে কহিবেন। বলফ্রেমে ১০০টী ছোট ছোট ভাঁটার ন্যায় কাষ্টনির্ম্মিত "বল" বা গোলক থাকে; পুনঃ পুনঃ বল-ফ্রেম লইয়া গণিলে বালকেরা অনায়াসেই ১ অবধি ১০০ পর্য্যন্ত অঙ্ক সমুদায়ের নাম শিখিতে পারিবে। অঙ্কগুলির আকার ও কোনটীর কি নাম তাহা শিখাইবার জন্য শিক্ষক বালকদিগকে স্লেট নামক প্রস্তর ফলকে অঙ্কগুলি লিখিতে কহিবেন এবং পশ্চাৎ পড়িতে আজ্ঞা করিবেন। এইরূপ করিলেই অনায়াসে শতিকা শিক্ষা হইবে।

৪। শতিকা পড়িবার রীতি। এক অবধি ৯ পর্য্যন্ত রাশিগুলি স্ব স্ব নাম অনুসারে পঠিত হয়। কিন্তু দশ এবং উহা অপেক্ষা গুরু রাশিগুলি এইরূপে পঠিত হয় যথা, একে শূন্য দশ, একে এক এগার, একে দুই বার, ইত্যাদি। নামাইয়া পড়িতে হইলে এইরূপ পড়া যায়। যথা একে শূন্য দশ, দশের শূন্য নামে হাতে এক; একে এক এগার, এগারএর এক নামে হাতে এক; ইত্যাদি। ডানি দিকের অঙ্কটী নামে, বাম দিকে অঙ্ক সমুদায় হাতে থাকে। নামাইয়া পড়াইবার কারণ ও অর্থ পাটীগণিত কষিবার সময় বুঝা যাইবেক।

৫। শতিকায় যে অঙ্কগুলি লিখিত আছে, তাহার ব্যবহার হেতুক যে কত সুবিধা তাহা বলা বাহুল্য; সকল সংখ্যাই সংক্ষেপে লিখিবার জন্য শতিকাস্থ সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি কল্পিত হইয়াছে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা সংখ্যা লিখিয়া ব্যক্ত করিবার জন্য যত সংখ্যা বুঝাইতে হইবে ততগুলি দাগ দেয়। যথা ৮টী বস্তু বুঝাইতে হইলে তাহারা ৮ এই সাঙ্কেতিক চিহ্নের পরিবর্ত্তে .... এতগুলি ফোঁটা অথবা |||||||| এতগুলি দাগ দেয়। বড় বড় রাশি ব্যক্ত করিতে হইলে উহাতে বড় অসুবিধা। এদেশীয় অজ্ঞ স্ত্রীলোকেরা টাকা ধার দিয়া কত টাকা ধার দিয়াছে স্মরণ রাখিবার নিমিত্ত যত টাকা

ধার দিয়াছেন দেওয়ালে চুনের বা কয়লার ততগুলি ফোঁটা বা দাগ দিতেন। সংখ্যালিখন প্রণালীর বিশেষ বিবরণ পাটীগণিতে প্রাপ্ত হইবেক।

৬। যদ্দ্বারা একটী মাত্র বস্তু বা ব্যক্তি বুঝায় তাহাকে একক কহা যায়; কিন্তু উহাকে এক অবিভাজিত বা অখণ্ড রাশি বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে এককে আমরা সর্ব্বদা (১) এই অঙ্কদ্বারা ব্যক্ত করি তাহা সর্ব্বদা একক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। অনেকগুলি এককের সমষ্টিকেও একক বলা যায়। যথা এক আর একে দুই বলিয়া ২ একটী একক ইত্যাদি। দশটী এককে একটী দশক হয়, ঐরূপ দশটী দশকে এক শতক হয় ইত্যাদি। যথা ১১ এককে ১ দশক ১ একক; ৫৫ এককে ৫ দশ ৫ একক। ইত্যাদি। ১৪৫ এককে ১৪ দশক ৫ একক বা ১ শতক ৪ দশক ৫ একক ইত্যাদি। শতকাস্থিত রাশি মাত্রকেই একক বলা যাইতে পারে। শতিকার যত সংখ্যক রাশি (১০০) আছে তাহাদের সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত হইতে পারে; যথা ১০১,১০২,১০৩,১০৪, ইত্যাদি; এইগুলি নিম্নলিখিত রূপে পঠিত হয় যথা একশ এক, একশ দুই ইত্যাদি।

৭। শিক্ষক শতিকাস্থিত এককগুলিতে কত দশক কত একক তাহা সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিবেন। যথা; ১২ এককে কত? ১ দশক ২ একক; কত এককে ১ দশকে ২ একক? ১২ এককে; ২৮ এককে কত? ২ দশক ৮ একক ইত্যাদি। অধোলিখিতের ন্যায় প্রশ্নগুলিও যেন জিজ্ঞাসা করা হয়; যথা ২৫ কিসে হয়? দুই এ পাঁচ; পঁচিশের কত নামে? ৫ নামে, হাতে কত? দুই এ পাঁচ কত? পঁচিশ। ইত্যাদি।

অঙ্ক স্থাননির্ণয়।

৮। পাটীগণিতের ১৪ শ সূত্রে উহা লিখিত আছে। ইহার নাম সংখ্যালিখনের দশমূল প্রণালী। উহা বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম করণার্থ শিক্ষক কতকগুলি কড়ি বা তেঁতুলবিচি লইয়া ছাত্রকে দশ দশটী কড়ি গণিয়া এক একটী ভিন্ন ভিন্ন স্তূপ করিতে কহিবেন। ঐ রূপ করিয়া যদি দশটীর কম কয়েকটী কড়ি থাকে তাহা হইলে উহাদিগের সংখ্যাকে এককের সংখ্যা বলিয়া ধরিতে কহিবেন। আর দশ দশটী কড়িতে যে এক একটী স্তূপ হইয়াছে সেই স্তূপের সংখ্যাকে (কড়ির সংখ্যা নহে) দশকের সংখ্যা ধরিতে কহিবেন। পরে দশকের সংখ্যা সূচক কতকগুলি কড়ি লইয়া উহাদিগকে আবার দশ দশটী স্তূপে পূর্ব্বের ন্যায় ভাগ করিতে কহিবেন; ঐ রূপ করিয়া যদি দশটীর ন্যূন কতকগুলি কড়ি থাকে তাহা হইলে উহাদিগের সংখ্যাকে দশকের সংখ্যা বলিয়া ধরিতে কহিবেন। আর দশ দশটীতে যে এই নূতন স্তূপ হইয়াছে তাহার সংখ্যাকে শতকের সংখ্যা ধরিতে কহিবেন। পুনরায় শতকের যটী স্তূপ হইয়াছে তাহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় ভাগ করিতে কহিবেন। ইত্যাদি। এখন একক দশক, শতক ইত্যাদি স্তূপের কড়িগুলির সংখ্যা সংখ্যালিখন প্রণালী অনুসারে যথাস্থানে লিখিতে কহিবেন। এই রূপ করিলেই ছাত্র অনায়াসেই সংখ্যা লিখনের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেক।

কড়াগণ্ডাদির সংখ্যালিখন।

৯। পাটীগণিতের ২৭৭ সূত্রে কড়া গণ্ডাদির সংখ্যালিখনের বিষয় উক্ত হইয়াছে। নিম্নে কড়ার গণিত (কড়ানিয়া) সম্বন্ধীয় কিছু লিখিত হইল। এক শতের ন্যূন কোন প্রদত্ত সংখ্যক কড়াকে

কড়া, গণ্ডা বা পণে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে কড়ানিয়াদ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং কড়ানিয়া কেবল কড়ার লঘূকরণ মাত্র।

১০। গণিত কড়া।

। ॥ ৶ ৻১ ৻১। ৻১॥ ৻১৶ ৻২ ৻২। ৻২॥ ৻২৶ ৻৩
৻৩। ৻৩॥ ৻৩৶ ৻৪ ৻৪। ৻৪॥ ৻৪৶ ৻৫ ৻৫। ৻৫॥ ৻৫৶ ৻৬
৻৬। ৻৬॥ ৻৬৶ ৻৭ ৻৭। ৻৭॥ ৻৭৶ ৻৮ ৻৮। ৻৮॥ ৻৮৶ ৻৯
৻৯। ৻৯॥ ৻৯৶ ৻১০ ৻১০। ৻১০॥ ৻১০৶ ৻১১ ৻১১। ৻১১॥ ৻১১৶ ৻১২
৻১২। ৻১২॥ ৻১২৶ ৻১৩ ৻১৩। ৻১৩॥ ৻১৩৶ ৻১৪ ৻১৪। ৻১৪॥ ৻১৪৶ ৻১৫
৻১৫। ৻১৫॥ ৻১৫৶ ৻১৬ ৻১৬। ৻১৬॥ ৻১৬৶ ৻১৭ ৻১৭। ৻১৭॥ ৻১৭৶ ৻১৮
৻১৮। ৻১৮॥ ৻১৮৶ ৻১৯ ৻১৯। ৻১৯॥ ৻১৯৶ /০ /০। /০॥ /০৶ /১
/১। /১॥ /১৶ /২ /২। /২॥ /২৶ /৩ /৩। /৩॥ /৩৶ /৪
/৪। /৪॥ /৪৶ /৫

১১। পড়িবার রীতি। কড়ানিয়া সচরাচর এই রূপে পঠিত হইয়া থাকে। যথা, ১ কড়া, ২ কড়া, ৩ কড়া, ৪ কড়ায় ১ গণ্ডা, ৫ কড়া ১ গণ্ডা ১ কড়া, ইত্যাদি ৮ কড়া ২ গণ্ডা, ইত্যাদি; ৮০ কড়ায় ২০ গণ্ডা, ৮১ কড়া ২০ গণ্ডা ১ কড়া ইত্যাদি; শ কড়া ২৫ গণ্ডা। অথবা নামাইয়া পড়িতে হইলে এই রূপে পাঠ করা যায়। ১ কড়া; ২ কড়া; ৩ কড়া; ৪ কড়ায় এক গণ্ডা ৪ কড়ায় নামে না, হাতে ১ গণ্ডা; ৫ কড়া ১ গণ্ডা ১ কড়া, ৫ কড়ার এক কড়া নামে হাতে ১ গণ্ডা ইত্যাদি। নামাইয়া পড়াইবার প্রয়োজন পাটী গণিতে বুঝা যাইবে।

১২। কড়ানিয়ার শেষ ভাগটী অর্থাৎ ৮০ কড়া হইতে ১০০ কড়া পর্য্যন্ত কড়ার সংখ্যা পণ, গণ্ডা ও কড়া ইত্যাদিতে লিখিত হইয়াছে, কেবল কড়া ও গণ্ডায় লিখিত হয় নাই; ইহার কারণ অতি সহজ যেহেতু ৭৯ কড়া=৻১৯৶ = ০ পণ ১৯ গণ্ডা ৩ কড়া; ৮০ কড়া=০ পণ ২০ গণ্ডা; অর্থাৎ এক কড়া বৃদ্ধি হইল। আর পণের পর ঊর্দ্ধ সংখ্যা

১৯ গণ্ডা লেখা যাইতে পারে, বেশী হইলে উহাকে পণে পরিবর্ত্তিত করিতে হয় সুতরাং ৮০ কড়া = ২০ গণ্ডা = ১ পণ = /০; ঐ রূপ ৮১ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত কড়া সমূহের লঘূকরণ পূর্ব্বলিখিতের ন্যায় হইবে।

১৩। শিক্ষক ছাত্রকে সর্ব্বদা এই রূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। যথা ৫৯ কড়ায় কত? ১৪ গণ্ডা ৩ কড়া; কত নামে? ৩ কড়া নামে; হাতে কত? ১৪ গণ্ডা। কত কড়ায় ১৪ গণ্ডা? ছাপ্পান্ন কড়ায় ১৪ গণ্ডা; কত কড়ায় ১৪ গণ্ডা ৩ কড়া? ৫৯ কড়ায়। ইত্যাদি ৯৩ কড়ায় কত? ২৩ গণ্ডা এক কড়া; কত পণ কত গণ্ডা কত কড়া? ১ পণ ৩ গণ্ডা ১ কড়া? ৯৩ কড়ার কত নামে? ১ কড়া নামে হাতে কত? ২৩ গণ্ডা। কত কড়ায় ২৩ গণ্ডা? ৯২ কড়ায় ২৩ গণ্ডা। কত কড়ায় ২৩ গণ্ডা ১ কড়া? ৯৩ কড়া। ৯২ কড়ার কত নামে? নামে না। হাতে কত? ২৩ গণ্ডা। ২৩ গণ্ডা কত পণ কত গণ্ডা? ১ পণ ৩ গণ্ডা। কত কড়ায় ১ পণ ৩ গণ্ডা? ৯২ কড়া। ইত্যাদি।

১৪। গণিত গণ্ডা।

(গণ্ডাকিয়া)।

⁄১	⁄২	⁄৩	⁄৪	⁄৫	⁄৬	⁄৭	⁄৮	⁄৯	⁄১০	⁄১১
⁄১২	⁄১৩	⁄১৪	⁄১৫	⁄১৬	⁄১৭	⁄১৮	⁄১৯	/০	/১	/২
/৩	/৪	/৫	/৬	/৭	/৮	/৯	/১০	/১১	/১২	/১৩
/১৪	/১৫	/১৬	/১৭	/১৮	/১৯	৵০	৵১	৵২	৵৩	৵৪
৵৫	৵৬	৵৭	৵৮	৵৯	৵১০	৵১১	৵১২	৵১৩	৵১৪	৵১৫
৵১৬	৵১৭	৵১৮	৵১৯	৶০	৶১	৶২	৶৩	৶৪	৶৫	৶৬
৶৭	৶৮	৶৯	৶১০	৶১১	৶১২	৶১৩	৶১৪	৶১৫	৶১৬	৶১৭
৶১৮	৶১৯	।০	।১	।২	।৩	।৪	।৫	।৬	।৭	।৮
।৯	।১০	।১১	।১২	।১৩	।১৪	।১৫	।১৬	।১৭	।১৮	।১৯
।/০										

১৫। কোন প্রদত্ত সংখ্যক (১০০ অপেক্ষা ন্যুন) গণ্ডাতে কত চোক কত পণ কত গণ্ডা আছে তাহা স্থির করা গণ্ডাকিয়ার উদ্দেশ্য। গণ্ডার লঘূ করণের নামই গণ্ডাকিয়া।

১৬। পড়িবার রীতি। গণ্ডাকিয়া সচরাচর এইরূপে পঠিত হইয়া থাকে। ১ গণ্ডা,২ গণ্ডা, ইত্যাদি; ১০ গণ্ডায় ১ দশক; ১১ গণ্ডা,১ দশক ১ গণ্ডা; ১২ গণ্ডা, ১ দশক ২ গণ্ডা; ইত্যাদি; ২০ গণ্ডায় ১ পণ; ২১ গণ্ডা ১ পণ ১ গণ্ডা; ইত্যাদি। ৪০ গণ্ডায় ২ পণ, ৪১ গণ্ডা ২ পণ ১ গণ্ডা, ইত্যাদি ৬০ গণ্ডায় ৩ পণ; ৬১ গণ্ডা ৩ পণ ১ গণ্ডা; ইত্যাদি ৮০ গণ্ডায় ৪ পণ; ৮১ গণ্ডা ৪ পণ ১ গণ্ডা; ইত্যাদি ১০০ গণ্ডা পাঁচ পণ। অথবা নামাইয়া পড়িতে হইলে ১—৯ গণ্ডা; ১০ গণ্ডায় ১ দশ, দশ গণ্ডায় নামে না হাতে ১ দশ; ১১ গণ্ডা ১ দশ ১ গণ্ডা, ১১ গণ্ডার ১ গণ্ডা নামে হাতে ১ দশ; ইত্যাদি ২০ গণ্ডায় ১ পণ, ২০ গণ্ডায় নামে না হাতে ১ পণ, ইত্যাদি। দশের ন্যূন গণ্ডা শ্রেণীস্থ সকল রাশিই নামে, দশক শ্রেণীস্থ রাশি হাতে থাকে।

১৭। আশি গণ্ডায় চারি পণ আর চারি পণে ১ চোক; সুতরাং ৮০ গণ্ডায় ১ চোক। গণ্ডাকিয়ার শেষাংশটী অর্থাৎ ৮০ গণ্ডা হইতে ১০০ গণ্ডা পর্য্যন্ত গণ্ডার সংখ্যা গুলি কেবল পণ ও গণ্ডায় লিখিত না হইয়া চোক, পণ, ও গণ্ডায়, লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ ৪ পণ ও তদপেক্ষা অধিক সংখ্যাকে চোকে পরিবর্ত্তিত করিয়া রাখা গিয়াছে।

১৮। শিক্ষক সর্ব্বদাই বালকদিগকে এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। যথা ৭৯ গণ্ডায় কত? ৩ পণ ১৯ গণ্ডা; কত নামে? ১৯ গণ্ডা নামে; হাতে কত? ৩ পণ, কত কড়ায় ১৯ গণ্ডা; ৭৬ কড়া; ৭৬ কড়ার কত নামে? নামে না হাতে ১৯ গণ্ডা। ১৯ গণ্ডা কত দশ কত গণ্ডা? ১ দশ ৯ গণ্ডা কত নামে? ৯ গণ্ডা নামে; হাতে কত? ১ দশ। কত গণ্ডা ৩ পণ ১৯ গণ্ডা? ৭৯ গণ্ডা; কত গণ্ডা ২ পণ ১৯

গণ্ডা? ৫৯ গণ্ডা; কত গণ্ডা ১ পণ ১৯ গণ্ডা? ৩৯ গণ্ডা; কত নামে? ১৯ গণ্ডা নামে; হাতে কত? ১ পণ, ইত্যাদি।—

১৯। গণিত পণ।

(পণকিয়া)।

/০	৵০	৶০	।০	।/০	।৵০	।৶০	৷০
৷/০	৷৵০	৷৶০	৸০	৸/০	৸৵০	৸৶০	১৲
১/০	১৵০	১৶০	১।০	১।/০	১।৵০	১।৶০	১৷০
১৷/০	১৷৵০	১৷৶০	১৸০	১৸/০	১৸৵০	১৸৶০	২৲
২/০	২৵০	২৶০	২।০	২।/০	২।৵০	২।৶০	২৷০
২৷/০	২৷৵০	২৷৶০	২৸০	২৸/০	২৸৵০	২৸৶০	৩৲
৩/০	৩৵০	৩৶০	৩।০	৩।/০	৩।৵০	৩।৶০	৩৷০
৩৷/০	৩৷৵০	৩৷৶০	৩৸০	৩৸/০	৩৸৵০	৩৸৶০	৪৲
৪/০	৪৵০	৪৶০	৪।০	৪।/০	৪।৵০	৪।৶০	৪৷০
৪৷/০	৪৷৵০	৪৷৶০	৪৸০	৪৸/০	৪৸৵০	৪৸৶০	৫৲
৫/০	৫৵০	৫৶০	৫।০	৫।/০	৫।৵০	৫।৶০	৫৷০
৫৷/০	৫৷৵০	৫৷৶০	৫৸০	৫৸/০	৫৸৵০	৫৸৶০	৬৲
৬/০	৬৵০	৬৶০	৬।০				

২০। একশত অপেক্ষা ন্যূন এমত কোন প্রদত্ত সংখ্যক পণে কত চোক বা কত কাহন কত চোক কত পণ ইত্যাদি স্থির করাই পণকিয়ার উদ্দেশ্য। পণের লঘূকরণের নামই পণকিয়া।

২১। পড়িবার রীতি। পণকিয়া সচরাচর এইরূপে পঠিত হইয়া থাকে। যথা ১ পণ, ২ পণ, ৩ পণ, চারি পণে ১ চোক, পাঁচ পণ ১ চোক ১ পণ; ইত্যাদি ১৬ পণে ১ কাহন; ৩১ পণ, ১ কাহন ১৫ পণ ইত্যাদি; নামাইয়া পড়িতে হইলে এইরূপ পড়া যায়। ৪ পণে

১ চোক, ৪ পণে নামে না হাতে ১ চোক. পাঁচ পণ ১ চোক ১ পণ, ৫ পণের ১ পণ নামে হাতে ১ চোক; ইত্যাদি ৪৩ পণ ২ কাহন ১১ পণ; ৪৩ পণের ১১ পণ নামে হাতে ২ কাহন। ইত্যাদি।

২২। শিক্ষক সর্ব্বদাই এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। যথা ১৫ পণ কত? ৩ চোক ৩ পণ; কত নামে? ৩ পণ নামে; হাতে কত? ৩ চোক; কত পণে ৩ চোক? ১২ পণে; ১২ পণে কত চোক? ৩ চোক; কত পণ ৩ চোক ১ পণ? ১৩ পণ; কত পোণ ৩ চোক ৩ পণ? ১৫ পণ। ইত্যাদি। ৩০ পণে কত? ১ কাহন ১৪ পণ; কত নামে? ২ পণ; হাতে? ৭ চোক। কত পণে ১ কাহন? ১৬ পণে? কত পণে ২ কাহন? ৩২ পণে; কত পণ ১ কাহন ১৪ পণ? ৩০ পণ। ১৪ পণ কত চোক কত পণ? ৩ চোক ২ পণ; কত নামে? ২ পণ; হাতে কত? ৩ চোক। কত পণে ৩ চোক? ১২ পণে, তিন চোক; ৩০ পণ কত, কাহন কত চোক কত পণ? ১ কাহন ৩ চোক ২ পণ; আকার কিরূপ? ১৸৵/৭ ইত্যাদি।

২৩। গণিত বুড়ি।

(বুড়িকিয়া)।

/৫	/১০	/১৫	/০	/৫	/১০	/১৫	৵০	৵৫
৵১০	৵১৫	৶০	৶৫	৶১০	৶১৫	।০	।৫	।১০
।১৫	।/০	।/৫	।/১০	।/১৫	।৵০	।৵৫	।৵১০	।৵১৫
।৶০	।৶৫	।৶১০	।৶১৫	।।০	।।৫	।।১০	।।১৫	।।/০
।।/৫	।।/১০	।।/১৫	।।৵০	।।৵৫	।।৵১০	।।৵১৫	।।৶০	।।৶৫
।।৶১০	।।৶১৫	৸০	৸৫	৸১০	৸১৫	৸/০	৸/৫	৸/১০
৸/১৫	৸৵০	৸৵৫	৸৵১০	৸৵১৫	৸৶০	৸৶৫	৸৶১০	৸৶১৫
১৲	১৲৫	১৲১০	১৲১৫	১/০	১/৫	১/১০	১/১৫	১৵০

১৵৫ ১৵১০ ১৵১৫ ১৶০ ১৶৫ ১৶১০ ১৶১৫ ১।০ ১।৫ ১।১০ ১।১৫ ১।/০ ১।/৫ ১।/১০ ১।/১৫ ১।৵০ ১।৵৫ ১।৵১০ ১।৵১৫ ১।৶০ ১।৶৫ ১।৶১০ ১।৶১৫ ১॥০ ১॥৫ ১॥১০ ১॥১৫ ॥/০

২৪। একশত অপেক্ষা ন্যূন কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বুড়িতে কত বুড়ি কত পণ কত চোক কত কাহন ইহা নির্ণয় করা বুড়িকিয়ার উদ্দেশ্য। বুড়িকিয়া কেবল বুড়ির লঘূকরণের নামান্তর মাত্র।

২৫। পড়িবার রীতি। বুড়িকিয়া সচরাচর নিম্নলিখিতরূপে পঠিত হইয়া থাকে। যথা এক বুড়ি পাঁচ গণ্ডা, দু বুড়ি দশ গণ্ডা, তিন বুড়ি পনর গণ্ডা, ৪ বুড়ি এক পণ, পাঁচ বুড়ি এক পণ. পাঁচ গণ্ডা, ইত্যাদি ; ৮ বুড়ি দু পণ, ৩১ বুড়ি ৭ পণ ১৫ গণ্ডা ৩২ বুড়ি ৮ পণ ; ইত্যাদি। ৬৪ বুড়ি ১৬ পণ, ৬৫ বুড়ি ১৬ পণ ৫ গণ্ডা, ইত্যাদি ৮৫ বুড়ি ২১ পণ ৫ গণ্ডা, ইত্যাদি। নামাইয়া পড়াইতে হইলে এই রূপে পড়ান যায় ; যথা ; ৪ বুড়ি এক পণ, ৪ বুড়ি নামে না হাতে ১ পণ ; ৫ বুড়ি এক পণ ৫ গণ্ডা, ৫ বুড়ির ১ বুড়ি নামে হাতে ১ পণ ; ইত্যাদি, ৩০ বুড়ি ৭ পণ ১০ গণ্ডা, ৩০ বুড়ির ২ বুড়ি নামে হাতে ৭ পণ; ৮৫ বুড়ি ২১ পণ ৫ গণ্ডা, ৮৫ বুড়ির ৫ বুড়ি নামে হাতে ২১ পণ, ইত্যাদি।

২৬। শিক্ষক সর্ব্বদাই এই রূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। যথা ১৫ বুড়ি কত ? ৩ পণ ১৫ গণ্ডা ? কত নামে ? পনর বুড়ির ৩ বুড়ি নামে হাতে ৩ পণ। কত বুড়ি ৩ পণ ? ১২ বুড়ি; বার বুড়ি কত ? ৩ পণ। ৩ পণ ১৫ গণ্ডায় কত বুড়ি? ১৫ বুড়ি; ১৫ বুড়ির আকার কি রূপ ? ৶১৫ ; ইত্যাদি। ৮৫ বুড়ি কত ? ২১ পণ ৫ গণ্ডা ; কত নামে ? ১ বুড়ি নামে ; হাতে কত ? ২১ পণ ; ২১ পণ কত ? ১ কাহন ৫ পণ, ১ কাহন ৫ পণে কত পণ ? ২১ পণ ; কত বুড়ি ২১ পণ ? ৮৪ বুড়ি ; ৮৫ বুড়ির আকার কিরূপ ? ১।/৫ ; ইত্যাদি।—

২৭। গণিত চোক।

(চৌকিয়া।)

।০	॥০	৸০	১৲	১।০	১॥০	১৸০	২৲	২।০
২॥০	২৸০	৩৲	৩।০	৩॥০	৩৸০	৪৲	৪।০	৪॥০
৪৸০	৫৲	৫।০	৫॥০	৫৸০	৬৲	৬।০	৬॥০	৬৸০
৭৲	৭০।	৭॥০	৭৸০	৮৲	৮।০	৮॥০	৮৸০	৯৲
৯।০	৯॥০	৯৸০	১০৲	১০।০	১০॥০	১০৸০	১১৲	১১।০
১১॥০	১১৸০	১২৲	১২।০	১২॥০	১২৸০	১৩৲	১৩।০	১৩॥০
১৩৸০	১৪৲	১৪।০	১৪॥০	১৪৸০	১৫৲	১৫।০	১৫॥০	১৫৸০
১৬৲	১৬।০	১৬॥০	১৬৸০	১৭৲	১৭।০	১৭॥০	১৭৸০	১৮৲
১৮।০	১৮॥০	১৮৸০	১৯৲	১৯।০	১৯॥০	১৯৸০	২০৲	২০।০
২০॥০	২০৸০	২১৲	২১।০	২১॥০	২১৸০	২২৲	২২।০	২২॥০
২২৸০	২৩৲	২৩।০	২৩॥০	২৩৸০	২৪৲	২৪।০	২৪॥০	২৪৸০
২৫৲								

২৮। এক শত অপেক্ষা ন্যূন এমত কোন সংখ্যক চোকে কত কাহন বা কত কাহন কত চোকে তাহা স্থির করাই চৌকিয়ার উদ্দেশ্য। চোকের লঘূকরণের নামই চৌকিয়া।

২৯। পড়িবার রীতি চৌকিয়া সচরাচর এই রূপে পঠিত হইয়া থাকে। যথা; ১ চোক, ২ চোক, ৩ চোক, ৪ চোকে এক কাহন, পাঁচ চোক এক কাহন এক চোক,৬ চোক এক কাহন ২ চোক, ৭ চোক এক কাহন তিন চোক, ৮ চোকে ২ কাহন। ইত্যাদি। অথবা নামাইয়া পড়িতে হইলে এই রূপে পাঠ করা যাইতে পারে। যথা ৪ চোকে এক কাহন, ৪ চোকে নামে না হাতে ১ কাহন; পাঁচ চোক এক কাহন এক চোক, ৫ চোকের ১ চোক নামে হাতে এক কাহন; ইত্যাদি। ১০ চোক ২ কাহন ২ চোক, দশ চোকের ২ চোক নামে হাতে ২ কাহন। ইত্যাদি।

৩০। শিক্ষক বালকদিগকে এই রূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। যথা ৪৭ চোকে কত? ১১ কাহন ৩ চোক; কত নামে? ৩ চোক; হাতে কত? ১১ কাহন। ১১ কাহনে কত চোক? ৪৪ চোক; ৪৭ চোক উহার আকার কি রূপ? "কা" ১১৸০; ইত্যাদি।

বিবৃতি। পূর্ব্বে শুভঙ্করের আর্য্যায় চোককে চৌক বলা হইত সুতরাং চৌক এই নামানুসারে চৌকিয়া এই নাম উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে সচরাচর "চোক" এই শব্দই প্রয়োগ হইয়া থাকে।

৩১। গণিত কাঠা।

(কাঠাকিয়া।)

/১	/২	/৩	/৪	|০	|১	|২	|৩	|৪
||০	||১	||২	||৩	||৪	৸০	৸১	৸২	৸৩
৸৪	১/০	১/১	১/২	১/৩	১/৪	১|০	১|১	১|২
১|৩	১|৪	১||০	১||১	১||২	১||৩	১||৪	১৸০	১৸১
১৸২	১৸৩	১৸৪	২/০	২/১	২/২	২/৩	২/৪	২|০
২|১	২|২	২|৩	২|৪	২||০	২||১	২||২	২||৩	২||৪
২৸০	২৸১	২৸২	২৸৩	২৸৪	৩/০	৩/১	৩/২	৩/৩
৩/৪	৩|০	৩|১	৩|২	৩|৩	৩|৪	৩||০	৩||১	৩||২
৩||৩	৩||৪	৩৸০	৩৸১	৩৸২	৩৸৩	৩৸৪	৪/০	৪/১
৪/২	৪/৩	৪/৪	৪|০	৪|১	৪|২	৪|৩	৪|৪	৪||০
৪||১	৪||২	৪||৩	৪||৪	৪৸০	৪৸১	৪৸২	৪৸৩	৪৸৪
৫/০								

৩২। শতের ন্যূন এমত কোন প্রদত্ত সংখ্যক কাঠায় কত বিঘা বা কত বিঘা কত কাঠা ইহা নির্ণয় করাই কাঠাকিয়ার উদ্দেশ্য। সুতরাং কাঠার লঘূকরণের নাম কাঠাকিয়া।

৩৩। পড়িবার রীতি। কাঠাকিয়া সচরাচর এই রূপে পঠিত হইয়া থাকে। যথা এক কাঠা, দুই কাঠা, তিন কাঠা, চারি কাঠা, পাঁচ কাঠায় ১ চোক, ৬ কাঠা এক চোক এক কাঠা, ৭ কাঠা, এক চোক ২ কাঠা, ইত্যাদি দশ কাঠায় দুই চোক; ইত্যাদি। ১৯ কাঠা তিন চোক ৪ কাঠা; কুড়ি কাঠায় ১ বিঘা; ইত্যাদি। অথবা নামাইয়া পড়িতে হইলে এইরূপে পড়া যায়; যথা ৫ কাঠায় ১ চোক, পাঁচ কাঠায় নামে না হাতে ১ চোক; ৬ কাঠা এক চোক দুই কাঠা, ৬ কাঠার ২ কাঠা নামে হাতে ১ চোক; ইত্যাদি। কুড়ি কাঠায় এক বিঘা, কুড়ি কাঠায় নামে না হাতে ১ বিঘা। ইত্যাদি নিরনব্বই কাঠা ৪ বিঘা ১৯ কাঠা, ৯৯ কাঠার ৪ কাঠা নামে হাতে ১৯ চোক ইত্যাদি।

৩৪। শিক্ষক সর্ব্বদা এই রূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। ১৯ কাঠায় কত? তিন চোক ৪ কাঠা; কত নামে ৪ কাঠা; হাতে কত? ৩ চোক; কত কাঠায় ৩ চোক? ১৫ কাঠায়; ১৫ কাঠায় কত? ৩ চোক; কত কাঠায় ৩ চোক ১ কাঠা? ১৬ কাঠা; কত কাঠায় ৩ চোক ৩ কাঠা? ১৮ কাঠা; ইত্যাদি। ৩৩ কাঠায় কত? ১ বিঘা তের কাঠা? আকার কিরূপ ১।।৩; কত নামে ৩ কাঠা; হাতে? ৬ চোক; কত কাঠায় ৬ চোক? ৩০ কাঠায়; কত কাঠায় ৬ চোক ২ কাঠা? ৩২ কাঠা; কত নামে? ২ কাঠা; হাতে ৬ চোক। ইত্যাদি।

৩৫। গণিত ছটাক।

(ছটাকিয়া)।

৴০ ৵০ ৶০ ।০ ।৴০ ।৵০ ।৶০ ৷৷০
৷৷৴০ ৷৷৵০ ৷৷৶০ ৸০ ৸৴০ ৸৵০ ৸৶০ ৴১
৴১৴০ ৴১৵০ ৴১৶০ ৴১।০ ৴১।৴০ ৴১।৵০ ৴১।৶০ ৴১৷৷০
৴১৷৷৴০ ৴১৷৷৵০ ৴১৷৷৶০ ৴১৸০ ৴১৸৴০ ৴১৸৵০ ৴১৸৶০ ৴২
ইত্যাদি।

ইহা ঠিক পণকিয়ার মত; কেবল ছটাকে পণ ধরিলেই হইবে। পণকিয়া জানিলেই ইহা জানা হয়; কেবল অঙ্কপাত প্রদর্শনার্থে ইহা লিখিত হইল।

৩৬। শুভঙ্করের আর্য্যায় ছটাকিয়া বলিয়া কোন গণিতই নাই। ছটাকে পণে কি সম্বন্ধ ও ছটাকের অঙ্কপাত কিরূপ তাহা জানিবার নিমিত্ত উহা এস্থলে লিখিত হইল।

৩৭। পঠন। ছটাকিয়া এইরূপে পঠিত হইতে পারে। যথা ১ ছটাকে ১ পণ, ২ ছটাকে ২ পণ, ৩ ছটাকে ৩ পণ, ৪ ছটাকে ১ চোক; ৫ ছটাকে ৫ পণ=১ চোক ১ পণ, ৬ ছটাকে ৬ পণ ১ চোক ২ পণ ইত্যাদি। ১৬ ছটাকে ১৬ পণ ১৬ পণে ১ কাহন; (১ সের) ১৭ ছটাকে ১৭ পণ, ১ কাহন ১ পণ (১ সের ১ ছটাক)। ইত্যাদি অথবা নামাইয়া পড়িতে হইলে ঠিক পণকিয়ার ন্যায় পঠিত হইতে পারে।

৩৮। শিক্ষক সর্ব্বদা এইরূপ প্রশ্ন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিবেন। যথা ৫৩ ছটাকে কত? ৫৬ পণ ৩ কাহন ৮ পণ=৩ সের ৮ ছটাক=৴৩৷৷০; কত নামে? নামে না; হাতে কত? ১৪ চোক; কত পণে ১৪ চোক? ৫৬ পণে; ৫৮ ছটাকে কত? ৫৮ পণ ৩ কাহন ১০ পণ, ৩ সের ১০ ছটাক=৴৩৷৷৵০; কত নামে? ২ পণ নামে; হাতে কত? ১৪ চোক; ইত্যাদি।

৩৯। গণিত সের।

(সেরকিয়া।

/১	/২	/৩	/৪	/৫	/৬	/৭	/৮
/৯	।০	।১	।২	।৩	।৪	।৫	।৬
।৭	।৮	।৯	।।০	।।১	।।২	।।৩	।।৪
।।৫	।।৬	।।৭	।।৮	।।৯	৸০	৸১	৸২
৸৩	৸৪	৸৫	৸৬	৸৭	৸৮	৸৯	১/০
১/২	১/২	১/৩	১/৪	১/৫	১/৬	১/৭	১/৮
১/৯	১।০	১।১	১।২	১।৩	১।৪	১।৫	১।৬
১।৭	১।৮	১।৯	১।।০	১।।১	১।।২	১।।৩	১।।৪
১।।৫	১।।৬	১।।৭	১।।৮	১।।৯	১৸০	১৸১	১৸২
১৸৩	১৸৪	১৸৫	১৸৬	১৸৭	১৸৮	১৸৯	২/০
২/১	২/২	২/৩	২/৪	২/৫	২/৬	২/৭	২/৮
২/৯	২।০	২।১	২।২	২।৩	২।৪	২।৫	২।৬
২।৭	২।৮	২।৯	২।।০				

৪০। এক শতের ন্যূন এমত কোন প্রস্তাবিত সংখ্যক সেরকে মণে বা মণে ও সের পরিবর্ত্তিত করাই সেরকিয়ার উদ্দেশ্য। সেরকিয়া সেরের লঘুকরণের নামান্তর মাত্র।

৪১। পড়িবার রীতি। সেরকিয়া সচরাচর নিম্নলিখিত রূপে পঠিত হইয়া থাকে। যথা; ১ সের, ২ সের, ৩ সের, ৪ সের, ইত্যাদি ১০ সেরে ১ চোক, ১১ সের ১ চোক ১ সের, ১২ সের ১ চোক ২ সের, ইত্যাদি; ২০ সেরে ২ চোক, ২১ সের ২ চোক ১ সের, ইতাদি; ৩০ সেরে তিন চোক, ৩১ সের ৩ চোক ১ সের, ইত্যাদি; ৪০ সেরে ১ মণ, ৪১ সের ১ মণ ১ সের, ইত্যাদি; ৫০ সের ১ মণ ১০ সের; ইত্যাদি; ৬০ সের ১ মণ ২০ সের; ইত্যাদি ৭০ সের ১ মণ ৩০ সের; ইত্যাদি;

৮০ সেরে ২ মণ; ইত্যাদি ৯০ সের ২ মণ ১০ সের; ইত্যাদি ১০০ সের ২ মণ ২০ সের ইত্যাদি। অথবা নাগাইয়া পড়িতে হইলে এইরূপে পড়া যায়। যথা ১—৯ সের; ১০ সেরে ১ চোক, ১০ সেরে নামে না হাতে ১ চোক; ১১ সের ১ চোক ১ সের, ১ সের নামে হাতে ১ চোক ইত্যাদি; ২০ সেরে ২ চোক, নামে না, হাতে ২ চোক; ৩০ সেরে ৩ চোক, নামে না হাতে ৩ চোক; ৪০ সেরে ১ মণ, নামে না হাতে ১ মণ; ৫০ সের ১ মণ ১০ সের, নামে না হাতে ৬ চোক; ইত্যাদি।

৪২। শিক্ষক সর্ব্বদাই এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। যথা ১৯ সেরে কত? ১ চোক ৯ সের; কত নামে? ৯ সের; হাতে কত? ১ চোক। কত সেরে ১ চোক? ১০ সেরে। ২ চোকে কত সের? ২০ সের। ইত্যাদি। ৫৮ সেরে কত? ১ মণ ১৮ সের; কত নামে? ৮ সের; হাতে? ৫ চোক। কত সেরে ৫ চোক? ৫০ সেরে। ৫৮ সেরের আকার কিরূপ? ১।৮; ৫০ সের কিরূপ? ১।০; কত সের ১ মণ ১৮ সের? ৫৮ সের। কত সের ১ মণ ২২ সের? ৬২ সের; ২২ সেরে কত? ২ চোক ২ সের; আকার কিরূপ? ।।২; ৬২ সেরের আকার কিরূপ ১।।২; ৫২ সেরের কত নামে? ২ সের নামে; হাতে কত? ৬ চোক; কত সেরে ৬ চোক? ৬০ সেরে; ইত্যাদি।

৪৩। গণিত দশক।

(দশকিয়া)।

৲১০	/০	/১০	৵০	৵১০	৶০	৶১০	।০
।১০	।/০	।/১০	।৵০	।৵১০	।৶০	।৶১০	।।০
।।১০	।।/০	।।/১০	।।৵০	।।৵১০	।।৶০	।।৶১০	৸০
৸১০	৸/০	৸/১০	৸৵০	৸৵১০	৸৶০	৸৶১০	১৲
১৲১০	১/০	১/১০	১৵০	১৵১০	১৶০	১৶১০	১।০
১।১০	১।/০	১।/১০	১।৵০	১।৵১০	১।৶০	১।৶১০	১।।০
১।।১০	১।।/০	১।।/১০	১।।৵০	১।।৵১০	১।।৶০	১।।৶১০	১৸০

১৸১০	১৸/০	১৸/১০	১৸৵/০	১৸৵/১০	১৸৶/০	১৸৶/১০	২৲
২৲১০	২ /০	২ /১০	২ ৵/০	২ ৵/১০	২ ৶/০	২ ৶/১০	২।০
২।১০	২।/০	২।/১০	২।৵/০	২।৵/১০	২।৶/০	২।৶/১০	২॥০
২॥১০	২॥/০	২॥/১০	২॥৵/০	২॥৵/১০	২॥৶/০	২॥৶/১০	২৸০
২৸১০	২৸/০	২৸/১০	২৸৵/০	২৸৵/১০	২৸৶/০	২৸৶/১০	৩৲
৩৲১০	৩ /০	৩ /১০	৩৵/০				

৪৪। এক শতের ন্যূন এমন কোন প্রস্তাবিত সংখ্যক দশকে কত কাহন কত পণ ইত্যাদি নির্ণয় করাই দশকিয়ার উদ্দেশ্য। দশ-কিয়া দশকের লঘূকরণের নামান্তর মাত্র।

৪৫। পড়িবার রীতি। দশকিয়া সচরাচর এইরূপে পঠিত হইয়া থাকে। যথা, ১ দশকে দশ গণ্ডা, দুই দশকে এক পণ, ৩ দশক এক পণ ১০ গণ্ডা; ৪ দশকে ২ পণ; ৫ দশক ২ পণ দশ গণ্ডা, ইত্যাদি; ৩১ দশক ১৫ পণ ১০ গণ্ডা, ৩২ দশকে ১৬ পণ; ইত্যাদি। ৪০ দশকে ২০ পণ; ৪৩ দশকে ২১ পণ ১০ গণ্ডা ইত্যাদি। অথবা নামাইয়া পড়িতে হইলে এই রূপে পাঠ করা রীতি। যথা ১ দশকে ১০ গণ্ডা, ২ দশকে ১ পণ, ২ দশকে নামে না হাতে ১ পণ; ৩ দশক এক পণ ১০ গণ্ডা, ৩ দশকের ১ দশক নামে, হাতে ১ পণ; ইত্যাদি। ৩১ দশক ১৫ পণ ১০ গণ্ডা, ৩১ দশকের ১ দশক নামে হাতে ১৫ পণ; ইত্যাদি; ৪৫ দশক ২২ পণ ১০ গণ্ডা, ১ দশক নামে হাতে ২২ পণ; ইত্যাদি।

৪৬। শিক্ষক সর্ব্বদা এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। ৫৪ দশকে কত? ২৭ পণ; কত নামে? নামে না; হাতে কত? ২৭ পণ কত? ১ কাহন ১১ পণ; কত নামে? ৩ পণ; হাতে কত? ১ কাহন; ২৭ পণের আকার কিরূপ? ১॥৶১০; ৫৫ দশকে কত? ২৭ পণ ১০ গণ্ডা; কত নামে? ১ দশক; হাতে কত? ২৭ পণ; কত দশকে ২৭ পণ? ৫৪ দশকে; কত দশকে ২৭ পণ ১০ গণ্ডা? ৫৫ দশকে ইত্যাদি।

৪৭। কাক কড়াদির স্থূল গুণাবলী।

আসামী	কাক	কড়া	গণ্ডা	বুড়ি	পণ	চোক	কাঠা	সের	দশক
১০	৲১৷৷৵	৲২৷৷	৲১০	৵১০	৷৷৵০	২৷৷০	৷৷০	৷০	৷৴০
২০	৲১৷	৲৫	৴০	৷৴০	১৷০	৫৲	১৴০	৷৷০	৷৷৵০
৩০	৲১৸৵	৲৭৷৷	৴১০	৷৶১০	১৸৵০	৭৷৷০	১৷৷০	৸০	৸৶০
৪০	৲২৷৷	৲১০	৵০	৷৷৵০	২৷৷০	১০৲	২৴০	১৴০	১৷০
৫০	৲৩৵	৲১২৷৷	৵১০	৸১০	৩৵০	১২৷৷০	২৷৷০	১৷০	১৷৷৴০
৬০	৲৩৸	৲১৫	৶০	৸৶০	৩৸০	১৫৲	৩৴০	১৷৷০	১৸৵০
৭০	৲৪৷৵	৲১৭৷৷	৶১০	১৴১০	৪৷৵০	১৭৷৷০	৩৷৷০	১৸০	২৶০
৮০	৲৫	৴০	৷০	১৷০	৫৲	২০৲	৪৴০	২৴০	২৷৷০
৯০	৲৫৷৷৵	৴২৷৷	৷১০	১৷৵১০	৫৷৷৵০	২২৷৷০	৪৷৷০	২৷০	২৸৴০
১০০	৲৬৷	৴৫	৷৴০	১৷৷৴০	৫৷০	২৫৲	৫৴০	২৷৷০	৩৵০
১০০০	৶২৷৷	৸১	৩৵০	১৫৷৷৵০	৬২৷৷০	২৫০৲	৫০৴০	২৫৴০	৩১৷০

৪৮। পড়িবার রীতি। দশ কাকে আড়াই কড়া, দশ কড়া আড়াই গণ্ডা, দশ গণ্ডায় এক দশক, দশ বুড়ি ২ পণ ১০ গণ্ডা, ১০ পণ ২ চোক ২ পণ, দশ চোকে আড়াই কাহন, দশ কাঠায় ২ চোক, দশ সেরে ১ চোক, দশ দশকে পাঁচ পণ। কুড়ি কাকে পাঁচ কড়া, ২০ কড়ায় পাঁচ গণ্ডা কুড়ি গণ্ডায় ১ পণ, কুড়ি বুড়ি ৫ পণ, ২০ পণ ১ কাহন ৪ পণ, ২০ চোকে ৫ কাহন, ২০ কাঠা ১ বিঘা, ২০ সেরে ২ চোক, ২০ দশকে দশ পণ। ৩০ কাকে সাড়ে ৭ কড়া, ৩০ কড়া ৭ গণ্ডা ২ কড়া, ৩০ গণ্ডা ১ পণ ১০ গণ্ডা, ৩০ বুড়ি সাড়ে ৭ পণ, ৩০ পণ ১ কাহন ১৪ পণ, ৩০ চোকে সাড়ে ৭ কাহন, ৩০ কাঠা ১ বিঘা ১০ কাঠা, ৩০ সেরে ৩ চোক, ৩০ দশকে ১৫ পণ। ৪০ কাকে ১০ কড়া ৪০ কড়ায় দশ গণ্ডা, চল্লিশ গণ্ডায় ২ পণ, ৪০ বুড়ি ১০ পণ, ৪০ পণ ২ কাহন ২ চোক, ৪০ চোকে ১০ কাহন, ৪০ কাঠায় ২ বিঘা, ৪০ সেরে ১ মণ, ৪০ দশকে ২০ পণ,। ৫০ কাকে সাড়ে ১২ কড়া ৫০ কড়া সাড়ে ১২ গণ্ডা, ৫০ গণ্ডা ২ পণ ১০ গণ্ডা, ৫০ বুড়ি সাড়ে ১২ পণ ৫০ পণ ৩ কাহন ২ পণ, ৫০ চোকে সাড়ে ১২ কাহন, ৫০ কাঠা ২ বিঘা ১০ কাঠা, ৫০ সের ১ মণ ১০ সের, ৫০ দশকে ২৫ পণ। ইত্যাদি।

৪৯। শিক্ষক এক্ষণে মিশ্রিত প্রকারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। যথা ১৫ কড়ায় কত? ৩ গণ্ডা ৩ কড়া; কত নামে? ৩ কড়া; হাতে কত? ৩ গণ্ডা; কত কড়া ৩ গণ্ডা? ১২ কড়া; কত কড়া ৩ গণ্ডা ৩ কড়া? ১৫ কড়া। আকার কিরূপ ,৩৵; ১৫ গণ্ডায় কত? ১ দশক ৫ গণ্ডা, কত নামে? ৫ গণ্ডা, হাতে? ১ দশক; কত গণ্ডায় ১ দশক? ১০ গণ্ডায়, কত গণ্ডায় ১ দশক ৫ গণ্ডা ১৫ গণ্ডায়। আকার কিরূপ? ,১৫; ১৫ পণে কত? ৩ চোক ৩ পণ, কত নামে? ৩ পণ, হাতে? ৩ চোক; কত পণে ৩ চোক? ১২ পণে, কত পণ ৩ চোক ৩ পণ? ১৫ পণ। ১৫ পণের আকার কিরূপ? ৸৶০। ১৫ বুড়ি কত? ৩ পণ ১৫ গণ্ডা, কত নামে ৩ বুড়ি নামে, হাত? ৩ পণ; কত

বুড়ি ৩ পণ? ১২ বুড়ি, কত বুড়ি ৩ পণ ১৫ গণ্ডা? ১৫ বুড়ি, ১৫ বুড়ির আকার কিরূপ? ৶/১৫; ১৫ চোকে কত? ৩ কাহন ৩ চোক, কত নামে? ৩ চোক নামে, হাতে? ৩ কাহন; কত চোকে ৩ কাহন? ১২ চোকে: কত চোক ৩ কাহন ৩ চোক? ১৫ চোক, উহার আকার কিরূপ? ৩৸০; ১৫ কাঠায় কত? ৩ চোক, কত নামে? নাহে মনা, হাতে? ৩ চোক। কত কাঠায় ৩ চোক? ১৫ কাঠায়, উহার আকার কিরূপ? ৸০; ইত্যাদি।

ধারাপাতবিষয়িণী মনোগণিতের প্রশ্ন।

[পাটীগণিতে মিশ্ররাশির আর্য্যা দেখ]

উদাহরণমালা।

১

১।

(১) ২৫ কড়ায় কত? ২৫ কাকে কত? ২৫ গণ্ডায় কত?

(২) ২৫ বুড়িতে কত? ২৫ পণ কত? ২৫ চোকে কত?

(৩) ২৫ কাঠায় কত? ২৫ সেরে কত? ২৫ দশকে কত?

(৪) ৩৬৫ পণে কত? ৩৬৫ দশকে কত? ৩৬৫ সেরে কত?

(৫) কত কড়ায় ৫৫ গণ্ডা; কত পণে ৬৮ কাহন;

(৬) কত সেরে ৮২ মণ; কত ছটাকে ৮২ সের;

(৭) কত কাঁচ্চায় ৮২ ছটাক; কত কড়ায় ৮২ কাঁচ্চা;

(৮) কত কাঠায় ৫৮ বিঘা; কত সিকায় ৩২৯ টাকা;

(৯) ম ২৸৬ কত সের? কত ছটাক?

(১০) বি ২৸৪ এতে কত কাঠা? কত ছটাক?

(১১) কাহন ৩৸/১৫ তে কত পণ? কত গণ্ডা? কত টা?

(১২) ১৮২ এককে কত? ২২৩ দশকে কত? ১২২ বুড়ি কত?

(১৩) ১৩৮ সেরে কত? ৪২৩ কড়ায় কত? ৪২৩ গণ্ডায় কত?

(১৪) ৩৩৩ পণে কত? ৩৯৯ কাঠায় কত?

(১৫) ৩৬৫ কড়ায় কত? ৩৬৫ আনায় কত? ৩৬৫ কাঠায় কত?

২।

(১) ৮৭ পণে কত? ৯২ আনায় কত? ১৩ পয়সায় কত? ২৯ সিকায় কত?

(২) ২৭৯ সেরে কত? ৩৭২ সেরে কত? ৮৭২ সেরে কত?

(৩) ২৩৯ পণে কত? ৩৩৯ আনায় কত? ২১৯ সিকায় কত?

(৪) ৫৬ কাঠায় কত? ২৭২ কাঠায় কত? ৪৩৮ কাঠায় কত?

(৫) ৩৩ ছটাকে কত? ২৮৯ ছটাকে কত? ৩৮৭ দশকে কত?

(৬) ৪৩৮ কাহনে কত? ২৩ আনায় কত? ৭২৫ কড়ায় কত?

(৭) "সেরের সংখ্যার একককে সের, দশককে চোক এবং চোককে কাহনে লিখিলে যত কাহন তত মণ হইবে" ইহার কারণ কি?

(৮) ৯৯৯কে আসামী ধরিয়া কাক কড়াদির স্থূল গুণাবলীতে আর একটী স্তবক যোগ কর।

৫০। যোগাবলী, বিয়োগাবলী, গুণাবলী, পাটীগণিতে উক্ত হইয়াছে। ও গুলি এই সময়ে মুখস্থ করান উচিত। তাহার পর সওয়া দেড়িয়া ও আড়াইয়া। এই গুলির পরে পাটীগণিতারম্ভ।

পাতনগণিত ও মনোগণিত সম্বন্ধীয় পাটীগণিতের সঙ্কেত।

৫১। অমিশ্র সঙ্কলন। যোগক্রিয়ার সংশোধন। সঙ্কল্য রাশি গুলির প্রত্যেকের অঙ্কসমষ্টি স্থির করিয়া, উহাদের প্রত্যেক হইতেই যতবার পার নয় (৯) বাদ দাও; বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা স্ব স্ব রাশির সম্মুখে একটু অন্তরে রাখ। পরে এই অবশিষ্ট

গুলির সমষ্টি স্থির করিয়া উহা হইতে যতবার পার ৯ বাদ দাও; শেষ অবশিষ্টটী প্রাপ্ত যোগফলের ডানিদিকে একটুকু অন্তরে রাখ। পরে যোগ ফলের অঙ্ক সমষ্টি হইতে যত বার পার ৯ বাদ দিয়া যাহা থাকিবে তাহা যদি যোগফল সম্মুখস্থিত রাশির সমান হয় তবে যোগক্রিয়ায় ভুল হয় নাই জানিবে।

উদাহরণ। ৫৭২,৭৮৯,৫২৬,৪৩৩ ইহাদের সমষ্টি কত?

৫২৭	...	...	৫
৭৮৯	...	...	৬
৫২৬	...	...	৪
৪৩৪	...	...	২
২৩২১	...		৮

উক্ত প্রক্রিয়ার কারণ। উক্ত প্রক্রিয়া পাটীগণিতের ৮৭ সূত্রোক্ত উপপাদ্য হইতেই উদ্ভূত। ঐ উপপাদ্য হইতে দেখা যায় যে সঙ্কল্য রাশি গুলির প্রত্যেককে ৯ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে উহাদের প্রত্যেকের অঙ্কসমষ্টিকে ৯ দিয়া ভাগ করিলেও তাই অবশিষ্ট থাকিবে। তাহা হইলেই সঙ্কল্য রাশি গুলির সমষ্টিকে ৯ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে উহাদের অঙ্কসমষ্টিকে ৯ দিয়া ভাগ করিলেও তাহাই অরশিষ্ট থাকিবে। সুতরাং সঙ্কল্য রাশি গুলির সমষ্টির অঙ্কসমষ্টি হইতে যত বার পার ৯ বাদ দিলে যাহা থাকিবে, সঙ্কল্য রাশি গুলির অঙ্কসমষ্টি হইতে ৯ যত বার পার বাদ দিলে তাহাই অবশিষ্ট থাকিবে। তবেই উক্ত প্রক্রিয়া প্রমাণ সিদ্ধ হইল।

৫২। যদি এরূপ কতকগুলি রাশির সমষ্টি স্থির করিতে হয় যে তাহাদের কিছু সাধারণ অন্তর আছে; তবে তাহাদের সমষ্টি স্থির করিবার নিয়ম এই। প্রথমাঙ্কে শেষাঙ্কটী যোগ কর; এবং যত গুলি অঙ্ক যোগ করিতে হইবে তৎসংখ্যা সূচকাঙ্কের অর্দ্ধেক দিয়া প্রাপ্ত যোগফলকে গুণ কর; এই গুণফলই উদ্দেশ্য সমষ্টি হইবে।

১ উদাহরণ। শতিকাস্থিত ১ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত রাশি গুলির সমষ্টি কত? এস্থলে প্রথমাঙ্ক ১; শেষাঙ্ক ১০০; অঙ্কসংখ্যা ১০০; সুতরাং সমষ্টি=(১০০+১) ১০০ ÷ ২ =১০১ × ৫০=৫০৫০।

২ উদাহরণ। এরূপ ১৮টী রাশি আছে যে তাহাদের সাধারণ অন্তর ২; প্রথমাঙ্ক ১ এবং শেষাঙ্ক ৩৫; উহাদের সমষ্টি কত?

সমষ্টি= (৩৫+১) ১৮ ÷ ২ =৩৬×৯=৩২৪।

৫৩। যদি এরূপ কতকগুলি রাশির সমষ্টি স্থির করিতে হয় যে তাহাদের সাধারণ অন্তর, অঙ্ক সংখ্যা ও প্রথমাঙ্ক প্রদত্ত আছে; তবে এই নিয়ম অবলম্বন কর। অঙ্ক সংখ্যা হইতে ১ বিয়োগ করিয়া অবশিষ্টকে সাধারণ অন্তর দিয়া গুণ কর; গুণফলে প্রথমাঙ্কের দ্বিগুণ যোগ কর। প্রাপ্ত যোগফলকে অঙ্ক সংখ্যার অর্দ্ধেক দ্বারা গুণ কর। এই নূতন গুণফলই উদ্দেশ্য সমষ্টি।

এই নিয়মানুসারে উক্ত উদাহরণটী এই রূপে সাধ্য।

১ম উদাহরণ। ১০০—১=৯৯; ৯৯× সাধারণ অন্তর=৯৯; প্রথমাঙ্ক ×২= ২; ৯৯ + ২=১০১; ১০০÷২=৫০; ১০০১ × ৫০=৫০৫০= উদ্দেশ্য সমষ্টি।

২ উদাহরণ। ২য় উদাহরণটী এই রূপে সাধ্য।

১৮—১=১৭; ১৭ × ২=৩৪; ৩৪+২=৩৬; ১৮ ÷ ২ = ৯; ৩৬ × ৯

=৩২৪= উদ্দেশ্য সমষ্টি।

বিবৃতি। উক্ত প্রক্রিয়া সমুদায়ের কারণ পাটীগণিতোক্ত "সাঙ্কলনিক সঙ্কেতে" সংক্ষেপে প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক।

৫৪। বিয়োগের মিলন। বিয়োজন ও বিয়োজ্য রাশি এই দুইটীকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া উহাদের অঙ্ক সমষ্টি হইতে যত বার পার ৯ বাদ দাও; তাহার পর বিয়োজন রাশির অবশিষ্ট হইতে বিয়োজ্য রাশির অবশিষ্ট বাদ দাও, বিয়োজন রাশির অবশিষ্ট লঘু হইলে উহাতে ৯ যোগ করিয়া প্রক্রিয়া করিবে। তাহা হইলেই

একটী নূতন অবশিষ্ট হইবে। যদি বিয়োগে ভুল না-হইয়া থাকে, তবে বিয়োগাবশিষ্টের অঙ্কসমষ্টি হইতে যত বার পার ৯ বাদ দিলে অবশিষ্টটী ঐ নূতন অবশিষ্টের সমান হইবে।

উদা। ৪৩৬ ও ২১৫ ইহাদের অন্তর কত?

বিয়োজন রাশি......৪৩৬......৪+৯
বিয়োজ্য রাশি ......২১৫......৮
বিয়োগাবশিষ্ট......২২১......৫

উদা। ৮৫০ হইতে ২৯০ অন্তর কর

৮৫০......৪
২৯০......২
৫৬০......২
} প্রক্রিয়ার কারণ অতি সহজ।

গুণন।

৫৫। পাঁচ দিয়া গুণ করিবার নিয়ম। কোন রাশিকে ৫ দিয়া গুণ করিতে হইলে উহাকে ১০ দিয়া গুণ করিয়া ২ দিয়া ভাগ করিবে।

উদা। যথা ৬৩৭ কে পাঁচ দিয়া গুণ কর।

গুণফল = ৬৩৭০ ÷ ২ = ৩১৮৫

বিবৃতি। কোন রাশিকে ১০ দিয়া গুণ করিতে হইলে উহার ডানিদিকে ১ টী শূন্য বসাইলেই হইবে।

৫৬। কোন রাশিকে ৯ দিয়া গুণ করিতে হইলে উহার ডানিদিকে একটী শূন্য বসাইয়া প্রাপ্ত ফল হইতে প্রস্তাবিত রাশি বাদ দিবে। যথা

উদা। ১২৩৪৫ কে ৯ দিয়া গুণ কর।

১২৩৪৫৬০
১২৩৪৫৬
১১১১১০৪



৫৭। কোন রাশিকে ৭ বা ৮ দিয়া গুণ করিতে হইলে উহাকে যথাক্রমে ৩ বা ২ দিয়া গুণ করিয়া প্রাপ্ত ফল প্রস্তাবিত রাশির ১০ গুণ হইতে বাদ দিবে।

যথা। ১২৩ কে ৭ ও ৮ দিয়া গুণ কর।

(১)	(২)
১২৩০	১২৩০
৩	২
৩৬৯	২৪৬

গুণ্যের ৭ গুণ=৮৬১ উত্তর। ৮ গুণ=৯৮৪ উত্তর।

৫৮। এগার দিয়া গুণ করিবার নিয়ম।

(১) গুণ্য রাশিটী দুই অঙ্কবিশিষ্ট আর উহার অঙ্কসমষ্টি ৯ অথবা ৯ এর ন্যূন হইলে অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টি উহাদের মধ্যে স্থাপিত করিলেই উদ্দেশ্য গুণফল প্রাপ্ত হইবে। যথা

২৩কে ১১ দিয়া গুণ করিলে গুণফল ২৫৩ হইবে।

৬৩কে ১১ .... ৬৯৩ হইবে। ইত্যাদি।

(২) গুণ্য রাশিটী দুই অঙ্ক বিশিষ্ট আর উহার অঙ্কসমষ্টি ৯ অপেক্ষা গুরু হইলে অঙ্কদ্বয়ের মধ্যে একটী শূন্য আর প্রকৃত গুণ্য রাশির অঙ্কসমষ্টির দক্ষিণে একটী শূন্য বসাইয়া প্রাপ্ত ফল দুইটীর সমষ্টি বাহির করিবে। সমষ্টিই উদ্দেশ্য রাশি। যথা

উদাহরণ। ৭৮কে ১১ দিয়া গুণ কর। গুণফল=৭০৮+১৫০=৮৫৮

প্রক্রিয়ার কারণ অতি সহজ। যেহেতু ৭৮×১১=

(৭০+৮) (১০+১)=৭০০+৮০+৭০+৮=৭০৮+১৫০

(৩) রাশিটী দুইয়ের অধিক অঙ্কবিশিষ্ট হইলে এইরূপে প্রক্রিয়া করিবে। গুণ্য রাশির এককস্থানীয় অঙ্ককে গুণফলের এককস্থানীয় অঙ্ক বলিয়া রাখ। পরে এককস্থানীয় অঙ্কের সহিত দশক-

স্থানীয় অঙ্ক যোগ করিয়া প্রাপ্ত যোগফলের দক্ষিণদিকের অঙ্কটী উদ্দেশ্য গুণফলের দ্বিতীয় অঙ্ক কর আর ঐ যোগফলের বাকি অঙ্কটী হাতে ধর। তাহার পর হাতের অঙ্কটী প্রকৃত গুণ্য রাশির দশকস্থানীয়াঙ্কে যোগ করিয়া উহাতে শতকস্থানীয় অঙ্কটী যোগ কর; এই নূতন যোগফলের ডানিদিকের অঙ্কটী উদ্দেশ্য গুণফলের শতকস্থানীয় অঙ্ক বলিয়া রাখ আর বাকী অংশটী লইয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রক্রিয়া কর। শেষে গুণ্য রাশির (বামদিক হইতে) প্রথম অঙ্কে হাতের অঙ্কটী যোগ করিয়া যোগফলটী উদ্দেশ্য গুণফলের প্রাপ্ত অংশের বামদিকে বসাইবে তাহা হইলেই উদ্দেশ্য গুণফল নির্ণীত হইবেক। যথা

১ম উদাহরণ। ৮৯৭৩কে ১১ দিয়া গুণ কর।

৮৯৭৩ গুণ্য

৯৮৭০৩ গুণফল।

কার্য্যকালে এইরূপে প্রক্রিয়া করা যায়। যথা ৩এ কর্ত্তি ৩; ৭ আর ৩ এ ১০; ১০ এর ০ নামে হাতে ১; ১ আর ৭ এ ৮; ৮ আর ৯ এ ১৭; ১৭ এর ৭ হাতে ১; ১ আর ৯ এ ১০, ১০ আর ৮ এ ১৮; ১৮ এর ৮ নামে হাতে ১; ১ আর ৮ এ ৯; ৯ এ কর্ত্তি ৯। তাহা হইলেই গুণফল ৯৮৭০৩ হইল।

২ উদাহরণ। ৬৯৮৭কে ১১ দিয়া গুণ কর।

৬৯৮৭=গুণ্য

৭৬৮৫৭=গুণফল।

৫৯। কোন রাশিকে ১১,১২ বা ১৩ দিয়া গুণ করিতে হইলে উহাকে যথাক্রমে ২ বা ৩ দিয়া গুণ করিয়া প্রাপ্ত গুণফলে প্রকৃত গুণ্যের ১০ গুণ যোগ করিবে। যথা

উদাহরণ।—১২৩কে ১১,১২ ও ১৩ দিয়া ক্রমান্বয়ে গুণ কর।

১২৩০
২
২৪৬

১২৩০
৩
৩৬৯

১২৩০
১২৩

গুণ্যের ১২ গুণ=১৪৭৬; ১৩ গুণ=১৫৯৯; ১১ গুণ=১৩৫৩

৬০। কোন রাশিকে ১৫ দিয়া গুণ করিতে হইলে উহাকে ১০ গুণ করিয়া প্রাপ্ত গুণফলে উহার অর্দ্ধেক যোগ কর। অথবা প্রকৃত গুণ্য রাশিকে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া ২ দিয়া ভাগ করিবে।

উদাহরণ। ৪৬৮কে ১৫ দিয়া গুণ কর।

২ | ৪৬৮০
২৩৪০

উত্তর। ৭০২০

অথবা

৪৬৮০
৩
২ | ১৪০৪০
৭০২০ উত্তর

কার্য্যকালে এইরূপে অন্যান্য নিয়ম অবলম্বন করা যাইতে পারে।

৬১। কোন 'দুই অঙ্ক' বিশিষ্ট রাশির বর্গ স্থির করিবার নিয়ম। এককস্থানীয় অঙ্কের বর্গ স্থির করিয়া উহার ডানিদিকের অঙ্কটী উদ্দেশ্য বর্গের এককস্থানীয় অঙ্ক বলিয়া রাখ আর অবশিষ্টাংশ হাতে ধর। তাহার পর এককাঙ্কের দ্বিগুণকে দশকাঙ্ক দিয়া গুণ করিয়া গুণফলে পূর্ব্বে হাতের অঙ্ক যোগ কর এবং ঐ যোগফলের ডানিদিকের অঙ্কটী উদ্দেশ্য রাশির দশকস্থানীয় অঙ্ক বলিয়া ধর আর অবশিষ্টাংশটী হাতে রাখ। পরে দশকাঙ্কের বর্গে ঐ হাতের অঙ্ক যোগ করিয়া প্রাপ্ত রাশি উদ্দেশ্য বর্গের প্রাপ্তাংশের বামে স্থাপন করিলেই উদ্দেশ্য বর্গ ব্যক্ত হইবেক। যথা

উদাহরণ। ২৪ এর বর্গ স্থির কর।

২৪ মূলরাশি
৫৭৬ বর্গরাশি।

কার্য্যকালে এইরূপে প্রক্রিয়া করা যায়। যথা ৪, ৪ এ ১৬, ১৬ এর ৬ নামে হাতে এক; ৪, ২দুগুণে ৮, ৮ দুগুণে ১৬, ১৬ আর ১ এ ১৭, ১৭ এর ৭ নামে হাতে ১; দুই দুগুণে ৪ আর ১ এ ৫; ৫ এ কর্ত্তি পাঁচ।

৬২। কোন রাশিকে (১) ২৫, (২) ৫০, (৩) ৭৫, (৪) ১২৫, (৫) ১৭৫, (৬) ২২৫, (৭) ২৭৫ দিয়া গুণ করিতে হইলে গুণ্যকে যথাক্রমে (১) ১০০ (২) ১০০ (৩) ৩০০ (৪) ১০০০ (৫) ৭০০ (৬) ৯০০ (৭) ১১০০ দিয়া গুণ করিয়া ক্রমান্বয়ে (১) ৪ (২) ২ (৩) ৪ (৪) ৮ (৫) ৪ (৬) ৪ (৭) ৪ দিয়া ভাগ করিবে।

উদাহরণ যথা—। ৯৮৭৬৫৪৩২১কে ২৭৫ দিয়া গুণ কর

৯৮৭৬৫৪৩২১০০০
৯৮৭৬৫৪৩২১০০

৪)১০৮৬৪১৯৭৫৩১০০

২৭১৬০৪৯৩৮২৭৫ উত্তর।

৬৩। গুণ্যকে (১) $৩৩\frac{১}{৩}$ (২) $৬৬\frac{২}{৩}$ (৩) $৩৩৩\frac{১}{৩}$ (৪) $৬৬৬\frac{২}{৩}$ ইত্যাদি দিয়া গুণ করিতে হইলে উহাকে ক্রমান্বয়ে (১) ১০০ (২) ২০০ (৩) ১০০০০ (৪) ২০০০ ইত্যাদি দিয়া গুণ করিয়া প্রত্যেককে ৩ দিয়া ভাগ করিবে। উদাহরণ। যথা ১২৩৪৫৬৭৮৯ কে $৬৬\frac{২}{৩}$ দিয়া গুণ কর।

১২৩৪৫৬৭৮৯
২

৩ | ২৪৬৯১৩৫৭৮০০

৮২৩০৪৫২৬০০ উত্তর।

৬৪। কোন সংখ্যাক (১) ৩, (২) ৬ (৩) ৯ দিয়া গুণ করিতে হইলে যত গুলি ৩, বা ৬ বা ৯ থাকিবে গুণ্যের দক্ষিণে তত গুলি শূন্য বসাইয়া প্রাপ্ত রাশি হইতে গুণ্যটী অন্তর করিবে এবং বিয়োগা-

বশিষ্টকে যথাক্রমে (১) ৩ (২) ৩ (৩) ১ দিয়া ভাগ করিয়া ক্রমান্বয়ে (১) ১ (২) ২ (৩) ১ দিয়া গুণ করিবে।

উদাহরণ। যথা। ৯৮৭৬৫৪৩২কে (১) ৩৩৩৩৩, (২) ৬৬৬৬, (৩) ৯৯৯ দিয়া গুণ কর।

(১)

৯৮৭৬৫৪৩২০০০০০
৯৮৭৬৫৪৩২

৩ | ৯৮৭৬৪৪৪৪৩৪৫৬৮

৩২৯২১৪৮১৪৪৮৫৬ উত্তর।

(২)

৯৮৭৬৫৪৩২০০০০
৯৮৭৬৫৪৩২

৩ | ৯৮৭৫৫৫৫৫৪৫৬৮

৩২৯১৮৫১৮৪৮৫৬
২

৬৫৮৩৭০৩৬৯৭১২ উত্তর

(৩)

৯৮৭৬৫৪৩২০০০
৯৮৭৬৫৪৩২

৯৮৬৬৬৬৬৬৫৬৮ উত্তর।

বিবৃতি। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে যুক্তিকৌশলে অন্যান্য রাশির দ্বারা ও সংক্ষিপ্ত রূপে গুণন নিষ্পন্ন হইতে পারে। যথা—

উদাহরণ। ৪৩২১কে ৫১, ২৬, ও ৩৪ $\frac{১}{৩}$ দিয়া গুণ কর।

২ | ৪৩২১০০ ৪ | ৪৩২১০০ ৩ | ৪৩২১০০

২১৬৪৫০ ১০৮০২৫ ১৪৪০৩৩ $\frac{১}{৩}$
৪৩২১ ৪৩২১ ৪৩২১

উত্তর। ২২০৩৭১ উঃ ১১২৩৪৬ ১৪৮৩৫৪ $\frac{১}{৩}$ উঃ

৬৫। ভাগহার মিলাইবার দ্বিতীয় নিয়ম।

ভাগফলের অঙ্কসমষ্টি হইতে যত বার পার ৯ বাদ দিয়া অবশিষ্টটী × চিহ্নের ডানি দিকে রাখ; ভাজক লইয়া ঐরূপ প্রক্রিয়া করিয়া

অবশিষ্টটী উক্ত চিহ্নের বামে স্থাপন কর; তাহার পর স্থাপিত অঙ্কদ্বয়ের গুণফল হইতে যত বার পার ৯ বাদ দিয়া অবশিষ্টটী ঐ গুণক চিহ্নের উপর রাখ; তাহার পর ভাজ্যের অঙ্কসমষ্টি হইতে ভাগশেষের অঙ্ক সমষ্টি বাদ দিয়া অবশিষ্ট হইতে যত বার পার ৯ বাদ দাও আর বাকী যাহা থাকিবে তাহা উক্ত গুণক চিহ্নের নিম্নে রাখি; যদি গুণক চিহ্নের উপরি ও নিম্ন লিখিত রাশি দুইটী সমান হয় তবে প্রক্রিয়ায় ভুল হয় নাই জানিবে। যথা

উদা। ৩১৮৪৯৩৫৮৫ কে ৮৬০৭ দিয়া ভাগ কর।

```
  ৩            ১              ৫
৮৬০৮.)  ৩১৮৪৯৩৫৮৫   (৩৭০০৪
        ২৫৮২১

          ৬০২৮৩
          ৬০২৪৯
          ─────
            ৩৪৫৮৫
            ৩৪৪২৮
            ─────
              ১৫৭     ∴ ৯+১—৪=৬
               ৪
```



৬৬। পাঁচ দিয়া ভাগের নিয়ম। যে রাশিকে ৫ দিয়া ভাগ করিতে হইবে তাহাকে ২ দিয়া গুণ করিয়া ১০ দিয়া ভাগ কর। যথা

উদা। ৬৩৭কে ৫ দিয়া ভাগ কর।

ভাগফল=৬৩৭×২÷১০=১২৭৪÷১০=১২৭·৪

[২] কোন রাশিকে ২৫ দিয়া ভাগ করিতে হইলে ৪ দিয়া গুণ করিয়া ১০০ দিয়া ভাগ করিবে। ১২৫ দিয়া ভাগ করিতে হইলে ৮ দিয়া গুণ করিয়া ১০০০ দিয়া ভাগ করিবে।

উদাহরণ। ৫৪১কে ২৫ দিয়া ও ১২৩৪কে ১২৫ দিয়া ভাগ কর।

(১) ভাগফল=৫৪১ × ৪÷১০০=২১৬৪÷১০০=২১·৬৪

[২] ভাগফল=১২৩৪ × ৮÷১০০০=৯৮৭২÷১০০০=৯·৮৭২

[৩] কোন রাশিকে (১) ১৫ দিয়া (২) ৩৫ দিয়া (৩) ৪৫ দিয়া (৪) ৫০ দিয়া (৫) ৫৫ দিয়া ভাগ করণার্থ প্রস্তাবিত রাশিকে ২ দিয়া গুণ করিয়া যথাক্রমে (১) ৩০ দিয়া (২) ৭০ দিয়া (৩) ৯০ দিয়া (৪) ১০০ দিয়া (৫) ১১০ দিয়া দিয়া ভাগ কর।

উদা। ৬৫০৩ কে ৩৫ দিয়া ভাগ কর।

ভাগফল=৬৫০৩ × ২÷৭০=১৩০০৬÷৭০=১৫৭১৬÷৭০=১৫৭৮÷৩৫

= $৪৫\frac{৩}{৩৫}$ ইত্যাদি।

[৪] কোন রাশিকে (১) ৭৫ দিয়া (২) ১৭৫ দিয়া (৩) ২২৫ দিয়া (৪) ২৭৫ দিয়া ভাগ করিতে হইলে প্রত্যেক বারেই ৪ দিয়া গুণ করিয়া যথাক্রমে (১) ৩০০ দিয়া (২) ৭০০ দিয়া (৩) ৯০০ দিয়া (৪) ১১০০ দিয়া ভাগ করিবে।

উদা। ২৬৯৭ কে ৭৫ দিয়া ভাগ কর।

২৬৯৭÷৭৫=২৬৯৭ × ৪÷৩০০=১০৭৮৮÷৩০০=৩৫·৯৬ ইত্যাদি।

অন্যান্য নিয়মও ঐরূপে নিরূপিত হইতে পারে

[৫] ভাজ্যকে (১) $৩৩\frac{১}{৩}$ (২) $৬৬\frac{২}{৩}$ (৩) $৩৩৩\frac{১}{৩}$ (৪) $৬৬৬\frac{২}{৩}$ ইত্যাদি দিয়া ভাগ করিতে হইলে উহাকে ৩ দিয়া গুণ করিয়া ক্রমান্বয়ে (১) ১০০ (২) ২০০ (৩) ১০০০ (৪) ২০০০ দিয়া ভাগ কর।

উদা। ২৩৪৫৬ কে ৩৩৩$\frac{১}{৩}$ ও ৬৬৬$\frac{২}{৩}$ দিয়া ভাগ কর

২৩৪৫৬	২৩৪৫৬
৩	৩
১০০০ | ৭০৩৬৭৮	২০০০ | ৭০৩৬৮
উত্তর=৭০'৩৬৮	৩৫'১৮৪=উত্তর।

৬৭। কোন সংখ্যক ৩, ৬ ও ৯ দিয়া ভাগ করিবার নিয়ম।

(ক) যে রাশির সকল অঙ্কই ৯ অর্থাৎ যাহা কেবল কতকগুলি ৯ দ্বারা নির্ম্মিত তদ্দ্বারা ভাগ করিবার নিয়ম। যথা—

ভাজকে যতগুলি ৯ আছে ভাজ্যের ডানি দিক হইতে আরম্ভ করিয়া ততগুলি অঙ্ক অন্তরে এক একটী কমা দ্বারা উহা ছিন্ন কর। এইরূপে ছিন্নীকৃত ভাজ্যের নিম্নে উহার ডানিদিকস্থ প্রথম ছেদটী বাদে অবশিষ্টাংশ এরূপে স্থাপন কর যে অবশিষ্টের ডানিদিক হইতে প্রথম ছেদটী প্রস্তাবিত রাশির ডানিদিকস্থ প্রথম ছেদের নীচে পড়িবে। তাহার পর দ্বিতীয় বারের স্থাপিত রাশির নিম্নে উাহর ডানিদিকস্থ প্রথম ছেদ বাদে অবশিষ্টাংশটী পূর্ব্বের ন্যায় লিখ; এবং যতক্ষণ না সকল ছেদ গুলি এইরূপে লিখিত হয় ততক্ষণ ঐরূপ কর। তাহার পর নীচে নীচে স্থাপিত রাশিগুলির সমষ্টি স্থির কর; এবং ভাজকে যতগুলি ৯ আছে ঐ সমষ্টির ডানিদিক হইতে ততগুলি অঙ্ক বাদে একটী কমা স্থাপন কর। পরে সকল রাশিগুলির ডানিদিকের প্রথম ছেদ হইতে উহার বাম দিকে যে হাতের অঙ্ক যোগ করিয়াছ, তাহা ঐ সমষ্টির বাদ দেওয়া রাশিতে যোগ কর। তাহা হইলেই ঐ কমার বামের রাশি উদ্দেশ্য ভাগফল এবং দক্ষিণের রাশি ভাগশেষ হইবে।

উদা। ৩৭৫৮৫৮৯১ কে ৯৯৯ দিয়া ভাগ কর।

```
            ৩৭,৫৮৫,৮৯১
                ৩৭,৫৮৫
                    ৩৭
            ----------
             ৩৭৬২৩,৫১৩
+ হাতের              ১
            ----------
             ৩৭৬২৩,৫১৪
```

তাহা হইলেই ভাগফল ৩৭৬২৩ ও ভাগশেষ ৫১৪ হইল।

প্রমাণ।

```
৯৯৯) ৩৭৫৮৫৮৯১ (৩৭৬২৩
     ২৯৯৭
     ----
      ৭৬১৫
      ৬৯৯৩
      ----
       ৬২২৮
       ৫৯৯৪
       ----
        ২৩৪৯
        ১৯৯৮
        ----
         ৩৫১১
         ২৯৯৭
         ----
          ৫১৪
```

৬৮। উক্ত প্রক্রিয়ার যুক্তি।—স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে প্রস্তাবিত ভাজ্য= ৩৭৫৮৫০০০+৮৯১=(৩৭৫৮৫×৯৯৯+৩৭৫৮৫)+৮৯১

$= \overline{\text{৩৭৫৮৫}\times\text{৯৯৯}+\text{৮৯১}} + \text{৩৭০০০} + \text{৫৮৫}$

$= \overline{\text{৩৭৫৮৫}\times\text{৯৯৯}+\text{৮৯১}} + (\text{৩৭}\times\text{৯৯৯}+\text{৩৭}) + \text{৫৮৫}$

$= \overline{\text{৩৭৫৮৫}\times\text{৯৯৯}+\text{৮৯১}} + \text{৩৭}\times\text{৯৯৯} + \text{৫৮৫} + \text{৩৭}$

অতএব ভাগফল

$= \left(\text{৩৭৫৮৫}+\frac{\text{৮৯১}}{\text{৯৯৯}}\right)+\left(\text{৩৭}+\frac{\text{৫৮৫}}{\text{৯৯৯}}\right)+\frac{\text{৩৭}}{\text{৯৯৯}}$

এক্ষণে নিয়মানুসারে ভাগাবশিষ্টকে কমা দ্বারা পৃথক করিয়া রাখিলে ভাগফল

= ৩৭৫৮৫,৮৯১+৩৭,৫৮৫+,০৩৭

= ৩৭৬২৩+,১৫১৩ ; কিন্তু ,১৫১৩=৯৯৯+৫১৪

= ১,৫১৪ ; ∴ ভাগফল=৩৭৬২৩,৫১৪ ।

নিয়মানুসারে সমষ্টির বাদ দেওয়া রাশিতে যে হাতের অঙ্ক যোগ করিতে হয় তাহার কারণ অতি সহজ। দেখ সঙ্কল্য রাশিগুলির দক্ষিণ দিকের ছেদ যত উহা তত একক, এবং উহার বামের রাশি যত উহা ততগুণ ভাজক ব্যক্ত করে। আর ডানিদিকের ১ম ছেদটী যোগ করিয়া হাতে যত থাকিবে উহার স্থীয়মান = ভাজকে যতগুলি ৯ আছে একের পরবর্ত্তী ততগুলি শূন্য × হাতের অঙ্ক = ভাজক × হাতের অঙ্ক + হাতের অঙ্ক যত তত একক; এবং ১ম ছেদের বামের অঙ্ক যত উহা দ্বারা ভাজকের ততগুণ বুঝায়—সুতরাং হাতের অঙ্ক যত হইবে বাম দিকে তত হাতে ধরিয়া যোগ করিলেও সমষ্টির ১ম ছেদে ঐ হাতের অঙ্ক যোগ করিতে হইবে।

২য় উদা। ৩৪৫৬কে ৯ দিয়া এবং ৫০৮৯৪৯১ কে ৯৯৯৯ দিয়া ভাগ কর।

৩,৪,৫,৬	৫০৮,৯৪৯১
৩,৪,৫	,০৫০৮
৩৪	——————
৩	৫০৮,৯৯৯৯
——————	=৫০৯ উত্তর
৩৮৩,৮	
+হাতের ১	
——————	
৩৮৩,৯ = ৩৮৪ উত্তর।	

(খ) ভাজ্যকে কোন সংখ্যক ৩ দিয়া ভাগ করিতে হইলে উহাকে ৩ দিয়া গুণ করিয়া যত তিন দিয়া ভাগ করিতে হইবে তত ৯ দিয়া ভাগ কর।

(গ) ভাজ্যকে কোন সংখ্যক ৬ দিয়া ভাগ করিতে হইলে উহাকে ৩ দিয়া গুণ কর এবং যতগুলা ৬ দিয়া ভাগ করিতে হইবে ততগুলা ৯ দিয়া গুণফলকে ভাগ দিয়া ভাগফলকে আবার ২ দিয়া গুণ কর।

উদা। ৮৭৬৫৪৩২ কে যথাক্রমে (১) ৩৩৩ ও (২) ৬৬৬ দিয়া

(১)	(২)
৮৭৬৫৪৩২	২৬৩২২,৬১৮
৩	২
২৬,২৯৬,২৯৬	৫২৬৪৫,২৩৬
২৬,২৯৬	+ হাতের ১
২৬	
২৬৩২২,৬১৮	৫২৬৪৫.২৩৭
ভাগফল=২৬৩২২	∴ভাগফল = ৫২৬৪৫
ও শেষ=৬১৮;	এবং শেষ = ২৩৭;

ভগ্নাংশ সম্বন্ধীয় সঙ্কেত।

৬৯। অখণ্ড রাশি অথবা ভগ্নাংশ যে, কোন রাশিতে তাহারই কোন অংশ যোগ করিতে হইলে অংশসূচক ভগ্নাংশের লব ও হরের সমষ্টিকে নূতন লব ও হরকে নূতন হর করিয়া যে নূতন ভগ্নাংশ উৎপন্ন হইবে তদ্দ্বারা প্রস্তাবিত রাশিকে গুণ কর। গুণফলই উদ্দেশ্য রাশির

উদাহরণ। $\frac{৫}{৭}$ এতে উহার $\frac{৩}{৮}$ শ যোগ কর।

এস্থলে $\frac{৩}{৮}+\frac{৮}{৮}=\frac{১১}{৮}$; $\therefore \frac{৫}{৭}\times\frac{১১}{৮}=\frac{৫৫}{৫৬}$ উত্তর।

(৭০) অখণ্ড রাশি অথবা ভগ্নাংশ যে কোন রাশি হইতে তাহারই কোন ভগ্নাংশ বিয়োগ করিতে হইলে অংশসূচক ভগ্নাংশের লব ও হরের অন্তরকে নূতন লব ও হরকে নূতন হর করিয়া যে নূতন ভগ্নাংশ উৎপন্ন হইবে তদ্দ্বারা প্রস্তাবিত রাশিকে গুণ কর। গুণফলই উদ্দেশ্য রাশি।

উদা। $\frac{৫}{৭}$ হইতে উহার $\frac{৩}{৮}$শ বিয়োগ কর। এস্থলে $\frac{৮}{৮}-\frac{৩}{৮}=\frac{৫}{৮}$; $\therefore \frac{৫}{৭}\times\frac{৫}{৮}=\frac{২৫}{৫৬}$ উত্তর।

(৭১) দুইটী রাশির সমষ্টি হইতে তাহাদের অন্তর বিয়োগ করিলে বিয়োগফল লঘুরাশির দ্বিগুণ হইবে কিন্তু উহাদিকে যোগ করিলে সমষ্টি গুরুরাশির দ্বিগুণ হইবে। যথা

উদা। জমা ও খরচে $\frac{৫}{৮}$ টাকা এবং বাকী $\frac{৪}{৭}$, জমা ও খরচ কত ?

জমার দ্বিগুণ $=\frac{৫}{৮}+\frac{৪}{৭}=\frac{৩৫}{৫৬}+\frac{৩২}{৫৬}=\frac{৬৭}{৫৬}=১\frac{১১}{৫৬}$; $\therefore$ জমা $=\frac{৬৭}{১১২}$

খরচের দ্বিগুণ $=\frac{৫}{৮}-\frac{৪}{৭}=\frac{৩৫}{৫৬}-\frac{৩২}{৫৬}=\frac{৩}{৫৬}$; $\therefore$ খরচ $=\frac{৩}{১১২}$

৭২। $\frac{১}{২}$ ভগ্নাংশযুক্ত একান্তর দুইটী ভগ্নাংশের গুণফল স্থির করিতে হইলে গুরুতর অখণ্ড রাশির বর্গ হইতে ভগ্নাংশের বর্গ অন্তর কর। বাকীই উদ্দেশ্য রাশি

উদা। $৯\frac{১}{২}\times৮\frac{১}{২}$ সমিত কত ?

উত্তর $=(৯)^২-(\frac{১}{২})^২=৮১-\frac{১}{৪}=৮০\frac{৩}{৪}$

প্রমাণ। $(৯+\frac{১}{২})(৯-\frac{১}{২})=(৯)^২-(\frac{১}{২})^২$;

৭৩। $\frac{১}{২}$ যুক্ত কোন অখণ্ড রাশির বর্গ স্থির করিতে হইলে উক্ত অখণ্ড রাশিতে ১ যোগ করিয়া যত হইবে তাহাকে ঐ অখণ্ড রাশি দিয়া গুণ কর। এবং গুণফলে($\frac{১}{২}$ এর বর্গ $=$) $\frac{১}{৪}$ যোগ কর। এই সমষ্টিই উদ্দেশ্য রাশি।

উদা। $১৫\frac{১}{২}$ এর বর্গ কত ?

$(১৫+১)\times১৫=২৪০$; $\therefore ২৪০+\frac{১}{৪}=২৪০\frac{১}{৪}$ উত্তর।

প্রমাণ। দেখ $(১৫\frac{১}{২}+\frac{১}{২})(১৫\frac{১}{২}-\frac{১}{২})=(১৫\frac{১}{২})^২-(\frac{১}{২})^২$ অর্থাৎ $১৬\times ১৫=২৪০=(১৫\frac{১}{২})^২-(\frac{১}{২})^২$; $\therefore (১৫\frac{১}{২})^২=২৪০\frac{১}{৪}$।

৭৪। বর্গরাশির বর্গমূল নিষ্কাশন।

$\frac{১}{৪}$ যুক্ত কোন অখণ্ড রাশির বর্গমূল নিষ্কাশন করিতে হইলে ঐ অখণ্ড রাশিকে একান্তর দুইটী গুণনীয়কে পর্য্যবসিত করিয়া লঘুরাশিতে ($\frac{১}{৪}$ এর বর্গমূল=) $\frac{১}{২}$ যোগ কর। এই সমষ্টিই উদ্দেশ্য বর্গমূল।

উদা। $৭২\frac{১}{৪}$ এর বর্গমূল কত?

$৭২=৯\times ৮$; অতএব উদ্দেশ্য বর্গমূল= $৮\frac{১}{২}$;

প্রমাণ। $৮\frac{১}{২}$ এর বর্গ $=(৮\times ৯)+\frac{১}{৪}=৭২\frac{১}{৪}$।

৭৫। $\frac{১}{২}$ যুক্ত কোন পূর্ণ রাশির ঘনফল স্থির করিতে হইলে উহার অখণ্ড রাশিতে এক যোগ করিয়া সমষ্টিকে ঐ অখণ্ড রাশির বর্গ দিয়া গুণ কর; পরে উক্ত অখণ্ড রাশিকে ২ দিয়া গুণ করিয়া পূর্ব্ব গুণফলকে এই গুণফল দ্বারা ভাগ কর; এবং ভাগফল পূর্ব্ব গুণফলে যোগ কর। পশ্চাৎ ঐ যোগফলে প্রস্তাবিত রাশির দ্বিগুণের $\frac{১}{৮}$ যোগ কর। এই সমষ্টিই উদ্দেশ্য রাশি।

উদা। $৩\frac{১}{২}$ এর ঘন কত?

$(৩+১)\times ৩^২=৩৬$; $৩৬\div(৩\times ২)=৬$; $৩৬+৬=৪২$;

$৩\frac{১}{২}\times ২$ এর $\frac{১}{৮}=\frac{৭}{৮}$; অতএব উত্তর$=৪২\frac{৭}{৮}$।

অথবা।

প্রস্তাবিত রাশির বর্গ স্থির করিয়া উহাতে $\frac{১}{৪}$ যোগ কর; পরে প্রস্তাবিত রাশির অখণ্ড রাশিতে ১ যোগ করিয়া প্রাপ্ত যোগফলকে উহা দ্বারা গুণ কর এবং এই গুণফল হইতে প্রস্তাবিত রাশির দ্বিগুণ $+\frac{১}{৮}$ বিয়োগ কর।

$৩\frac{১}{২}$ এর বর্গ$=১২\frac{১}{৪}$; $১২\frac{১}{৪}+\frac{১}{৪}=১২\frac{১}{২}$; $১২\frac{১}{২}\times(৩+১)=৫০$;

$৫০-৭\frac{১}{৮}=৪২\frac{৭}{৮}$

প্রমাণ [১] $(৩\frac{১}{২})^{৩} = (৩\frac{১}{২})^{২} \times ৩\frac{১}{২} = ১২\frac{১}{৪} \times ৩\frac{১}{২} = ৩৬ + ৬ + (৩\frac{১}{২} \div ৪)$
$= ৩৬ + ৬ + \frac{১}{৮}$

[২] $(৩\frac{১}{২})^{৩} + (\frac{১}{২})^{৩} = (৩\frac{১}{২} + \frac{১}{২})\left\{ (৩\frac{১}{২})^{২} - ৩\frac{১}{২} \times \frac{১}{২} + (\frac{১}{২})^{২} \right\}$

$$= ৪ \times \left\{ ১২\frac{১}{৪} + \frac{১}{৪} \right\} - ২ \times ৩\frac{১}{২}$$

$\therefore (৩\frac{১}{২})^{৩} = (৩ + ১)(১২\frac{১}{৪} + \frac{১}{৪}) - (৩\frac{১}{২} \times ২ + \frac{১}{৮})$

উদাহরণমালা।

১

(সূ৪২—সূ৭৫)

[যতদূর পার মনে মনে সম্পন্ন করিতে হইবে।]

(১) সাধারণ অন্তরবিশিষ্ট এরূপ পঞ্চাশটী রাশি আছে যে তাহাদের প্রথমটী ৩, এবং শেষস্থটী ১৯৯ ; উহাদের সমষ্টি কত ?

(২) ১ হইতে ২০০ পর্য্যন্ত যে কয়েকটী পূর্ণ রাশি আছে তাহাদের সমষ্টি কত ?

(৩) পশ্চাল্লিখিত অঙ্কশ্রেণী গুলির ১৫টী অঙ্কের সমষ্টি কত ?

(ক) ১+৭+১৩+১৯+ ... ...

(খ) ১+৩+ ৫+ ৭+ ... ...

(গ) ৫+৭+ ৯+১১+ ... ...

(৪) মনোগণিতের ৫৪ সূত্রোক্ত নিয়মের যুক্তি ও প্রক্রিয়া প্রমাণ কর।

(৫) ঘড়ির সেকেণ্ড কাঁটা যে বৃত্তের ভিতরে ঘুরিতে থাকে তাহার মধ্যলিখিত রাশি সমূহের সমষ্টি কত ?

২। নিম্নলিখিত রাশি গুলিকে যথাক্রমে ৫,৯,৭ ও ৮ দিয়া গুণ কর।

(১) ৫৩ (২) ৪৭ (৩) ৮৮ (৪) ৫৬ (৫) ৪৮ (৬) ৬০ (৭) ২৯ (৮) ৭৫ (৯) ২৭ (১০) ৮৩ (১১) ৬৮৭ (১২) ৮০০ (১৩) ৬৯৭ (১৪) ২৭৬ (১৫) ৭৭৭ (১৬) ৪৯৭ (১৭) ৪৭৯ (১৮) ৯০৫ (১৯) ৫৩৮ (২০) ৮৮৮ (২১) ৭০৪ (২২) ৩৮৭১ (২৩) ১১২৩ (২৪) ৫৩৮২ (২৫) ৭৮২১।

৩। নিম্নলিখিত রাশি গুলিকে ১১ দিয়া গুণ কর।

(১) ১২ (২) ১৫, (৩) ২৫, (৪) ২৩ (৫) ৫৪ (৬) ৭২ (৭) ৬২ (৮) ৯৫ (৯) ৮৩ (১০) ১১২ (১১) ৬৭ (১২) ৪৮ (১৩) ৪৩ (১৪) ৬৭৮ (১৫) ৪৬৩ (১৬) ৭৩৯ (১৭) ৮০৩ (১৮) ৪৯৫ (১৯) ৯১৭ (২০) ৮৬৯ (২১) ৫১২৬ (২২) ২০৬৫ (২৩) ৭৮৩৮ (২৪) ৬০৪৯ (২৫) ৯৭০৬।

৪। পশ্চাল্লিলিত রাশিগুলিকে ১২ ও ১৩ দিয়া গুণ কর।

(১) ৪৫ (২) ৩৮ (৩) ৩৫ (৪) ৫৫ (৫) ৬৮ (৬) ৯৬ (৭) ৯৭ (৮) ৮০ (৯) ১২৬ (১০) ৫২৬ (১১) ৪৯৫ (১২) ২১৬ (১৩) ৭২০ (১৪) ৫৯২ (১৫) ৮৬৪

৫। অধঃস্থ রাশি গুলিকে ক্রমান্বয়ে ১৫ ও ৫০ দিয়া গুণ কর।

(১) ৫৮ (২) ৬৩ (৩) ৯৮ (৪) ৭৯ (৫) ৯৫ (৬) ৮৮ (৭) ৭৭ (৮) ১১৬ (৯) ২১৬ (১০) ৭২০ (১১) ৫৯২ (১২) ৮৬৪ (১৩) ৩৩৩ (১৪) ৩৭৩৯ (১৫) ১১১৭২ (১৬) ৮৯৭৬৫

৬। নিম্নস্থ রাশিগুলির বর্গ স্থির কর।

(১) ২৪ ; (২) ৩৫ (৩) ৫৩ (৪) ৪২ (৫) ২৮ (৬) ৭৮ (৭) ৯৩ (৮) ৭৭ (৯) ৩৮ (১০) ৪৬ (১১) ৫৯ (১২) ৬৭ (১৩) ৬৮ (১৪) ৭৩ (১৫) ৮৮ (১৬) ৯২ (১৭) ৯৮ (১৮) ৭১ (১৯) ৯৯ (২০) ৬৬

৭। অধঃস্থ রাশিগুলিকে যথাক্রমে ৫, ২৫ ও ১২৫ দিয়াও গুণ-ভাগ কর।

(১) ২৪৫ (২) ৭০০ (৩) ১২৬ (৪) ২২১ (৫) ৩৩৩ (৬) ৫৮৫ (৭) ৬০৩ (৮) ৮৮৮ (৯) ৯৭০ (১০) ১১০৬ (১১) ১২৬৭ (১২) ১৪০০ (১৩) ৫০৪৩ (১৪) ১৭৫১ (১৫) ১৮০৫ (১৬) ১৯৯৯ (১৭) ২৭০০ (১৮) ৫০০৬ (১৯) ৭৭৭৯ (২০) ৭৯৬২

৮। পরে লিখিত রাশিগুলিকে যথাক্রমে ১৫, ৩৫, ৪৫ এবং ৫৫ দিয়া গুণ কর।

(১) ১২০ (২) ১৮০ (৩) ১৩৭ (৪) ১৬৫ (৫) ১৯৩ (৬) ২২৭ (৭) ২৫৮ (৮) ২৮০ (৯) ৩৩৩ (১০) ৪০৫ (১১) ৭৮১ (১২) ৯০০ (১৩) ১০১৬ (১৪) ২০৩১ (১৫) ৩৯১০ (১৬) ৭০০৮ (১৭) ৩৭৩৯ (১৮) ৮২৭৬ (১৯) ৭০২০ (২০) ৮৪৯৭

৯। নিম্নের রাশিগুলিকে যথাক্রমে ৭৫, ১৭৫, ২২৫ ও ২৭৫ দিয়া গুণ কর।

(১) ৪৫০ (২) ৮৩৪ (৩) ১০৬৬ (৪) ১৫১৫ (৫) ১৭০৮ (৬) ২৫৭৬ (৭) ৭৬৯০ (৮) ৮৮০০ (৯) ৯৯৯৯ (১০) ৬৫৩১

১০। পশ্চাল্লিখিত রাশিগুলিকে যথাক্রমে ৫, ১২৫, ৪৫, ৭৫, ও ২২৫ দিয়া গুণ কর।

(১) ৫৬৩ (২) ৮৫৭ (৩) ১২০৪ (৪) ১৮০৭ (৫) ৩৬৮৭ (৬) ৮৪০৭ (৭) ৪০২৬৩ (৮) ৪৩৯৫৪ (৯) ৪০০০১৬ (১০) ১৯০১০১০২

১১। নিম্নলিখিত রাশিগুলিকে যথাক্রমে ২৫, ৫০, ৭৫, ১২৫, ১৭৫, ২২৫, ও ২৭৫ দিয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে গুণ কর।

(১) ৯৮৫ (২) ৪৬৮ (৩) ১২৬৭ (৪) ৮৯৭৬ (৫) ৩৭৩৯ (৬) ৫৯২০ (৭) ৪৬৩২ (৮) ৯৭০৬ (৯) ৫০৪৯ (১০) ৭৭৮৮ ;

১২। অধঃস্থ গুলিকে ৩৩⅓ ৬৬⅔ ৩৩৩৩৩⅓ ও ৬৬৬৬⅔ দিয়া গুণ কর।

(১) ১২৬৭ (২) ৮৯৭৬ (৩) ৫৪৩২ (৪) ১২৩৪ (৫) ৫৬৭৮ (৬) ৯১০১১ ;

১৩। নিম্নলিখিত গুলির মান স্থির কর।

(১) ৪৩২১ × ৫১ ; ২৭৮১ × ২৭৬ ;

(২) ১২৩৪ × ৩৫$\frac{১}{৩}$; ৯৮৭৬৫ × ২৬

(৩) ৮৮৮৮ × ১২৭ ; ১৮৭২০ × ৬৭$\frac{১}{৩}$

(৪) ৫৪৩২ × ২২৮ ; ৬৫৭৮ × ১৫

(৫) ১২৩৫ × ৪৮ ; ৮২৭৬ × ৩৭

১৪। নিম্নলিখিতগুলিকে যথাক্রমে ভাগ কর।

(১) ১২৪৪৫ × ৩৩৩ ; ৫৪৩২১ × ৬৬৬৬

(২) ৯৮৭৬৫ × ৩৩ ; ৬৭৮৯০ × ৬৬৬৬৬৬

(৩) ৮৮৮৮৮ × ৯৯৯ ; ৮৮৮৮৮ × ৯৯৯৯

(৪) ৮২৭২৬ × ৯৯৯৯৯ ; ২১৩৪৫ × ৩৩৩৩৩৩৩

(৫) ১২৩৪৫৬৭৮৯ × ৯,৯৯,৯৯,৯৯৯ ; ৫৪৩২১ × ৬৬

১৫। অধঃস্থ গুলির বর্গ ও ঘন স্থির কর।

(১) ৪॥ ; ৬॥ ; ৭॥ ; ৮॥ ; ৯॥

(২) ৩$\frac{১}{২}$; ৫$\frac{১}{২}$; ১৩$\frac{১}{২}$; ২৫$\frac{১}{২}$; ২৩$\frac{১}{২}$

(৩) ৫৬$\frac{১}{২}$; ৩৭$\frac{১}{২}$; ৬৮$\frac{১}{২}$; ৩১$\frac{১}{২}$; ২৯$\frac{১}{২}$

(৪) ৭৬$\frac{১}{২}$; ৫৪$\frac{১}{২}$; ৪৫$\frac{১}{২}$; ৮৬$\frac{১}{২}$; ৯২$\frac{১}{২}$

(৫) ১৬$\frac{১}{২}$; ৬১$\frac{১}{২}$; ৬০$\frac{১}{২}$; ৭৩$\frac{১}{২}$; ; ৬৫$\frac{১}{২}$

১৬। নিম্নস্থ গুলির বর্গ ও ঘনমূল নিষ্কাশন কর।

(১) ৩৮০$\frac{১}{৪}$; ৫৫২$\frac{১}{৪}$; ১৮০৬$\frac{১}{৪}$; ২২৫০$\frac{১}{৪}$;
(২) ৩০৬$\frac{১}{৪}$; ৩০$\frac{১}{৪}$; ১৩২$\frac{১}{৪}$; ৬০০$\frac{১}{৪}$; } বর্গমূল
(৩) ২৪০$\frac{১}{৪}$; ২১০$\frac{১}{৪}$; ৩৮০$\frac{১}{৪}$; ৪২০$\frac{১}{৪}$;

(৪) ৯১$\frac{১}{৮}$; ৪২$\frac{১}{৮}$; ১৬৬$\frac{৩}{৮}$; ২৭৪$\frac{৫}{৮}$; } ঘনমূল
(৫) ৪২১$\frac{৭}{৮}$; ১৫$\frac{৫}{৮}$; ৮৫৭$\frac{৩}{৮}$; ৬$\frac{৩}{৮}$;

১৭। মান স্থির কর।

(১) ৭½+৮½ ; ৩½×½ ; ১১½×১২½ ;

(২) ১৪½×১৩½ ; ৯½×৮½ ; ৫½×৬½ ;

(৩) ৪½×৩½ ; ৬½×২½ ; ২½×১½ ;

(৪) ৫/৮ এতে উহার ২/৫ এর ১৩/৪ এর ২/৩ যোগ কর।

(৫) ৬/৭ হইতে উহার ২/৫ এর ১৩/৪ এর ২/৩ বিয়োগ কর।

(৬) ২/৭ এ উহার ৩/৪ যোগ করিয়া সমষ্টি হইতে উহার ২/৩ বাদ দাও।

(৭) জমা ও খরচে ১/৮ এবং বাকী ৩/৫ ; জমা ও খরচ কত ?

(৮) জমা খরচের ১৩/১১ ; বাকী ২/৩ ; জমা কত ?

(৯) খরচ ও বাকীর অন্তর ৫/৬, জমা ৭/৮, বাকী কত ?

(১০) বাকী ও খরচে ৬/১৯ এবং খরচ ২/৭ ; জমা ও বাকী কত ?

মিশ্ররাশি।

কড়ানিয়াদির সহজ উপযোগ।

নিষ্পন্ন উদাহরণমালা।

১। উদা। তৈলের সের /১৫ পয়সা হইলে ৭ সেরের দাম কত হইবে ?

সাত সাত্তে ৪৯ পয়সায় ৪৯ বুড়ি ১২ পণ ৫ গণ্ডা, ১২ আনা ১ পাই ৺৫ উত্তর।

২ উদা। ১ পণ খড়ের দাম ৵০ হইলে ৯ পণের দাম কত ? ৯ দুগুণে ১৮ পণে ১৮ আনা=টাকা ১৵ উত্তর।

৩ উদা। মণের দাম ৩।০ সিকা হইলে ৯ মণের দাম কত ?

৯ তেরং ১১৭ সিকা (সিকায় চোক) ১০০ চোকে ২৫ কাহন ;

আর ১৭ চোকে ৪ কাহন ১ চোক্। ২৯ টাকা চারি আনা ২৯।০ উত্তর।

৪। আনায় ।৶০ ছটাক হইলে ৯ আনায় কত হইবে?

৭ নাম্ ৬৩ পণ ৩ কাহন ১৫ পণ; ৩ সের ১৫ ছটাক /৩৸৶০ উত্তর।

৫। রোজ ৸৶০ আনা হইলে মাসে ও সপ্তাহে কত হইবে?

সপ্তাহে। ৭ পনরং ১০৫ পণ; ১০০ পণ কা ৬।০ আর ৫ পণ; কাহন ৬৷/০ ছয় টাকা ৯ আনা উত্তর।

মাসে। ১৫ ত্রিশং ৪৫০ পণ; শ পণ ৬ কাহন চারি পণ; ৪ শ পণ ৪ ছক্ চব্বিশ কাহন, আর ৪ চারে ১৬ পণে ১ কাহন; ২৫ কাহন =২৫ টাকা; আর ৫০ পণ ৩ কাহন ২ পণ; ৩ টাকা ২ আনা; অতএব ২৮৵০ টাকা উত্তর॥

৬। টাকায় ১ কাঠা জমি হইলে ৫৪ টাকায় কত জমি পাওয়া যাইবে?

৫৪ টাকা দৃষ্টে ৫৪ কাঠা=৫ দুগুণে ১০ চোক আর ৪ কাঠা; সুতরাং বিঘা ২৷৪ উত্তর। (পাটীগণিত দেখ)

৭। টাকায় সের /৬৸/০ হইলে ৭ টাকায় কত সের পাইবে?
৭ ছক্ ৪২ সের ১ মণ ২ সের; আর ৭ তেরং ৯১ ছটাকে ৯১ পণ ৫ কাহন ১১ পণ অর্থাৎ ৫ সের ১১ ছটাক; অতএব ম. ১/৭৷৴০ উত্তর।

৮। অর্দ্ধমণের মুল্য টা ৫৷৵০ হইলে ৯ মণের মূল্য কত হইবে?

এক মণের মুল্য ৫ দুগুণে ১০ টাকা আর ১০ দুগুণে কুড়ি আনা (পণ) ১ টাকা ৪ আনা; তাহা হইলেই ১১।০ টাকা হইল। ৯ মণের দাম ৯ এগারং ৯৯ টাকা আর ৯ সিকা বা ২।০ টাকা; অতএব ১০১।০ টাকা উত্তর।

৯। টাকায় ভরি ৬৷৵০ স্বর্ণ পাইলে ১০ টাকায় কত স্বর্ণ পাইবে?

১০ টাকায় ছ দশে ৬০ ভরি আর ১০ দশং শ আনা শ পণ ৬ কাহন ৪ পণ, ৬ ভরি ৪ আনা। তাহা হইলেই ৬০+৬।০ বা ৬৬।০ ভরি উত্তর হইল।

১০। যে কাগজের দিস্তা ৶০ আনা তাহার ১ রীমের দাম কত হইবে?

৩ কুড়িং ৬০ পণ (আনায় পণ) ৩ কাহন ১২ পণ, ৩ টাকা বার আনা ৩৸০ উত্তর।

মিশ্ররাশি সম্বন্ধীয় মনোগণিত, শুভঙ্করের আর্য্যা হইতেই উদ্ভূত; সুতরাং শুভঙ্করের আর্য্যার সহিত উহা ক্রমে ক্রমে লিখিত হইতেছে। পাটীগণিত সম্বন্ধীয় সমুদায় বৈষয়িক প্রশ্নের সমাধা মনে মনে সম্পন্ন হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে না, তবে যে রূপ কঠিন প্রশ্ন সম্পন্ন হওয়া সম্ভব সে গুলির আর বিশেষতঃ সহজ সহজ গুলির উত্তর মনে মনে নির্ণয় করা মনোগণিতের উদ্দেশ্য। শুভঙ্করের আর্য্যায় যে যে প্রকার অঙ্কসমূহের সমাধান করিবার নিয়ম নিবদ্ধ আছে তাহাদের মধ্যে যে গুলি আবশ্যক উদাহরণার্থ তাহাদের বিষয় লিখিয়া মনোগণিতের কথাও সন্নিবেশিত হইবে।

শুভঙ্করের আর্য্যা।

৭৭। কড়াবিভাগ। ইহা পাটীগণিতে উক্ত হইয়াছে; শুভঙ্করের পদ্য এই—

ত্রিতয় ক্রান্তিতে কড়া, আর চারি কাকে।
নব দন্তীতে কড়া, আর সাতাশ যবে॥

সাত দ্বীপে হয় কড়া, আশি তিলে আর।
তিন শ বিশ রেণুতে কড়া, বুঝে ধর ॥
তবু যদি অঙ্ক কভু নাহি হয় সাত।
বার শ আশিযুণে কড়া, ধরিবে পশ্চাৎ ॥
অঙ্ক অনুরূপ মানে, অনুমানে জান।
বিন্দু পরমাণু ধরে, তার পরে গণ ॥

৭৮। মিশ্রসঙ্কলন। (তেরিজ)

তেরিজ ধরণ কথা শুন শিশুগণ।
দক্ষিণে কড়ার স্থান করিবে গণন ॥
কড়া থুয়ে চারি কড়া গণ্ডা লবে হাতে।
হাতে শুদ্ধা গণ্ডা থোবে দশক পশ্চাতে ॥
দশকে দশকে পণ, কমি হইলে থোবে।
পণে পণে যোগ করি, চোক ধরে লবে ॥
চারি চোকে টাকা ধরি, তেরিজ করহ।
মিশ্র তেরিজ আর্য্যা রচয়ে নরসিংহ ॥

৭৯। মিশ্র ব্যবকলন। (জমাখরচ)

জমা ওয়াশীল বাকী কথা, শুন শিশু ভাই।
জমা ছোট খরচ বড়, ফাজিল বলি তাই ॥
জমা বড় খরচ ছোট, বাকী তার হয়।
জমা ওয়াশীল সম হলে, বাকী নাহি রয় ॥

৮০। কাঠাকালি (ক্ষেত্রব্যবহার)

কাঠায় কঠায় ধূল পরিমাণ।
বিশ গণ্ডায় * কাঠায় প্রমাণ ॥

১ বিবৃতি। কাঠাকে কাঠা দিয়া গুণ করিলে যাহা হয় তাহাকে

---

* এই গণ্ডা "কালির গণ্ডা" নহে কালির ১৬ গণ্ডা উহার ১ গণ্ডা হইবেক।

"ধূল কহে। ঐ ধূলকে" গণ্ডা ধরিয়া ২০ গণ্ডায় কাঠা ধৃত হইয়া থাকে। ইত্যর্থ

২ বিবৃতি। কাঠাকালি ঘটিত প্রশ্ন সমুদায় এইরূপ যথা "যে জমির দৈর্ঘ্য এত কাঠা ও প্রস্থ এত কাঠা তাহার কালি কত?" এই অঙ্ক উক্ত নিয়ম দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। উক্ত পদ্য কেহ কেহ এই রূপেও পাঠ করিয়া থাকেন যথা—"কাঠায় কাঠায় গণ্ডা জান, বিশ গণ্ডায় কাঠার প্রমাণ" (ক্ষেত্রব্যবহার দেখ)। শুভঙ্কর কালিঘটিত কথা নিতান্ত অল্প লিখিয়াছেন।

৩ বিবৃতি। কাঠকালির সঙ্কেতের শেষস্থ চরণটী পুর্ব্বে এই রূপে পঠিত হইত। যথা "দশ বিশ গণ্ডায় কাঠার প্রমাণ"। "বস্তুতঃ বিশ গণ্ডাতেই ১ কাঠা হইয়া থাকে কিন্তু মাঠের ভুমির অধিক মুল্য নয় বলিয়া দশ গণ্ডায় এবং দশের অধিক গণ্ডায় (১৯ গণ্ডা পর্য্যন্ত) এক কাঠা ধরার আর দশ গণ্ডার কম যত গণ্ডা তাহা পরিত্যাগ করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। বিশুদ্ধ হিসাব করিতে হইলে ২০ গণ্ডায় কাঠা, ১০ গণ্ডায় অর্দ্ধ কাঠা, ৫ গণ্ডায় পুয়া এবং ১ গণ্ডায় ছটাকের ১৬ তিল বা গণ্ডা ধরিতে হয়। যাহা হউক উহা এক্ষণে সচরাচর "বিশ গণ্ডায় কাঠার প্রমাণ" বলিয়াই পঠিত হইয়া থাকে। [পাটীগণিত দেখ]

উদা। যে ভুমির দৈর্ঘ ।।২ কাঠা ও প্রস্থ ৶৩ কাঠা তাহার কালি কত?

সমাধা। বার আঠারং ছুশ ষোল; ২১৬ গণ্ডা = ১০ কাঠা ১৬ গণ্ডা (কারণ ১০০ গণ্ডা ৫ পণ, ২০০ গণ্ডায় ১০ পণ তবেই ২১৬ গণ্ডা ১০ পণ ১৬ গণ্ডা; অতএব ১০ কাঠা ১৬ গণ্ডা হইল। দেখ

১৬ গণ্ডা = $\frac{১৬}{২০}$ কাঠা = $\frac{১৬}{২০}$ × ১৬ = $\frac{২৫৬}{২০}$ ছটাক

= ২৫৬ গণ্ডা কালি (তাহা হইলেই গণ্ডা প্রতি ১৬ গণ্ডা হইল)

= ১২ ছ ১৬ গণ্ডা

তাহা হইলেই উত্তর কাঠা ।।০৶১৬ হইল।

[বিঘাকালি দেখ]

৮১। বিঘাকালি। [ক্ষেত্রব্যবহার দেখ]

কুড়বে কুড়বে, কুড়বে নীজ্জে।
কাঠায় কুড়বে, কাঠায় নীজ্জে ॥
কাঠায় কাঠায়, ধুল পরিমাণ।
বিশ গণ্ডায় * কাঠার প্রমাণ ॥"

১। বিবৃতি। কুড়ব, কুড়ো বা কুড় ইহাদের অর্থ রৈখিক বিঘা। এক কুড় ভূমি বলিলে ১ বর্গ বিঘা ভূমি অথবা কালির ১ বিঘা বুঝিতে হয়। রৈখিক এক বিঘাকে "রসি" বলা রীতি আছে ; যথা "এক রসি অন্তরে একটা সর্প দৃষ্ট হইল"। সুতরাং " চারি হাতে কাঠা হয় বিশ কাঠায় রসি "—শুভঙ্কর।

উদা। যে সমচতুষ্কোণ ভূমির দৈর্ঘ্য বি ৭।২ এবং প্রস্থ বি ৪৸৩ তাহার কালি কত ?

৭।২
৪৸৩
―――
৭×৪=২৮/০
৪×৭= ১।৩
১৮×৭= ৬।১
১৮×৭= ।১ ইুঁ
―――
৩৬—০ইুঁ কাঠা

উত্তর ৩৬ বিঘা ১ পুয়া ১৬ গণ্ডা কালি ; বি ৩৬/০ ।১৬ উত্তর।

প্রক্রিয়াটী সচরাচর নিম্নলিখিতরূপে লিখিত হইয়া থাকে।

৭।২
৪৸৩
―――
২৮/০
১।৩
৬।১
।১।১৬ * *
―――
বি ৩৬/০ ।১৬ কালি উত্তর।

{ * * ১৮×৭=১২৬ গণ্ডা=৬ পণ ৬ গণ্ডা ; পণ প্রতি কাঠা, গণ্ড প্রতি ১৬ গণ্ডা ধরিয়া [∵ ৯৬ গণ্ডা=(৪ পণ ১৬ গ) ৪ছ. ১৬গ] ।১।১৬ উত্তর হইল। }

উক্ত নিয়মের যুক্তি অতি সহজ। দেখ যে জমির ১ বিঘা দৈর্ঘ্য ও ১ বিঘা প্রস্থ তাহাকেই ১ বিঘা কালি কহে; সুতরাং বিঘায় বিঘায় গুণ করিয়া গুণ ফল বিঘা হইবে। আবার ১ বিঘা দীর্ঘ ও ১কাঠা বিস্তৃত হইলে ১ কাঠা কালি কহা যায় সুতরাং বিঘার কাঠায় গুণ করিয়া কাঠা ধরা যায়; এবং ১ কাঠা দীর্ঘে ১ কাঠা প্রস্থে যে জমী তাহা ১ বিঘা দীর্ঘের ও ১কাঠা প্রস্থের জমির সমান ২০ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ উহা ১ কাঠা কালির ২০ ভাগের ১ ভাগ; আর পণে গণ্ডায় যে সম্বন্ধ কাঠায় কাঠায় গুণ দ্বারা লব্ধ রাশির সহিত কালির কাঠার ও সেই সম্বন্ধ, সুতরাং শুভঙ্কর ব্যবসায়ীরা কাঠায় কাঠায় গুণ করিয়া লব্ধরাশিকে ধূল বা গণ্ডা ধরিয়া উহাকে পণাদিতে পরিবর্ত্তিত করেন। এবং যত পণ হয় তত কাঠা কালি ধরিয়া লয়েন; অবশিষ্ট কিছু গণ্ডা থাকিলে উহার দশক স্থানীয় প্রতি একের প্রতি ৮ ছটাক (কালী) আর একক স্থানীয় প্রতি গণ্ডার প্রতি ১৬ গণ্ডা (কালি) ধরিলেই হইবে; কারণ ১ গণ্ডা (ধূল) ১/২০ কাঠা=১৬/২০ ছটাক = ১৬/২০×২০ গণ্ডা (কালি)= ১৬ গণ্ডা ; আর ১০ গণ্ডা (ধূল) = ১৬০ গণ্ডা কালি = ৮ ছটাক কালি।

[ক্ষেত্রব্যবহার দেখ।]

২ বিবৃতি। উক্ত প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত প্রকারেও সম্পন্ন হইতে পারে। যথা

ক্ষেত্রফল = ৭।২ × ৪৸৩ = ২৮/০ + ১।৩ + ১।১ + ।১।১৬
= বিঘা. ৩৩/০।১৬ উত্তর।

৩ বিবৃতি। ২০ গণ্ডায় কাঠা ধরিয়া অবশিষ্ট গণ্ডাকে ছটাক করিতে হইলে সওয়া গণ্ডায় ছটাক ধরিবে।

৮২। জমাবন্দী। (সাঙ্কেতিক।)

" জমি বিঘা যত তঙ্কা, করিবে বলন।
তঙ্কা প্রতি ষোল গণ্ডা, কাঠার ধরণ॥
যত আনা তত গণ্ডা, পাই প্রতি বট।
গণ্ডা প্রতি ষোল তিল, ঘুচাও কপট॥
কড়া প্রতি চারি তিল, শুভঙ্কর ভণে।
জমাবন্দী কর শিশু, আনন্দিত মনে॥"

বিবৃতি। প্রতি বিঘার খাজানা নির্ণয় করার নাম নিরিখ। নিরিখানুসারে কোন নির্দ্দিষ্ট জমীর কত খাজানা হইবে যদ্দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হয় তাহার নাম জমাবন্দী। জমা ও জমিঘটিত সাঙ্কেতিক হিসাবকে জমাবন্দী কহা যায়। উক্ত পদ্যে তঙ্কা শব্দে টাকা, পাই শব্দে পয়সা ও বট শব্দে কড়া বুঝায়॥

জমাবন্দী ঘটিত প্রশ্নগুলি এইরূপ। যথা " ১ বিঘা ভূমির মূল্য এত টাকা হইলে, এত কাঠার মূল্য অথবা এত বিঘা এত কাঠার মূল্য কত হইবে ?"। উক্ত সঙ্কেতের যুক্তি এই—দেখ ১ বিঘার মূল্য ১ টাকা হইলে ১ কাঠার মূল্য ১ টাকার ২০ ভাগের এক ভাগ =১৬ গণ্ডা; ১ বিঘার মূল্য ১ আনা হইলে ১ কাঠার মূল্য ১ আনার ২০ ভাগের ১ ভাগ =১ গণ্ডা; ১ বিঘার মূল্য ১ পাই হইলে ১ কাঠার মূল্য $\frac{১}{২০}$ পাই= $\frac{৫}{২০}$ গণ্ডা=১ কড়া; ১ বিঘার মূল্য ১ কড়া হইলে ১ কাঠার মূল্য $\frac{১}{২০}$ কড়া = ৮০÷২০ তিল=৪ তিল। তাহাহইলেই

বিঘার মূল্য যত টাকা হইবে কাঠার মূল্য ততগুণ ১৬ গণ্ডা।
... ... আনা ... ... তত গণ্ডা।
... ... পয়সা ... ... তত কড়া,

বিঘার মূল যত গণ্ডা হইবে কাঠার মূল্য তত গুণ ১৬ তিল,
... ... কড়া ... ... তত গুণ ৪ তিল; ঐরূপ
... ... কাক ... ... তত তিল ধরিবে।

১ম উদা। ১ বিঘার কর টা. ৬৷৶১২৷ হইলে ১ কাঠার কর কত ?

টা. ৬৷৶১২৷=১ বিঘার কর

৬ টাকার হিঃ	৷০৲১৬
১০ আনার হিঃ	১০
১০ গণ্ডার বা ২ পয়সার হিঃ	৷৹
২ গণ্ডার হিঃ	/১২
১ কড়ার হিঃ	৪

৬৷৶১২৷ এর হিঃ .... আনা ৷/৬৷/১৬ = এক কাঠার কর

২য় উদা। ১ বিঘা জমির মালগুজারি টা ৪৷/১৩৷ হইলে ৬৩৬ এর মালগুজারি কত হইবে ?

টা ৪৷/১৩৷=১ বিঘার মালগুজারি ৬৩৬

৫/৪	৩	
৯ ৷	৷৶	ক × ৩
৶৮	/৪	
৮	৬	
	৷৷৶	

৪)আনা৫/১৩৷৷৶১৬= ১ কাঠার মালগুজারি } (খ)

☞ কাঠার মূল্য হইতে বিঘার মূল্য কুড়ি কবা অনুসারে নির্ণীত হইতে পারে।

[মনোগণিত।]

১ উদা। টা ৬৷৷৵০ করিয়া বিঘা হইলে ১ কাঠার দাম কত হইবে? আর ৷২৸০ কাঠার দাম কত হইবে?

৬ টাকা দৃষ্টে ৬ গুণ ১৬ গণ্ডা = ৯৬ গণ্ডা = ৷১৬

আর ১০ আনা দৃষ্টে ১০ গণ্ডা = ৲১০

১২ কাঠার দাম { ১২ সিকা = ৩ টাকা ; ১২ আনা = ৸ } ৷৴৬ উত্তর।

১২×৬গণ্ডা = ৶৴১২

টা ৩৸৶৴১২

৶৴১৯৷৷

উত্তর। ৪৶৴১১।

আর ১ পুয়ার দাম ৴৬৷৷
∵ ৴৫+৲১৷৷=৴৬৷৷
∴ ৩ পুয়ার দাম = ৶৴১৯৷৷

৮৪। মোকরা জমাবন্দী।

মোকরা জমাবন্দীর প্রশ্নগুলি এই রূপ; যথা “এত বিঘা ভূমির মূল্য এত টাকা হইলে, এক বিঘার মূল্য কত হইবে?” সুতরাং উহা মিশ্র ভাগহারের উপযোগ মাত্র।

উদা। কাঠা ৴১৷৷৵৫ ভূমির মূল্য ১৫৷০ হইল, ৫৩৩ তে কত ভূমি পাওয়া যাইবেক।

ভাগক্রিয়া দ্বারা দৃষ্ট হইবেক যে

৫৩৩৸০÷১৫৷০ = ৩৫

সুতরাং উদ্দেশ্য উত্তর = ৴১৷৷৵৫×৩৫ বি ২৸২৷৵১৫ হইল।

উদা। এক কাঠার উপসত্ব টা. ৬।৶১২ হইলে কত কাঠার উপসত্ব ৫৫০।৵০ টাকা হইবেক ?

```
৬।৶১২     )      ৫৫০।৵০
 ১৬               ১৬
--------         --------
 ৯৬              ৩৩০০
  ৭               ৫৫
--------            ৬
 ১০৩             --------
   ২০             ৮৮০৬
--------            ২০
২০৭২              --------
       ২০৭২ )    ১৭৬১২০    ( ৮৫
                 ১৬৫৭৬
               ---------
                  ১০৩৬০
                  ১০৩৬০
                 --------
```

∴ ৮৫ টাকা উত্তর হইল।

৮৫। আনামাসা। (সাঙ্কেতিক)

" কাহনে লইবে পণ, চোকে লবে বুড়ি।
গণ্ডায় লইবে কাক, পণে পঞ্চ কৌড়ি ॥
কড়ায় লইবে পঞ্চ তিলের লিখন।
ভৃগুরাম দাস কহে আনামাসা ধরণ ॥ "

আনামাসা ঘটিত প্রশ্ন এই রূপ। যথা টাকায় এক কাহন কড়ি হইলে এত আনা বা এত আনা এত গণ্ডায় কত কড়ি পাওয়া যাইবেক ? উক্ত সঙ্কেতের যুক্তি এই,—দেখ টাকায় ১ কাহন কড়ি হইলে, আনায় $\frac{১}{১৬}$ কাহন বা ১পণ ; টাকায় ৪ পণ হইলে আনায় সিকি পণ বা ৫ গণ্ডা = ১ বুড়ি ; টাকায় ১ গণ্ডা হইলে আনায় $\frac{১}{১৬}$ গণ্ডা = $\frac{১}{১৬}$ × ১৬ কাক = ১ কাক ; টাকায় ১ পণ হইলে আনায় $\frac{১}{১৬}$ পণ = $\frac{১}{১৬}$ × ২০

×৪ কড়া = ৫ কড়া; টাকায় ১ কড়া আনায় $\frac{১}{১৬}$ কড়া = $\frac{১}{১৬}$ × ৮০ তিল = ৫ তিল। তাহা হইলেই উক্ত সঙ্কেত প্রমাণ সিদ্ধ হইল।

উদা। যদি টাকায় কাহন ৪॥৵১৩ কড়ি হয় তবে আ ৶১৫ এর কড়ি কত হইবে?

কা ৪॥৵১৩ ৶১৫

|০ ৸০
,১০ /১৯
, ২॥ ৸৶০
৸/ ৶৯
৸৶১৫

পণ |১৩|/০ = আনার কড়ি
পণ /৩|/৫ = পয়সার কড়ি কাহন ১/৯৸৵১৫ উত্তর।

সাঙ্কেতিক অনুসারে।

		কা. ৪॥৵১৩ = ১ টাকার কড়ি
		॥/০
		,৫
		,১॥৵০ "
৵০ = ১ টাকায় $\frac{১}{১৬}$	$\frac{১}{১৬}$	প. ॥/৬॥৵০ = ৵০ আনার কড়ি
/০ = ৵০ এর $\frac{১}{২}$	$\frac{১}{২}$	।১৩|/০ = /০ ... ...
,৫ = /০ এর $\frac{১}{৪}$	$\frac{১}{৪}$	/৩|/৫ = ,৫ পাইএর কড়ি
,১০ = ,৫ এর ২ গুণ	২	৵৬|৵১০ = ,১০ ... ...
		কা. ১/৯৸৵১৫ = ৶১৫ এর কড়ি।

[মনোগণিত।]

উদা। টাকায় কাহন ৫।৵০ কড়ি হইলে ১ আনায় কত কড়ি হইবে ? ৬১২ এর কড়ি কত হইবে ?

৫ টাকা দৃষ্টে ৫ পণ = ।/০

৬ পণ দৃষ্টে ৫ গুণ ৬ কড়া = ৩০ কড়া } = ,৭॥০

প ।/৭। এক আনার কড়ি

,৫।৵০ এক গণ্ডার কড়ি

১২ আনায় ৫ বারং ৬০ পণ=৩৸০ } কাহন =৪৲১০
৭ বারং ৮৪ গণ্ডা= ।৪
বার ২ গুণে ২৪ কড়ায়= ৲৬

১২ গণ্ডায় ৫ বারং ৬০গণ্ডা=৴/০ } =৴/৪॥
৬ বারং ৭২ কাকে=৲৪॥

কাহন =৪৴/১৪॥০ উত্তর।

৮৬। নিম্নলিখিত নিয়মটী মুখস্থ রাখা ভাল।

আনায় যত কাহন কড়ি পাইবে গণ্ডায় তত গুণ ১৬ গণ্ডা
... ... পণ ... ... গণ্ডা
... ... গণ্ডা ... ... গুণ ১৬ তিল
... ... কড়া ... ... ৪ তিল

৮৭। কড়িকষা (সাঙ্কেতিক।)

(কড়ি, খড় ইত্যাদির হিসাব)

"কাহন দর যত তঙ্কা করিবে বলন।
তঙ্কাপ্রতি তত আনা পণের ধরণ॥
যত গণ্ডা তত কাক, আনায় পঞ্চ কৌড়ি।
কড়া প্রতি পঞ্চতিল, সিকায় এক বুড়ি॥
কাহন দর যত তঙ্কা করিবে বলন।
তঙ্কা প্রতি তত গণ্ডা গণ্ডার ধরণ॥

(৮)

যত আনা তত কাক গণ্ডা প্রতি ধর।
যত সিকা তত কড়া লয়ে হিসাব কর॥
কড়ায় লবে চারি খুণ গণ্ডায় এক তিল।
শুভঙ্কর দাস কহে বুঝহ সুশীল॥"

কড়িকষার প্রশ্ন সমুদায় প্রায় গুণন বা ভাগহার ঘটিত। উক্ত সঙ্কেত দ্বারা সাধ্য প্রশ্নগুলি প্রায়ই এইরূপ। যথা "কাহনের দাম এত টাকা হইলে এত পণ এত গণ্ডার দাম কত হইবে?"। অন্যান্য গুলি এইরূপ যথা "টাকায় এত কড়ি হইলে, এত টাকায় কত কড়ি হইবেক?"। এই শেষোক্ত প্রকারের প্রশ্নগুলি পাটীগণিতের ৩৩২—৩৩৬ সূত্রোক্ত প্রক্রিয়ানুসারে সম্পন্ন হইতে পারে। উক্ত সঙ্কেতের যুক্তি ঠিক পূর্ব্বোক্ত কয়েকের ন্যায়, এস্থলে পুনর্ব্বার বিস্তারিত করিয়া লেখা অনাবশ্যক বোধ হইল।

উদা। কাহনের দাম টা ১০৸/১৫৸ হইলে প ৶/১৫ এর দাম কত হইবে?

টা ১০৸/১৫৸
॥৵
 ১৬।
 ৸৶
 ১৫

আ ॥৵১৭৶১৫ পণের দাম
আ ৵১৪। ১৮৸ পাঁচ গণ্ডার দাম

৶/১৫
১৸৶
৵১১॥/
৵৫
।৶
।৵২৸
৵১৪
২।

আ ২॥/১৪।।৵১। উত্তর।

১০
৸/
১৫৸

১০৸/১৫৸=১ গণ্ডার দাম

৵১০
৪/
৶১৫
৩৸

প ৵১৪।১৮৸ পাঁচ গণ্ডার দাম।

[মনোগণিত।]

উদা। ৪৸৴০ টাকা কাহন হইলে এক পণের ও এক গণ্ডার দাম কত হইবে? আর ৷৷৶৬ গণ্ডার দাম কত হইবে?

১ পণের দাম ৪ টাকা দৃষ্টে ৪ আনা = ।০

আর ১৩ আনা দৃষ্টে ১৩ গুণ ৫ কড়া=৬৫ কড়া= ,১৬।

পণের দাম আ।১৬।

১ গণ্ডা (৪ টার) দাম ৪ টাকা দৃষ্টে ৪ গণ্ডা = ,৪

আর ১৩ আনা দৃষ্টে ১৩ কাক = ৸৴

১ গণ্ডার দাম=,৪৸৴

এখন ৷৷৶৬ এর দাম স্থির করিতে হইবে।

১১ পণের দাম ১১ চোক =টা ২৸০

আর ১১ দশক = ।৴১০

আর ১১×৬=৬৬ গণ্ডা = ৶৬

আর ১১ কড়া ২৸

টা ৩।১৮৸

এবং ৬ গণ্ডার দাম ৪ ছক্ চব্বিশ গণ্ডা ৴৪

— আর ছ্ তেরং ৭৮ কাক ,৪৸৵

— ৴৮৸৵

টা ৩৵৭৷৷৵ উত্তর

৮৮। মণকষা। (সাঙ্কেতিক)

টাকার হিসাব।

"মণ প্রতি যত তঙ্কা করিবে বলন।
তঙ্কা প্রতি অষ্ট গণ্ডা সেরের ধরণ॥
আনা প্রতি দুই কড়া, গণ্ডায় অষ্ট তিল।
পাই প্রতি দুই কাক, কড়ায় দুই তিল॥
সিকা প্রতি দুই গণ্ডা শুভঙ্কর ভণে।
মণকষা কর শিশু আনন্দিত মনে॥"

মণকষা ঘটিত প্রশ্ন এই রূপ। যথা "এক মণের দাম এত টাকা হইলে, এত মণ এত সের ইত্যাদির দাম কত হইবে?" নিম্নে উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। উক্ত সঙ্কেতের যুক্তি ঠিক পূর্ব্বোক্ত কয়েকের ন্যায়। এস্থলে বিস্তারিত করা বাহুল্য মাত্র বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

উদা। ১ মণের দাম টা ২।৶১৫ হইলে, ম. ১২।৮৷৷ এর দাম কত হইবে?

টা. ২।৶১৫	ম. ১২।৮৷৷
)১৬	২৪
)৩৷৷	৫। ০
।৵	৷৷/০
	১/২
)১৯৸৵ এক সেরের মূল্য	১৫৸
)৪৸৶১০ এক পুয়ার মূল্য	৮
	১৸৵০
	/০
	টা. ৩০৸৶৭৷৷৶০ উত্তর।

[মনোগণিত।]

উদা। মণের মুল্য টা. ২৸০ হইলে সেরের মূল্য কত হইবেক ?

১১ সিকা দৃষ্টে ১১ গুণ ২ গণ্ডা = ২২ গণ্ডা = ৴২

= ১ আনা ২ গণ্ডা। উত্তর

উদা। মণের দাম ৫৷৷৵০ আনা হইলে সেরের দাম কত হইবে ? ৴৮৷৷ দাম কত হইবে ?

৫ টাকা দৃষ্টে ৫ গুণ ৮ গণ্ডা = ৪০ গণ্ডা = ৵০

১০ আনা দৃষ্টে ১০ গুণ ২ কড়া = ২০ কড়া = ,৫

১ সেরের মূল্যে = আনা ৵৫ উত্তর

আধ সেরের মূল্য = আনা ৴২৷৷

এবং আট সেরের মূল্য = আট ২ গুণে ১৬ পণ = ১ কাহন (১ টাকা)

আর ৫ আষ্টে ৪০ বুড়ি দশ পণ (দশ আনা)

= ১৷৷৵০

আর আধ সেরের মূল্য ৴২৷৷

∴ ৴৮৷৷ এর মূল্য টা. ১৷৷৶২৷৷

৮৯। মণের মুল্য যত টাকা হইবে তাহা এক অপেক্ষা অধিক অঙ্ক বিশিষ্ট হইলে সেরের মূল্য নিষ্কালনার্থ এই নিয়ম অবলম্বন করিবে। টাকার সংখ্যায় যত একক তত গুণ ৮ গণ্ডা লও আর একক বাদে যত, তত চোক বা সিকা ধর। আনা গণ্ডা ইত্যাদির পক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় প্রক্রিয়া করিবে।

উদা। মণের দাম ২৫৮৷৷৶১৫ হইলে সেরের দাম কত হইবে ? ম, ২৴৮ এর মুল্য কত হইবে ?

টা ২৫৮৷৷৶১৫

২৫৮ দুকৈ ২৫ সিকা (চোক) = টা ৬৷০
আর ৮ × ৮ গণ্ডা = ৶৪
১১ আনা দুকৈ ১১ গুণ ২ কড়া= ৴৫৷৷
৩ পাই দুকৈ তিন ২ গুণ = ৷৶

এক সেরের মুল্য = টা. ৬৷৶৯৩৶

উক্ত প্রক্রিয়ার কারণ—উপরি উক্ত সঙ্কেতের যুক্তি অতি সহজ। দেখ মণের দাম দশ টাকা হইলে সেরের দাম $\frac{১৬০}{৪০}$ আনা=৪ আনা = ১ সিকি; অথবা "তঙ্কা প্রতি অষ্ট গণ্ডা" লইলে ৮০ গণ্ডা হয় = ৪ পণ (আনার পণ) =৪ আনা = ১ সিকি;—সুতরাং দশ টাকা প্রতি ১ সিকি এই নিয়ম হইল। দেখ মণের সংখ্যার একক বাদ যত উহা তত দশক বা দশ সুতরাং উক্ত সঙ্কেত প্রমাণ সিদ্ধ হইল।

ম. ২/৮
৫১৬৴
১৷৶০
৴১০
৪৮৴
৩৷৷০
৶১২
৴৭

টা. ৫৬৯৶৯ উত্তর

মণের হিসাব।

"তঙ্কায় লইবে "যত মণ" আসবাব।
মণেতে আড়াই সের আনার হিসাব॥
যত সের থাকয়ে ছটাক তত হয়।
ছটাকেতে পঞ্চ কৌড়ি শুভঙ্কর কয়॥

যত পুরা তত কাঁচা আনা প্রতি ধরি।
রাখহ সুবোধ শিশু, রাখ মনে করি ॥ "

উদা। টাকায় ম. ৩৷৯৷৷/ যব হইলে, টাঃ ২৷৶৹ তে কত যব পাওয়া যাইবে ?

এস্থলে প্রথমে আনা প্রতি কত মণ যব পাওয়া যায় তাহা স্থির করিতে হইবে।

ম ৩৷৯৷৷/০ ২৷৶

/৭৷৷ ৬৫/
/১৶ ৶৮
১১৷ /১৵০
১৬
সের ১৮৷৷৶১১ এক আনার যব ; /৪৬/০
৶১৭
১৮

ম ৮৷৷০৵১৮৮ উত্তর।

[মনোগণিত।]

১ উদা। টাকায় ম. ২/৭৮/ চাউল হইল ৵. তে কত চাউল পাওয়া যাইবে ?

ম ২/৭৮/

/৫
৷৶
১৬৷

১ আনার চাউল /৫৷৶১৬৷

৷০
৮৵
/১২
৷৷

২ আনার চাউল—সের ৷০৮৶১২৷৷ উত্তর।

২ উদা। টাকায় ⁄৪৶ হইলে আনায় কত হইবে? ৫ আনায় কত?

১৯ পুয়া দৃষ্টে ১৯ কাঁচ্চা ⁄০।১৫=১ পুয়া ৩ কাঁচ্চা তাহা হইলে ৫ আনায়

৫ পুয়া = ⁄১।০

আর ৫ ×৩=১৫ কাঁচ্চা = ৶১৫

⁄১।৶১৫

৯১। (সের হইতে মণ।)

সের প্রতি যত দর প্রশ্নের লিখন।
সিকা প্রতি দশ টাকা মণের ধরণ॥
আনাতে আড়াই টাকা পাইএ দশানি।
কড়া প্রতি দুই পাই, গণ্ডায় দুয়ানি॥
অর্দ্ধপাইএ পাঁচানি, কাকে অর্দ্ধপাই।
টাকাতে চল্লিশটাকা ধর শিশু ভাই॥

উদা সেরের দাম টা ২৸৶১২৶ হইলে মণের দাম কত?

টা ২৸৶১২৶

---

১১ সিকা দৃষ্টে ১১ গুণ ১০ টাকা=টা ১১০

৩ আনা দৃষ্টে ৩ গুণ ১০ সিকা = ৭।।০

১২ গণ্ডা দৃষ্টে ১২ গুণ ২ আনা = ১।।০

৩ কড়া দৃষ্টে ৩ গুণ ২ পাই = ⁄১০

টা ১১৯⁄১০ মণের দাম

৯২। (ছটাক হইতে মণ)।

ছটাকের দাম যত হইবেক উক্ত।
মণ প্রতি কত দর হয় যুক্তি যুক্ত ॥
পাই প্রতি দশটাকা, কড়ায় আটানি।
গণ্ডা প্রতি দুই টাকা, কাকেতে দুয়ানি ॥
আনাতে চল্লিশ টাকা মণের লিখন।
তিল প্রতি দুই গণ্ডা হইবে চলন ॥

উদা। ছটাকের দাম আনা ৵১৭৸৶১২ হইলে মণের দাম কত হইবে ?

আনা ৵১৭৸৶১২

২ আনা দৃষ্টে ৪০ দুগুণে ৮০ টাকা=টা ৮০৲
১৭ গণ্ডা দৃষ্টে ১৭ দুগুণে ৩৪ টাকা = ৩৪৲
১৫ কাক দৃষ্টে ১৫ দুগুণে ৩০ আনা = ১৸৶৪
৯ তিল দৃষ্টে ৯ দুগুণে ১৮ গণ্ডা = ৲১৮

মণের দাম =টা ১১৫৸৶১৮

৯৩। (কাঁচ্চা হইতে মণ)।

ফি কাঁচ্চার দর যত, মণ প্রতি পড়ে কত ?
কর শিশু ইহার নির্ণয়।
কড়াকে দু টাকা ধর, পাইতে দুকুড়ি ধর,
আট টাকা ধরহ গণ্ডায় ॥
তিলে অষ্ট গণ্ডা লবে, কাকেতে আটানি হবে,
তবে ফল পাইবে নিশ্চয়।
শুভঙ্কর দাস ভণে, রাখ শিশু করি মনে,
কাঁচ্চা হইতে মণের নির্ণয় ॥

উদা। কাঁচ্চার দাম গণ্ডা ,১৩৸৴১২ হইলে মণের দাম কত ?

গণ্ডা ,১৩৸৴১২

১৩ গণ্ডা দৃষ্টে ৮ তেরং ১০৪ টাকা = টা. ১০৪,
১৪ কাক দৃষ্টে ১৪ অর্দ্ধে ৭ টাকা = ৭,
১২ তিল দৃষ্টে ৮ বারং ৯৬ গণ্ডা = ।১৬

মণের দাম = টা. ১১১।১৬

৯৪। (পুয়া হইতে মণ)।

পুয়া প্রতি যত দর প্রশ্নের লিখন।
সিকায় চল্লিশ টাকা মণের ধরণ ॥
আনা প্রতি দশ টাকা, গণ্ডায় আটানি।
পাইতে আড়াই টাকা, কড়ার দুয়ানি ॥
প্রতি আধ্ পাইএ পাঁচ সিকা ধরি লবে।
কাক প্রতি অর্দ্ধ আনা এ নিয়ম রবে ॥

উদা। পুয়ার দাম টা ২৷৷৶১৭৸৴ হইলে মণের দাম কত ?

টা ২৷৷৶১৭৸৴

১০ সিকা দৃষ্টে ৪০ × ১০ টাকা = টা ৪০০,
৩ আনা দৃষ্টে ৩ × ১০ টাকা = ৩০,
১৭ গণ্ডা দৃষ্টে ১৭ অর্দ্ধে = ৮৷৷০
১৪ কাক দৃষ্টে ১৪ অর্দ্ধে = ।৶০

মণের দাম = টা ৪৩৮৸৶০

(তোলা হইতে মণ)।

(৮০ তোলায় সের)।

তোলা প্রতি দর যত করিবে বলন।
পাইতে পঞ্চাশ টাকা মণের ধরণ ॥
গণ্ডা প্রতি দশ টাকা, কাকে দশ আনা।
কড়াতে আড়াই টাকা তিলে অর্দ্ধ আনা ॥
আনা প্রতি দুশ টাকা কার্য্যকালে লয়।
এইত হিসাব শিশু সর্ব্বজনে কয় ॥

উদা। তোলার দাম আনা ৵১৩॥৶১৯ হইলে মণের দাম কত ?

আনা ৵১৩॥৶১৯

৩ আনা দৃষ্টে ৩ দুগুণে ৬শ টাকা	=	টা ৬০০৲
১৩ গণ্ডা দৃষ্টে ১৩ দশকে ১শ ত্রিশ টাকা	=	১৩০৲
২ কড়া দৃষ্টে আড়াই দুগুণে ৫ টাকা	=	৫৲
৩ কাক দৃষ্টে ৩ দশে ত্রিশ আনা	=	১৸৴০
১৯ তিল দৃষ্টে ১৯ অর্দ্ধে ৯॥০ আনা	=	॥৴১০

মণের দাম = টা ৭৩৭।৶১০

৯৫। (মোকরা মণকষা)।

মোকরা ঘটিত প্রশ্ন সমুদায়ই ভাগহার ঘটিত। উহাদের জিজ্ঞাস্য এইরূপ যথা "এক মণের (ইত্যাদি) দাম এত টাকা হইলে কত মণের দাম এত টাকা হইবে ?" ইত্যাদি।

১ উদা। এক মণ চাউলের দাম টা ২।৵৩। হইলে ১৫০৮॥১৭॥ টাকাতে কত মণ চাউল পাওয়া যাইতে পারে ?

টা ২।৶৬।	টা ১৫০৮।।১৭।।
১৬	১৬
৩২	৯০৪৮
৬	১৫০৯
	৮
৩৮	২৪১৩৬
২০	২০
৭৬৬	৪৮২৭৩৭
৪	৪
৩০৬৫ কড়া	

৩০৬৫) ১৯৩০৯৫০ কড়া (৬৩০
১৮৩৯০
―――――
৯১৯৫
৯১৯৫

তবেই ৬৩০ মণ উত্তর হইল।

২ উদা। পৌনে দুই মণ চাউলের দাম টা ৭।।৶১৫ হইলে. টা ৬৯।।/১৫তে কত চাউল পাওয়া যাইবেক।

ভাগহার দ্বারা দৃষ্ট হইবেক যে

টা. ৭।।৶১৫ × ৯ = টা. ৬৯।।/১৫

তাহা হইলেই ৯ গুণ পৌনে দুই মণ অর্থাৎ ম ১৸০ × ৯ = ম ১৫৸০ অর্থাৎ পৌনে ১৬ মণ উত্তর হইল।

৯৬। সেরকষা। (সাঙ্কেতিক)

মণকষার প্রথম শুভঙ্করী সঙ্কেতটীতে যাহা লিখিত হইয়াছে সের কষার পক্ষে তাহাই খাটিবেক। মণের মূল্য হইতে কেবল সেরের মূল্য, অথবা ১ সেরের মূল্য হইতে কোন সংখ্যক সেরের মূল্য স্থির করা সেরকষার উদ্দেশ্য। প্রথমটী মণকষার পূর্ব্বোক্ত নিয়ম দ্বারা সম্পন্ন

হইয়া থাকে, দ্বিতীয়টী গুণন দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। সেরের মূল্য হইতে ছটাকের মূল্য নিষ্কাশনার্থ শুভঙ্করের সঙ্কেত এই —

"যত টাকায় সের শুনিবে দর।
টাকা প্রতি এক আনা ধর॥
পঞ্চ কৌড়ি লবে আনা প্রতি।
এক কাক ধর গণ্ডা প্রতি॥
কড়া প্রতি লবে পঞ্চ তিল।
শুভঙ্কর বলে শুন সুশীল॥
লব্ধ অঙ্ক হয় যত, ছটাক প্রতি পড়ে তত।

১ উদা। এক সেরের মূল্য টাকা ৫।।৶১৫।। হইলে /।৪৶০ এর মূল্য কত হইবে?

টা. ৫।।৶১৫।। /৪।৶০

।/০ ২০)
)১২।। ২।।০
৩৶০ ৶০
)১০

আ ।/৭৩।৶১০ ছটাকের মূল্য)২
২৶০
।১১
\৩/
৶১০

২৫ টাকা ২ আনা ১৭ গণ্ডা ১০ তিল উত্তর। টা ২৫৶১৭\১০

২ উদা। যদি টা ৩।/৬।।তে ১ মণ দ্রব্য পাওয়া যায় তবে ঐ হিসাবে ৯ সেরের দাম কত হইবে?

সমাধান।

টা ৩৷/৬৷৷ /৬৷৷৵/১২
৯

/৪ ৷৷/০
/২৷৷ ৵/১৪
৵/৮ /৫৷৷৵/০
/৪ ।/৮

আনা /৬৷৷৵/১২ =সেরের দাম

৷৶/১৯৮৵/৮ =৯ সেরের দাম।

মনোগণিত।

৩য় উদা। মণের দাম ৷৶/১৫ হইলে সেরের দাম কত হইবে?

১১ আনা দৃষ্টে ১১ × ২ কড়া = ২২ কড়া = /৫৷৷
আর ৩ পাই দৃষ্টে ৩ গুণ ২ কাক = ।৵/০

/৫৷৵/০

৪র্থ উদা। মণের দাম ।৵/১০ হইলে সেরের দাম কত হইবে?

২৬ পাই দৃষ্টে ২৬ গুণ ২ কাক = ৫২ কাক=১৩ কড়া = /৩। উত্তর

৯৭। মণকষার ৮৮ সূত্রোক্ত সঙ্কেত হইতে দেখা যায় যে মণের দাম ১ টাকা হইলে, সেরের দাম /৮, আর ১০ সেরের দাম ৮ গুণ ১০ গণ্ডা = ৮০ গণ্ডা = ৪ পণ (আনায় পণ) = ১ সিকা। সুতরাং মণের দাম যত টাকা ১০ সেরের দাম তত সিকা; আর মণের দাম ১ আনা হইলে ১ সেরের দাম ২ কড়া, তবে ১০ সেরের দাম ২০ কড়া = /৫ = ১ পাই; সুতরাং মণের দাম যত আনা, ১০ সেরের দাম তত পাই; পুনরায় মণের দাম ১ পাই হইলে সেরের দাম ২ কাক, তবেই ১০ সেরের দাম ২০ কাক = ৫ কড়া ধরিতে হইবে। তাহা হইলেই এই নিয়ম হইবে।

মণের দাম যত টাকা দশ সেরের দাম তত সিকা
... . আনা ... ... পাই
... ... পাই ... ... গুণ পাঁচ কড়া
সুতরাং ... টাকা পাঁচ সেরের দাম তত গুণ ২ আনা
... ... আনা ... ... আধ্ পাই
... ... পাই ... ... গুণ ২।। কড়া
ঐ রূপ ... টাকা /২।। সেরের দাম তত আনা
... ... আনা ... ... সিকি পয়সা
... ... পাই ... ... গুণ ১। কড়া।

৯৮। পূর্ব্বেদৃষ্ট হইয়াছে যে মণের মূল্য হইতে সেরের মূল্য নিষ্কাশনার্থ ৮৮ সূত্রোক্ত সঙ্কেতটী অবলম্বন করা যায় আর একাধিক সেরের মূল্য গুনন দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ৫ সের, ১০ সের, ১৫ সের, ২০ সের, ২৫ সের, ৩০ সের ইত্যাদি সেরের মূল্য নিষ্কাশনার্থ উপরিলিখিত নিয়ম অনুসারে প্রক্রিয়া অনেক সংক্ষিপ্ত হয়, কাজেকাজেই উহাতে অনেক সুবিধা হয়। সুতরাং সেরের সংখ্যা ৫ অথবা ১০ ইত্যাদি কোন গুণিতক হইলে উক্ত নিয়ম খাটিবেক।

উদা। এক মণের দাম ১১।।৶০ হইলে /৫, ।০, ।৫, ।।০, ।।৫, ৸০, ৸৫, সেরের দাম কত হইবে।

(১) দশ সেরের দাম।

১১ টাকা দৃষ্টে ১১ সিকা = টা. ২৸০
১১ আনা দৃষ্টে ১১ পাই (বুড়ি) = ৵১৫

২) টা. ২৸৵১৫ দশ সেরের দাম।
টা. ১।৶৭।। = পাঁচ সেরের দাম।

(২) পাঁচ সেরের দাম।

১১ টাকা দৃষ্টে ১১ গুণ ২ আনা = টা. ১।৵০
১১ আনা দৃষ্টে ১১ আধ পাই = ৫॥পাই = /৭॥

টা. ১।৶৭॥

(৩) ১৫ সেরের দাম।

দশ সেরের দাম = ২৸৵/১৫
পাঁচ সেরের দাম = ১।৶৭॥ } যোগফল = টা. ৪।৵২॥

(৪) ২০ সেরের দাম।

২) ১১।৶০ = ১ মোণের দাম

৫॥
।/১০

টা. ৫৸/১০ = আধ মণ বা ২০ সেরের দাম।

অথবা

১১ টাকা দৃষ্টে ১১ গুণ ২ সিকা = ২২ সিকা = টা. ৫।।০
১১ আনা দৃষ্টে ১১ গুণ ২ পাই = ২২ পাই = ।/১০

টা. ৫৸/১০

(৫) ২৫ সেরের দাম।

২০ সেরের মূল্য = ৫৸/১০
৫ সেরের মূল্য = ১। ৶৭॥ } যোগফল

টাকা = ৭। ১৭॥

(৬) ৩০ সেরের দাম।

১ মণের দাম = টাকা. ১১||৶০ } বিয়োগ
১০ সেরের দাম = ২৸৵১৫

টা. ৮৸ ৫

অথবা

১১ টাকা দৃষ্টে ১১ গুণ ৩ সিকা = ৩৩ সিকা = ৮|০ } যোগ
১১ আনা দৃষ্টে ১১ গুণ ৩ পাই = ৩৩ (বুড়ি) = ||৫

টা. ৮৸৫

(৭) ৩৫ সেরের দাম।

৩০ সেরের দাম = ৮৸৫ } যোগ
৫ সেরের দাম = ১|৶৭৸

টা. ১০৶১২||

অথবা

১ মণের দাম = ১১||৶০ } বিয়োগ
৫ সেরের দাম = ১ |৶৭||

টা. ১০ ৶১২||

ঐরূপ /২|| দাম

১১ টাকা দৃষ্টে ১১ আনা = ||৶০
১১ আনা দৃষ্টে ১১ সিকি পয়সা } ,১১
= ১১ কড়া আর ১১ গণ্ডা ,২৸

||৶১৩৸

আর ৫ সেরের দাম ... ... টাকা ১।৶ ৭।।

/৭।। সেরের দাম ... ... টাকা ২৶১।

৯৯। (ছটাক হইতে সের)

ছটাকের দর যত করিবে বলন।
পাই প্রতি তত সিকা সেরের ধরণ ।।
যত আনা তত টাকা, টাকার মোহর।
সিকা প্রতি চারি টাকা, লইবে সত্বর ।।
এক এক আধ্ পাই এ ধরিবে দুয়ানি।
গণ্ডা প্রতি ষোল গণ্ডা সের প্রতি গণি ।।

উদা। ছটাকের দাম টা ১৸৶১৫।। হইলে সেরের দাম কত?

টা. ১৸৶১৭।।

১ টাকা দৃষ্টে ১ × ১৬ টাকা	=টা, ১৬৲
১১ আনা দৃষ্টে ১১ টাকা	= ১১৲
৩ পাই দৃষ্টে ৩ সিকা	= ৸০
আধ্ পাই দৃষ্টে দুই আনা	= ৵০

টা, ২৭৸৵০ উত্তর।

(কাচ্চা হইতে সের)

এক এক কাঁচ্চার যতেক হবে দর।
পাই প্রতি এক টাকা সের প্রতি ধর ।।
সিকা প্রতি ষোল টাকা, আনা প্রতি চারি।
গণ্ডা প্রতি তিন আনা চারি গণ্ডা ধরি ।।
কড়া প্রতি ষোল গণ্ডা, চারি গণ্ডা কাকে।
সুবোধ হইলে শিশু মনে গেথে রাখে ।।

১০০ । (পুয়া হইতে সের)

প্রতি পুয়া জিনিসের দর হবে যত।
প্রতি সের প্রতি বল পড়িবেক কত ?
যত পাই তত আনা, সিকা প্রতি টাকা।
গণ্ডা প্রতি চারি গণ্ডা, আনা প্রতি সিকা ॥
যত কড়া তত গণ্ডা, কাক প্রতি কড়া।
এই অঙ্ক লয়ে হয় সের কষা করা ॥

(☞ ইহাই ১ টার মূল্য হইতে ৪ টার মূল্য নির্ণয় করিবার নিয়ম)

১০১। তোলা হইতে সের)

তোলা প্রতি যত দর থাকিবে লিখন।
সিকা প্রতি কুড়ি টাকা সেরের ধরণ ॥
আনা প্রতি পাঁচ টাকা কড়া প্রতি আনা।
পাই প্রতি পাঁচ সিকা কাকে সিকি আনা ॥
যত তিল তত কড়া, গণ্ডা প্রতি সিকা।
এই নিয়ম ধরি সেরের কর লেখা ॥

১ উদা। কাঁচ্চার দাম টা, ১।৶১৫ হইলে সেরের দাম কত ?

টা, ১।৶১৫

৫ সিকা দৃষ্টে ৫ ষোলং ৮০ টাকা=টা. ৮০
৩ আনা দৃষ্টে ৩ চারি ১২ টাকা = ১২
৩ পাই দৃষ্টে ৩ টাকা = ৩৲

টা. ৯৫৲ উত্তর

২ উদা। পুয়ার দাম টা. ২৷৶১২৷৷ হইলে সেরের দাম কত ?

টা. ২৷৶১২৷৷

৯ সিকা দৃষ্টে ৯ টাকা	=	টা ৯৲
৩ আনা দৃষ্টে ৩ সিকা	=	৷৵০
১২ গণ্ডা দৃষ্টে ৪ বারং ৪৮ গণ্ডা	=	৴৮
২ কড়া দৃষ্টে ২ গণ্ডা	=	২

(অথবা ৪ দিয়া গুণ করিলেও এই ফল হয়) টা, ৯৷৵৴১০ উত্তর।

৩ উদা। তোলার দাম টা ৩৷৶১০৷৷৶ হইলে সেরের দাম কত ?

টা. ৩৷৶১০ ৷৷৴

১৩ সিকা দৃষ্টে ১৩ কুড়িং ২৬০ টাকা	=	টা ২৬০
৩ আনা দৃষ্টে ৩ পাঁচ ১৫ টাকা	=	টা ১৫৲
২ পাই দৃষ্টে ৫ দুগুণে ১০ সিকা	=	২৷৷০
১২ কাক দৃষ্টে ৩ আনা	=	৶০

টা. ২৭৭৷৷৶০ উত্তর।

১০২। পণ্ডরি কষা। (সাঙ্কেতিক)

মণ হইতে পশুরি

(২১ সূত্র দেখ।)

মণ প্রতি যত তঙ্কা করিবে বলন।
তঙ্কা প্রতি দুই আনা পশুরির ধরণ ৷৷
আনা প্রতি আধ পাই গণ্ডায় দুই কাক।
কড়া প্রতি দশ তিল, পাইএ দশ কাক ৷৷

(পণ্ডরি হইতে মণ)

" পণ্ডরির দরে মণ খরিদ করিবে।
টাকা প্রতি আট টাকা ধরিয়া লইবে ॥
গণ্ডা প্রতি আট গণ্ডা আনায় আটানি।
কড়া প্রতি দুই গণ্ডা পাইএ দুয়ানি ॥

(পণ্ডরি হইতে সের)

পণ্ডরি প্রতি যত তঙ্কা শুনিবেক দর।
তঙ্কা প্রতি তিন আনা চারি গণ্ডা ধর ॥
যত আনা তত গুণ চারি গণ্ডা ধর।
যত পাই তত গণ্ডা লয়ে হিসাব কর ॥
প্রক্রিয়ার পরে অঙ্ক লব্ধ হবে যত।
মনে রাখ সের প্রতি পড়িবেক তত ॥"

(পণ্ডরি হইতে ছটাক ও তোলা *)

" পণ্ডরি প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর।
তঙ্কা প্রতি চারি গণ্ডা ছটাক প্রতি ধর ॥
আনা প্রতি এক কড়া, পাই প্রতি কাক।
শুভঙ্কর দাস কহে এই অঙ্ক রাখ ॥
পণ্ডরি প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর।
তঙ্কা প্রতি তিন কড়া এক তাল ধর ॥
আনা প্রতি এক তাল শুভঙ্কর ভণে।
তোলার দর স্থির কর আনন্দিত মনে ॥

১ উদা। ৩০ টাকা মণ হইলে পণ্ডরি, সের, ছটাক ও তোলা প্রতি কত হইবে?

---

* ৮০ তোলায় সের।

(১) পশুরির দাম। ৩০ টাকা দৃষ্টে ৩০ গুণ ২ আনা ৬০ আনা (পণ) = টা. ৩৸০

(২) সেরের দাম। ৩ টাকা দৃষ্টে ৩ গুণ ৩ আনা = ॥৴০

আর ৩ গুণ ৪ গণ্ডা = ,১২

এবং ১২ আনা দৃষ্টে ৪ বারং ৪৮ গণ্ডা } = ৵৮

বার আনা উ. ৸৴

(৩) ছটাকের দাম। ৩ টাকা দৃষ্টে ৩ গুণ ৪ গণ্ডা = ,১২

আর ১২ আনা দৃষ্টে ১২ কড়া = ,৩

,১৫ উত্তর।

(৪) কাঁচ্চার দাম ১৫ গণ্ডা দৃষ্টে ১৫ কড়া = ,৩৸ উত্তর।

(৫) তোলার দাম। ৩ টাকা দৃষ্টে ৩ ত্রিক্ষে ৯ কড়া = ,২।

আর ৩ তাল = ৩

এবং ১২ আনা দৃষ্টে ১২ তাল = ॥২

উত্তর ৩

অথবা ৫ তোলায় ছটাক বলিয়া ১ তোলার দাম ১৫÷৫=৩ গণ্ডা।

২ উদা। ১ পশুরির দাম ১৶১০ হইলে ১ মণের দাম কত?

১৶১০

১ টাকা দৃষ্টে = ৮,

৩ আনা দৃষ্টে ৩ × ৮ = } = ১।০

২ পাই দৃষ্টে = ।০

৯৸০

১০৩। বিশে * কষা। (সাঙ্কেতিক)

যত টাকা বিশে শুনিবে দর, টাকায় সিকা সেরে ধর।
লব্ধ অঙ্ক হয় যত, সের প্রতি পড়ে তত॥
যত টাকা বিশে শুনিবে দর, তঙ্কা প্রতি এক পাই ধর।
লব্ধ অঙ্ক হয় যত, ছটাক প্রতি পড়ে তত॥
যত টাকা বিশে শুনিবে দর, এক গণ্ডা তোলায় ধর।
প্রাপ্ত ফল হবে যত তোলা প্রতি পড়ে তত॥

উদা। ৫ টাকা বিশে হইলে ২ সের, ৩ ছটাক, ও ৩ তোলার দাম কত হইবে ?

সেরের দর। ৫ টাকা দৃষ্টে ৫ সিকা = ১৷০ = ১ সেরের দাম
∴ /২ সেরের দাম= ২৷৷০

ছটাকের দাম। ৫ টাকা দৃষ্টে ৫ পাই = /৫ = ছটাকের দাম
∴ ৩ ছটাকের দাম = ৶১৫ উত্তর।

তোলার দাম। ৫ টাকার দৃষ্টে ৫ গণ্ডা = ,৫ (১ পাই)
= ১ তোলার দাম।
৩ তোলার দাম = ,১৫ (৩ পাই) উত্তর।

১০৪। নিম্নলিখিত নিয়ম স্মরণ রাখিলে ক্ষতি নাই।

বিশের দাম যত টাকা সেরের দাম তত সিকা
............আনা .... পাই
............পাই .... গুণ ৫ কড়া
............গণ্ডা .... কড়া
............টাকা...ছটাকের দাম তত পাই

---

* ৪ সেরে ১ বিশে ধৃত হইয়া থাকে। সুতরাং বিশি ও বিশে উভয়ে প্রভেদ আছে।

বিশের দাম যত আনা ছটাকের দাম তত গুণ ৫ কাক
............পাই ....গুণ এক কাক ৫ তিল
............গণ্ডা ....গুণ সিকি কাক
............টাকা তোলার দাম তত গণ্ডা
............আনা ....কাক
................পাই ....গুণ ৫ তিল
................গণ্ডা ....তিল ॥

১০৫। ছটাক কষা। (সাঙ্কেতিক)

(মণ হইতে ছটাক।

মণ দর যত তঙ্কা থাকিবে বলন।
তঙ্কা প্রতি দুই কড়া ছটাক ধরণ ॥
আনা প্রতি আধ্ কাক, গণ্ডায় অষ্ট ঘুণ।
শুভঙ্কর দাস কহে কড়ায় দুই ঘুণ ॥

সেরের দর হইতে ছটাকের দর নির্ণয় করিবার সঙ্কেত ৮১ সূত্রে লিখিত হইয়াছে। পশুরি হইতে ছটাকের দর নিষ্কাশন করিবার উপায় ১০২ সূত্রে লিখিত হইয়াছে।

উদা। মণের দাম টা ৭॥৵১০ হইলে /০॥৶০ ছটাকের দাম কত হইবে।

টা ৭॥৵১০ ———— ,)৩॥ |/০ ৫

/০॥৶০ ———— /১৩ ৮৶০ ৵১৫

১ ছটাকের দাম=গ.,)৩৸/৫ আনা ৵২ /১৫ উত্তর।

বিবৃতি। মণের দাম হইতে পুয়ার দাম স্থির করিতে হইলে, প্রথমে ছটাকের দাম স্থির করিবে তাহার পর ৪ ছটাকে কত পড়ে হিসাব করিবে।

উদা। মণের দাম টাকা ২৫।১০ হইলে ৩ পুয়ার দাম কত হইবে ?

টাকা ২৫।১০	/০৬০ (১২ ছটাক)
(১২॥	।৶০
৶০	/৪
৫	,৭॥
	৬

এক ছটাকের দাম ,১২॥৶৫

৩ পুয়ার মুল্য = আনা ।৶১২।

১০৬। পুয়া ইত্যাদির দাম নির্ণয় করণার্থ নিম্নলিখিত নিয়মটী স্মরণ রাখা ভাল।

মণের দাম যত টাকা পুয়ার দাম তত গুন ২ গণ্ডা।
... ... আনা ... ... ২ কাক
... ... গণ্ডা ... ... ২ তিল
... ... কড়া ... ... আধ তিল
... ... টাকা আধ পুয়ার দাম তত গণ্ডা।
... ... আনা ... . কাক।
... ... গণ্ডা ... ... তিল।

মণের দাম কেবল টাকা হইলে ৫ ছটাক, ১৫ ছটাক ইহাদের দাম স্থির করিবার উপায় এই ;—

মণের দাম যত টাকা ৫ ছটাকের দাম তত আধ পাই।
... ... ১০ ... ... পাই।
... ... ১৫ .. .. দেড় পাই।

১০৭। কাঁচ্চা কষা। (সাঙ্কেতিক।

(সের হইতে কাঁচ্চা)

সের প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর।
তঙ্কা প্রতি তত পাই কাঁচ্চা প্রতি ধর ॥

আনা প্রতি পাঁচ কাক, গণ্ডায় পাঁচ তিল।
ভৃগুরাম দাস কহে ধরহ সুশীল ॥
ইহা ব্যতীত কড়া প্রতি ১ তিল ৪ ঘুণ ধরা যায়।

১০৮। (ছটাক হইতে কাঁচ্চা)

ছটাক প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর।
তঙ্কা প্রতি তত সিকা কাঁচ্চা প্রতি ধর ॥
আনা প্রতি এক পাই, গণ্ডায় কড়া লয়।
শুভঙ্কর দাস কহে কড়ায় কাক হয় ॥

ইহা ব্যতীত কাক প্রতি পঞ্চ তিল, আর তিল প্রতি সিকি তিল ধৃত হয়।

উদা। একমণ ঘৃতের দাম ২৫৷৷৶ টাকা হইলে ১ সেরের দাম, ১ ছটাকের দাম, ও এক কাঁচ্চার দাম কত হইবে? তিন কাঁচ্চারই দাম বা কত হইবে?

টা. ২৫৷৷৵০
―――――
৷৷৵০
৴৫৻
―――――
আ. ৷৷৵৫৻ = ১ সেরের দাম
―――――
৴৩৵
৴৫
৩৻
―――――
৴৩৶৮৻ = ১ কাঁচ্চার দাম .. = ... ৴৩৶৮৻

আ. ৷৷৵৫৻
―――――
৲১২৷৷
৷৴০
১৫
―――――
১ ছটাকের দাম = গ. ৴১২৻/১৫
―――――
৴৩
৶৫
৩৻
―――――

৴৯ ৷৴ ৴৪ ২৷	১ ছটাকের দাম হইতে ১ কাঁচ্চার দাম বাদ দিলে অবশিষ্ট = ৴৯৷৷৵৬৷ = ৩ কাঁচ্চার দাম।

৴৯৷৷৵৬৷ = ৩ কাঁচ্চার দাম

১০৯। (মণ হইতে কাঁচ্চা)।

মণ প্রতি যত তঙ্কা থাকিবে বলন।
তঙ্কা প্রতি দুই কাক কাঁচ্চার ধরণ ॥
আনায় আড়াই তিল, গণ্ডায় দুঘুণ।
শুভঙ্কর দাস কহে কড়ায় অৰ্দ্ধ ঘুণ ॥

১১০। (পুয়া হইতে কাঁচ্চা)।

পুয়া দর যত তঙ্কা করিবে বলন।
টাকা প্রতি তত আনা কাঁচ্চার ধরণ ॥
আনা প্রতি পাঁচ কড়া, পাইএ পাঁচ কাক।
কড়া প্রতি পাঁচ তিল, গণ্ডায় এক কাক ॥

১ উদা। মণের দাম টা ৩২৷৷৵১২ হইলে কাঁচ্চার দাম কত?

টা ৩২৷৷৵১২

৩২ টাকা দৃষ্টে ৩২ দুগুণে ৬৪ কাক ৬৪ পণ ৪ কাহন = ৪ গণ্ডা	} = ...	৴৪
১০ আনা দৃষ্টে ১০ আড়াইএ ২৫ তিল=		৴৫
১২ গণ্ডায় ১২ দুগুণে ২৪ ঘুণ=		৴১৷৷
		৴৪৴৬৷৷

২ উদা। পুয়ার দাম টা ৩১৸৶১০ হইলে কাঁচ্চার দাম কত ?

টা ৩১৸৶১০

৩১ টাকা দৃষ্টে ৩১ আনা = টা ১৸৶
১৫ আনা দৃষ্টে ৫ পনরং ৭৫ কড়া = ১৮৩
২ পাই দৃষ্টে ৫ দুগুণে ১০ কাক = ॥৶

উত্তর। টা ১৸৶১৯।৶

১১১। তোলাকষা। (সের হইতে তোলা)

সের প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর।
তঙ্কা প্রতি চারি গণ্ডা তোলা প্রতি ধর॥
যত আনা তত কড়া, পাই প্রতি কাক।
গণ্ডা প্রতি চারি তিল এই অঙ্ক রাখ॥

(ছটাক হইতে তোলা)

ছটাকের দর যত, তোলা প্রতি পড়ে কত ?
তঙ্কা প্রতি তিন আনা চারি গণ্ডা।
আনা প্রতি চারি গণ্ডা।
পাই প্রতি এক গণ্ডা, গণ্ডায় চারি তাল।
সিকা প্রতি ষোল গণ্ডা, কড়ায় এক তাল॥

(কাঁচ্চা হইতে তোলা)

যত আনা কাঁচ্চা শুনিবে দর।
আনার প্রতি ষোল গণ্ডা ধর॥
চারি গণ্ডা লবে পাই প্রতি।
ষোল তাল ধর গণ্ডা প্রতি॥

কড়া প্রতি চারি তাল, কাক প্রতি তাল।
কাঁচ্চা হৈতে তোলাকষা এই বুঝ হাল ॥

১ উদা। পাকি সেরের দর টা. ১২৸৶/১৫ হইলে তোলার দাম কত পড়ে?

		টা. ১২৸৶/১৫
১২ টাকা দৃষ্টে ৪ বারং ৪৮ গণ্ডা	=	আনা. ৵৮
১৫ আনা দৃষ্টে ১৫ কড়া	=	‚৩৬
৩ পাই দৃষ্টে ৩ কাক	=	৶
		আনা. ৵/১১৸৶

২ উদা। ছটাকের দাম টাকা ৯৷৷/৯ হইলে তোলার দাম কত?

			টাকা ৯৷৷/৯
৯ টাকা দৃষ্টে	৩ নাম্ ২৭ আনা	=	টা. ১৷৷৶
	৪ নাম্ ৩৬ গণ্ডা	=	/১৬
	৯ আনা দৃষ্টে ৪ নাম্ ৩৬ গণ্ডা	=	/১৬
	৯ গণ্ডা দৃষ্টে ৪ নাম্ ৩৬ তাল	=	‚১৷৷১
			টাকা ১৸৵/১৩৷৷১

৩ উদা। কাঁচ্চার দাম আনা ৶/১৫ হইলে তোলার দাম কত?

		আনা ৶/১৫
৩ আনা দৃষ্টে ৩ ষোলং ৪৮ গণ্ডা	=	৵৮
৩ পাই দৃষ্টে ৩ চারি ১২ গণ্ডা	=	‚১২
		আনা ৶০ উত্তর।

১১২। তোলাকষা। (সাঙ্কেতিক)

(মণ হইতে তোলা —৬৪ তোলায় সের)

মণ প্রতি যত তঙ্কা থাকিবে বলন।
তঙ্কা প্রতি দুই কাক তোলার ধরণ ॥
আনায় আড়াই তিল শুভঙ্কর ভণে।
তোলা কষা কর শিশু আনন্দিত মনে ॥

(৮০ তোলার সের = পাকিসের)

মণ প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর।
তঙ্কা প্রতি এক কাক বার তিল ধর ॥
আনা প্রতি দুই তিল শুভঙ্কর ভণে।
পাই প্রতি আধ তিল রাখ করি মনে ॥

উদা। যেখানে পাকি ওজন চলিত, সেখানে প্রতি মণের দাম টাকা ৩২৸৶১০ হইলে ১২ তোলার দাম কত হইবে? যেখানে কাঁচি ওজন চলিত, সেখানেই বা কত হইবে?

টাকা ৩২৸৶১০

২
১৵৪
/১০
৫

পাকি ওজনে গ. ১৵১৯ তোলা প্রতি

/১৬
২।০
৸৶৪

১২ তোলা দাম } আ /১৯৶৪ = প্রায় ৵ উত্তর

টাকা ৩২৸৶১০

১৪
/১৭॥
১।

কাঁচা ওজনে তোলা প্রতি } গ. ১৪ /১৮৸

৵৮
৸০
॥৵১৬
৯

১২তোলা দাম = } আনা ৵৯।৶৫ প্রায় ৵১০ উ

* পাই প্রতি সপ্ত ঘুণ।

১১৩। মাস মাহিনা। (সাঙ্কেতিক)

(দিন প্রতি)।

মাস মাহিনা যার যত। দিন তার পড়ে কত?
তঙ্কা প্রতি দশ গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি।
আনা প্রতি দুই কড়া দুই ক্রান্তি।
পাই প্রতি দুই ক্রান্তি। বলে গেল ধূলদন্তি।

১ উদা। মাসে যার টা. ৭৸৶১৫ বেতন, সে ৫ মাস ১৮ দিনে কত পাইবে?

	মাস	দি
টা. ৭৸৶১৫	৫	১৮
৶১০	৩৫)	
)৩৷৷	৪৷৷৶	
)১ =	৶১৫	
)৭৷৷	৪৷৷০	
২৷৷	৷১০	
৷৷	)৩	
দিন প্রতি ৷৯)৫ = ; বেতন	টা. ৪৪৷৷৶৮ উত্তর।	

২ উদা। মাসে যার টা. ৭৸৶১৫ বেতন. সে ৩ বৎসরে ২ মাসে কত পাইবে?

টা. ৭৸৶১৫	৩ বৎসর ২ মাস
৮৪)	২৮৫)
১১৷০	২৷৶০
৷৷/০	১৪)
৯৫৵/০ = ১ বৎসরে বেতন	১৸৵০
	/১০
	টাকা ৩০৩৷৵১০ উত্তর।

† এস্থলে ৩০ দিনে মাস ধৃত হইয়াছে।

৩ উদা। যাহার মাসিক বেতন টা. ৯৮৵০ সে ৩ মাস ২ সপ্তাহের বেতন কত পাইবে।

মাস প্রতি টা, ৯৮৵৫	৩ মাস ২ স.
।১০	২৭৲
৲৪॥	২॥৵০
৲১॥	৴১০
৲৭	৬৲
২।—	৴১৬
—	৲১

দিন প্রতি আ. ।৴৫॥ টা ৩৫৮৴৭ উত্তর।

২৶০
৴১৫
৲৩॥

সপ্তাহের প্রতি টা, ৩৲১৮॥

১১৪। দেখ ৩০ দিন মাস ধরিলে, যাহার মাসিক বেতন ৫ টাকা সে এক দিনে (৫×১৬÷৩০) আনা = ⅜ আনা পাইবে; সুতরাং ৩ দিনে ৮ আনা পাইবে। অর্থাৎ ৫ টাকা মাসিক বেতন হইলে ৩০ দিনের ৩ দিনে ৮ আনা। ১০ টাকা বেতন হইলে ৩০ দিনের ৩ দিনে ২ গুণ ৮ আনা = ১ টাকা। ২০ টাকা বেতন হইলে ৩০ দিনের ৩ দিনে ২ গুণ ১ টাকা = ২ টাকা। ইত্যাদি। সুতরাং ৩০ দিনে মাস ধরিলে ৩ দিনের বেতন স্থির করিবার আর একটি সংক্ষিপ্ত উপায় এই।

নিয়ম। মাসিক বেতনের সংখ্যা যদি এরূপ অখণ্ড রাশি হয়, যে তাহা ৫ এর কোন গুণিতক, তবে টাকার সংখ্যার একক স্থানের অঙ্ক বাদে যত ৩ দিনের বেতন তত টাকা ধর আর একক স্থানে ৫ থাকিলে প্রাপ্ত টাকায় আরও ৮ আনা যোগ করিবে; শূন্য থাকিলে কিছুই যোগ করিতে হইবে না।

উদা। মাসিক বেতন ২৬৫ টাকা হইলে ৩ তিন দিনে কত পাইবে ? ২৭০ টাকা মাসিক বেতন হইলে ৬ দিনের বেতন কত হইবে ?

(১) ২৬৫ টাকা দৃষ্টে ২৬ টাকা আর ৮ আনা। টা. ২৬৷৹ উত্তর

(২) ২৭০ টাকা দৃষ্টে ২৭ টাকা ; ২৭×২=৫৪৲। টা, ৫৪৲ উত্তর।

বিবৃতি। এক দিনের বেতন স্থির করিতে হইলে ৩ দিনের বেতনকে ৩ দিয়া ভাগ করিলেই হইবে। যথা মাসিক বেতন ২৭০ টাকা হইলে ৩ দিনের বেতন ২৭ টাকা, ১ দিনের বেতন ২৭ ÷ ৩=৯ টাকা। আর ৬ দিন, ৯ দিন ও ১২ দিনের বেতন স্থির করিতে হইলে ৩ দিনের বেতনকে দ্বি (৬/৩), ত্রি (৯/৩), (১২/৩), চতুর্গুণিত করিলেই হইবে। কিন্তু যত দিনের বেতন স্থির করিতে হইবে তাহা ৬, ৯, ১২ ইহাদের মত ৩ এর কোন অপবর্ত্ত না হইলে, উহার সমীপবর্ত্তী যে সংখ্যা ৩ এর অপবর্ত্ত তত সংখ্যক দিনের বেতন নির্ণয় করিয়া পরে প্রশ্নানুসারে বাকি ১ বা ২ দিনের বেতন উহাতে যোগ বা বিয়োগ করিবে। যথা ২৫ দিনের বেতন স্থির করিতে হইলে দেখা যায় যে ২৫, ৩ এর অপবর্ত্ত নহে, কিন্তু ২৫ এর সমীপবর্ত্তী রাশি ২৪, ৩ এর অপবর্ত্ত, সুতরাং ২৪ দিনের বেতনে ১ দিনে বেতন যোগ করিলে হইবে। পুনরায় ১৫ দিনের বেতন স্থির করিতে হইলে মাসিক বেতনের অর্দ্ধেক লইলেই হইবে।

উদা। মাসিক বেতন ১৬৫ টাকা হইলে ১৭ দিনের ও ৩ দিনের বেতন এবং ১৫ দিনের বেতন কত ?

৩ দিনের বেতন। ১৬৫ টাকা দৃষ্টে ১৬ টাকা আর ৮ আনা টা ১৬৷৹ উত্তর।

১৫ দিনের বেতন। ১৬৫ অর্দ্ধে ৮২৷৷৹ টাকা উত্তর।

১৭ দিনের বেতন। দেখ ১৭ = ৫×৩+২ ; সুতরাং ১৫ দিনের বেতন = ১৬৷৹×৫=৮২৷৷৹ ; আর ২ দিনের বেতন = (১৬৷৷ ÷ ৩)

×২=৫।।০×২=১১ টাকা; তাহা হইলেই ১৭ দিনের বেতন=৮২৷৷০ +১১=৯৩৷৷০ টাকা উত্তর ৷৷

১১৫। বাঙ্গালা সকল মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ হয় না; কোন মাস ৩০ দিনে, কোন মাস ৩১ দিনে, কোন মাস ৩২ দিনে, কোন মাস ২৯ দিনে সম্পূর্ণ হয়। ইত্যাদি। আর ইংরেজীতে কোন মাস ৩০ দিনে, কোন মাস ৩১ দিনে পূর্ণ হয়। সুতরাং ২৮, ২৯, ৩১ ও ৩২ দিনের ১ দিনের বেতন স্থির করিবার উপায় নিম্নেলিখিত হইল।

(১) ২৮ দিনে মাস হইলে।

মাসিক বেতন যত টাকা ১ দিনে তত গুণ ১১ গণ্ডা ১ কড়া ৫দ্বীপ।
... ... আনা ... ... ২ কড়া ৬ দ্বীপ।
... ... পাই ... ... ৫ দ্বীপ।
... ... টাকা সপ্তাহ প্রতি তত সিকা।
... ... আনা ... ... পাই।
... . পাই ... ... গুণ ৫ কড়া।

(২) ২৯ দিনে মাস হইলে।

মাসিক যত টাকা দিন তত গুণ ১১ গ. ১ দ্বীপ (প্রায়) * [১ দ্বী. বেশি]
... ... আনা ... ... ২ কড়া ৩ কাক (প্রায়) [১ কাক কম]
... .. পাই ... ... ২ ক্রান্তি (প্রায়) [২ ক্রান্তি কম]
... ... টাকা সপ্তাহে তত গুণ ৩ আ. ১৭ গ. ১ ক. [১ দ্বী বেশি]
... ... আনা .. .. ৪ গণ্ডা ৩ কাক ১ ক্রান্তি (প্রায়)
... .. পাই ... ... ১ গণ্ডা ১ কড়া (প্রায়)।

* এই হিসাবে তঙ্কা প্রতি মাসে ১ দ্বীপ অতিরিক্ত হইবে।

(৩) ৩১ দিনে মাস হইলে।

মাসিক বেতন যত টাকা দিন প্রতি ততগুণ ১০ গ. ১কড়া ২ দ্বীপ *(প্রায়)

* এই হিসাবে তঙ্কা প্রতি মাসে ২ দ্বীপ কম হইবে।

.. .. আনা ... ২ কড়া ৩ তাল (প্রায়) [২ তাল কম]

.. .. পাই ... ২ ক্রান্তি (প্রায়) [২ ক্রান্তি বেশি]

.. .. টাকা সপ্তাহে তত গুণ ৩ আ.৮গ.৬কা.৪তি. (প্রায়)

... ... আনা ... ... ৪ গণ্ডা ২ কড়া ৫ তিল (প্রায়)

.. .. পাই .. ... ২ কাক ৫ তিল (প্রায়)

(৪) ৩২ দিনে মাস হইলে।

মাসিক বেতন যত টাকা দিন প্রতি তত গুণ ২ পাই

.. .. আনা ... ... আড়াই কড়া (১০ কাক)

... ... পাই ... ... আড়াই কাক।

... ... টাকা সপ্তাহ প্রতি ততগুণ ৩ আনা ২ পাই।

.. .. আনা ... ... ৪ গণ্ডা ৬ কাক।

.. .. পাই .. .. ১ গণ্ডা দেড় কাক।

(৫) ৩০ দিনে মাস হইলে।

মাসিক যত টাকা সপ্তাহে তত গুণ ৩ আনা ১৪ গণ্ডা ২ কড়া ২ ক্রান্তি।

... ... আনা .. .. ৪ গণ্ডা ২ কড়া ২ ক্রান্তি।

... ... পাই ... ... ১ গণ্ডা ২ ক্রান্তি।

১ম উদা। ৩২ দিনে মাস হইলে, যাহার ২৫॥৵১০ টাকা মাসিক বেতন, তাহার ঐরূপ মাস ৫ দিনের বেতন কত হইবেক?

টা. ২৫॥৵১০......১ মাসের বেতন   ৫ মা. ৫ দিন

৸১০
৬।
।৴

আ. ৸১৬॥/০......১ দিনের বেতন

১২৫,
৩৶০
৵১০
৩৸০
।০
,২৸/

টা. ১৩২।১২৸/ উত্তর।

২য় উদা। ২৮ দিনে মাস হইলে (১ম উদা) তে কত বেতন পাওয়া যাইবেক ?

টা. ২৫॥৵১০......১ মাসের বেতন	৫ মা. ৫ দিন
৶/১৫	১২৫৲
৲৬।	৩৵০
৲৪।৬	৵১০
৲৫	৪।৵০
৲২৲৪	৶৫
। ৩	৲১ ৲২
৶৵১৩৲৬ দ্বীপ=১ দিনের বেতন	টা. ১৩২৶/১৬৲২দ্বী= উত্তর।

৩য় উদা। পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নে ৩১ দিনে মাস ধৃত হইলে; কত পড়িবে।

টা. ২৫॥৵১০......১ মাসের বেতন	৫ মা. ৫ দি.
৶১০	১২৫৲
৲৬।	৩৵০
৲১৶১	৵১০
৲৫	৪/০
৲১॥	/০
।—	৲৩৶
	৲০॥৩$\frac{১}{৩}$
টা. ৶/৪৶২$\frac{২}{৩}$ তাল...১ দিনের বেতন	টা. ১৩২।৵১৪।৩$\frac{১}{৩}$ উত্তর।

আর আ. ৶/৪৶১$\frac{২৪}{৩১}$তাল = ১ দিনের বেতন (মিশ্রভাগহারানুসারে।)

সুতরাং পূর্ব্বোক্তটী শেষোক্তটী অপেক্ষা ২$\frac{২}{৩}$—১$\frac{২৪}{৩১}$=$\frac{৮৩}{৯৩}$ তাল বেশি সুতরাং ৫ দিনে উদ্দেশ্য উত্তরটী $\frac{৮৩}{৯৩}$ × ৫ তাল=৪$\frac{৪৩}{৯৩}$ তাল বেশি হইবে; অর্থাৎ ১ কড়াও নহে। সুতরাং বৈষয়িক প্রশ্ন উক্ত নিয়মের উপ-

যোগ করিলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না। কিন্তু উত্তরটী অতি সূক্ষ্ম হওয়া আবশ্যক হইলে মিশ্রভাগহারও গুণন অনুসারে প্রক্রিয়া সমাপ্ত করাই বিধেয়। "২৯ দিনে মাস" এর পক্ষেও ঐরূপ।

১১৬। বৎসর মাহিনা।

মাস প্রতি (১) বৎসর মাহিনা যার যত। মাসে তার পড়ে কত ?
তঙ্কা প্রতি এক আনা ছয় গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি
আনা প্রতি এক গণ্ডা দুই কড়া দুই ক্রান্তি।
পাই প্রতি এক কড়া দুই ক্রান্তি বলে গেল ধুলদন্তি ॥

দিন প্রতি ৩০ দিনে মাস } (২) বৎসর মাহিনা যার যত। দিন তার পড়ে কত ?
তঙ্কা প্রতি তিন কড়া পাঁচ দন্তি।
আনা প্রতি দুই দন্তি।
পাই প্রতি আধ্ দন্তি। বলে গেল ধুলদন্তি ॥

সপ্তাহ প্রতি (৩) বৎসর মাহিনা যার যত। সপ্তাহে তার পড়ে কত ?
তঙ্কা প্রতি ছয় গণ্ডা আট দন্তি।
আনা প্রতি এক কড়া পাঁচ দন্তি।
পাই প্রতি সাড়ে তিন দন্তি। বলে গেল ধূল দন্তি ॥

(মনোগণিত)

১ উদা। বৎসরে ৩৫ টাকা বেতন হইলে ১ মাসে ও ১ দিনে কত পাইবে ?

মাসমাহিনা। ৩৫ টাকা দৃষ্টে ৩৫ আনা (৩৫ পণ) = টা ২৶০
আর ৩৫ × ৬গণ্ডা=২১০গণ্ডা= ॥৵১০
৩৫ × ২কড়া=৭০ কড়া = ,১৭॥
৩৫ × ২ক্রান্তি=৭০ ক্রান্তি= ,৫৬—

টা. ২৸৵১৩।—

দিনমাহিনা। ৩৫ টাকা দৃষ্টে ৩৫ × ৩= ১০৫ কড়া= /৬।
আর ৩৫ × ৫= ১৭৫ দন্তি ৪৬—১

আ /১১—১